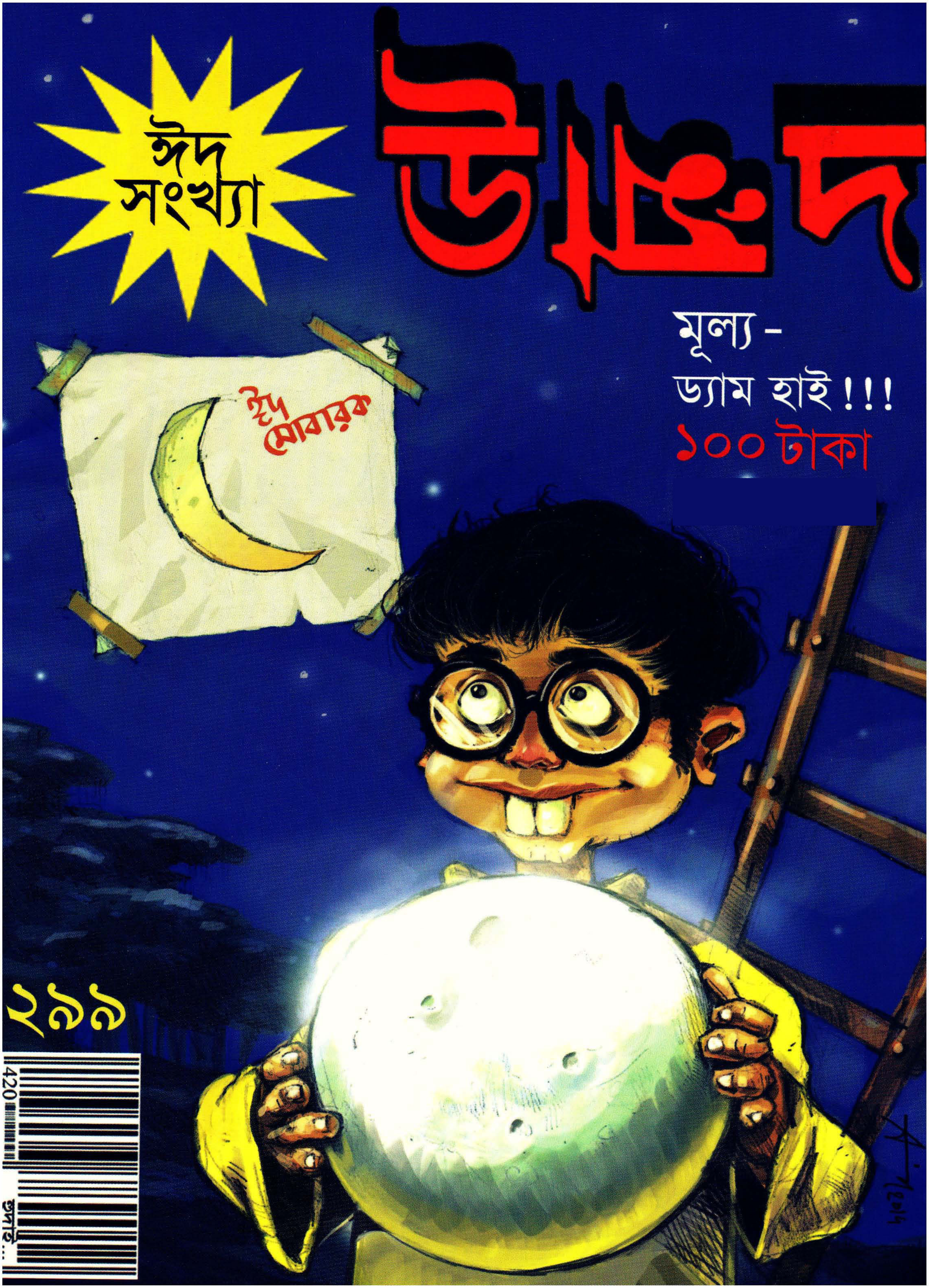
উন্মাদ
ঈদ সংখ্যা
ঈদ মোবারক
মূল্য -
ড্যাম হাই !!!
১০০ টাকা
[redacted]
২৯৯

প্রকাশনার তিন যুগ চলছে...চলবে...!!?

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২, জুলাই ২০১৪ (উন্মাদ নং-২৯১)
১৯৪/৪., ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০
habibunmad@yahoo.com

প্রতিষ্ঠাতা ০ ইস্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

সম্পাদক/ প্রকাশক
আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

কার্টুন ডিভিশন

■
নির্বাহী সম্পাদক
মেহেদী হক

■
সহযোগী উন্মাদক
শাহরীয়ার শরীফ
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ

■
সহকারী উন্মাদক
নাসরীন সুলতানা মিতু,
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়,
শরিফুল ইসলাম তামিম

আইডিয়া ডিভিশন

■
নির্বাহী সম্পাদক
অনিক খান

■
সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান
আনিসুল কবীর খোকন
তৌফিক রিপন

■
সহকারী উন্মাদক
মাকামে মাহমুদ, নাফিস সবুর,
কামরুল ইসলাম রনি, মারুফ রেহমান

■
জনসংযোগ উন্মাদক
বিপনু চৌধুরী
মেহেদী হাসান খান

■
বিদেশ প্রতিনিধি
ওয়াহিদ ইবনে রেজা
ফিরোজ মোর্শেদ

■
আলোকচিত্রী
কায়সার হাকিম শুভ

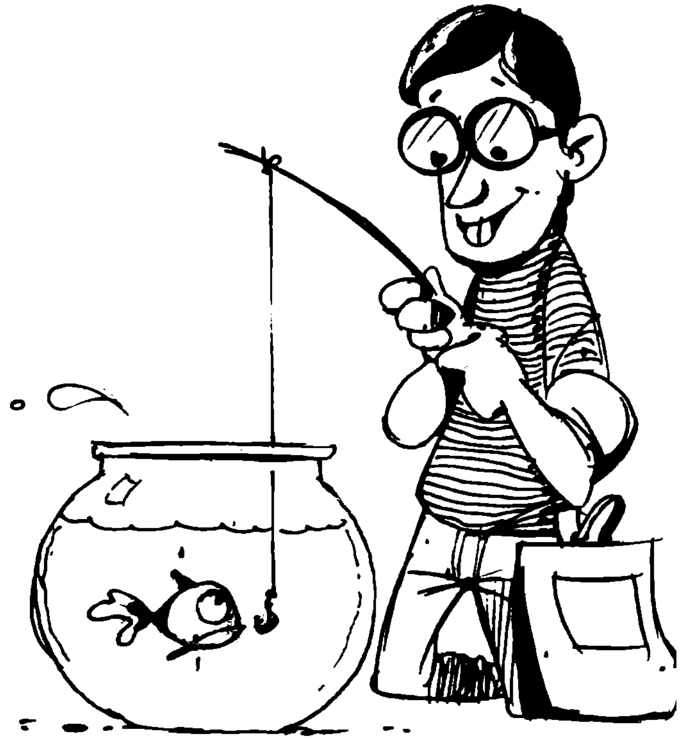

প্রধান নির্বাহী ■ সাজ্জাদ কবীর

কার্টুন	আইডিয়া	লেখালেখি	কম্পিউটার
মোর্শেদ মিশু, তারিক সাইফুল্লাহ, রাজীব, জাহানারা নার্গিস, আরাফাত, শিখা, রাজীব, নূরে আলম জিকু, মাহির, রকিব ও রায়হান	ফয়সাল সোহান, সিফাত, অর্পন দাশ গুপ্ত, পরশ, আসিফ।	হাসান খুরশীদ রুমী মোকারম হোসেন শফিক হাসান।	জুননুর রহমান রনবীর আহমেদ বিপ্লব বিশ্বজিৎ বড়ুয়া...

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে , লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা (তবে নির্ভূল করার চেষ্টা অব্যাহত...এবং ব্যার্থ!)

ঈদ কার্টুন

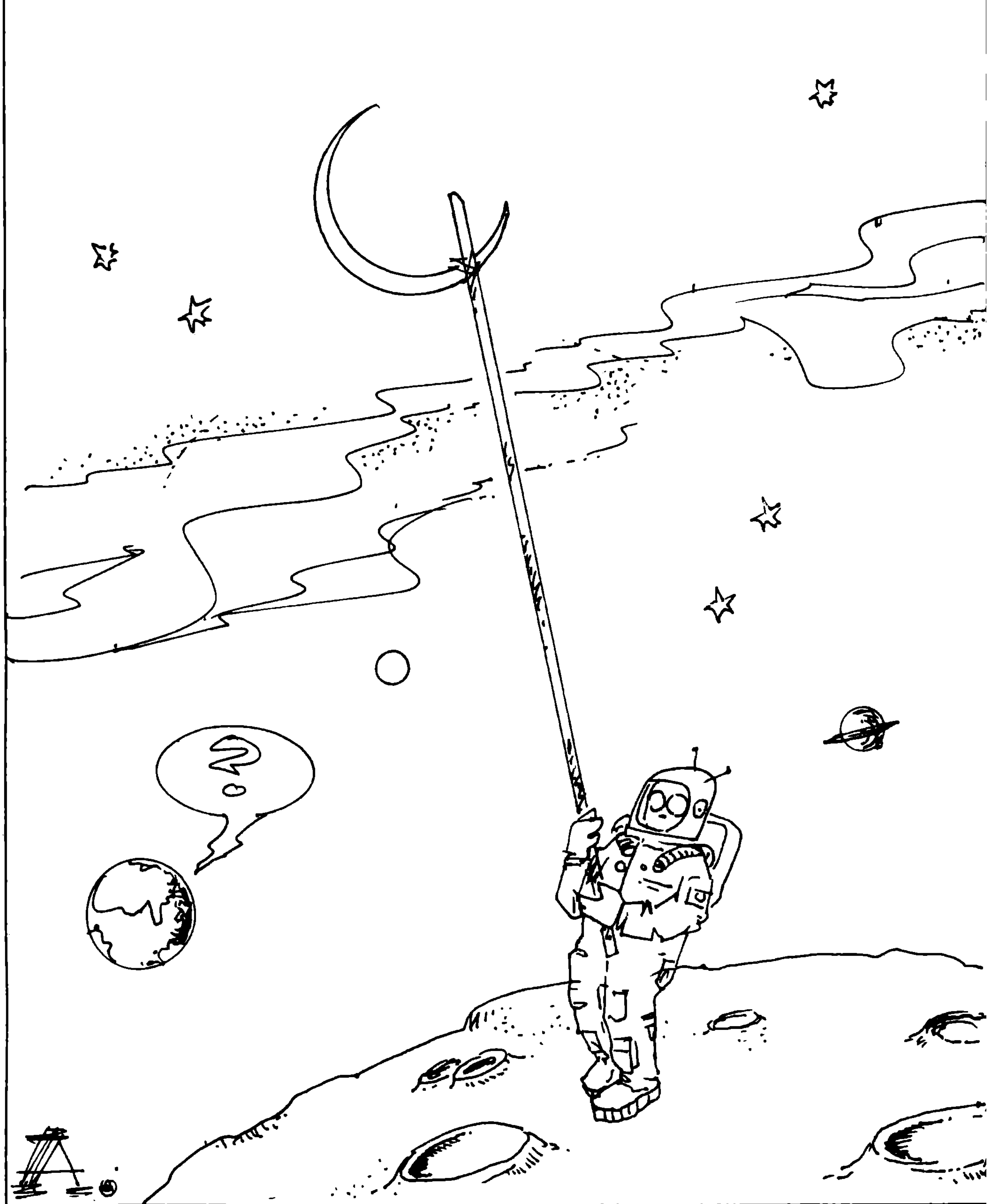

চিঠিপত্র বা প্রেমপত্র

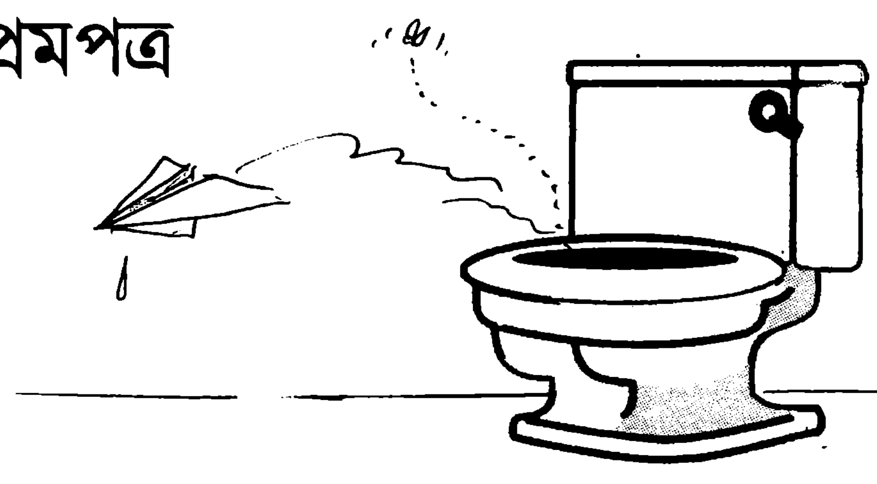

সম্পাদক বাজী
কদমবুছি নিন। পর সমাচার এই যে আপনার উন্মাদ পড়িয়া আমি পাগল প্রায়। এমতাবস্থায় আমার আত্নিয়-স্বজন সকলেই ভাবিতেছে আমাকে অতি শিঘ্রই মেন্টাল হাসপাতালে প্রেরণ করা অতীব জরুরী। আমি অবশ্য দ্বিমত পোষন করিতেছি। আমি বলিয়াছি মেন্টাল হাসপাতালে আমাকে প্রেরণ না করিয়া বরং 'উন্মাদ আশ্রমে' অর্থাৎ আপনার অফিসে পাঠাইলেই আমি সুস্থ্য হইয়া উঠিব। কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনিতেছে না। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ অতি শিঘ্র আপনি আমাকে একটি পত্র দ্বারা আমি যে প্রকৃতই উন্মাদ নই তাহা লিখিয়া জানাইবেন। নচেৎ আমার অবস্থা অতিব নাজুক। পুনরায় কদমবুছি সহ বিদায় নিতেছি।
সাব্বির
উত্তরা ঢাকা।

০০

সম্পাদক, উন্মাদ
সম্পাদক ভাইয়া আমি আপনার মত জোকস সংগ্রহ করে থাকি। এটা আমার একটা পেশা নেশা যাই বলেন না কেন। তো আমি ভাবছি আমার জোকসগুলো একে একে আপনাদের উন্মাদের জোকস বিভাগে পাঠাইতে চাই। এ জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমার সংগ্রহের একটি জোকস আপনাকে পাঠাচ্ছি।
যেমন-
এক লোক একটা বারে ঢুকলো তার সঙ্গে বিশাল এক সিংহ। বারের ম্যানেজার আৎকে উঠল।
- আরে সিংহ নিয়ে ঢুকলেন যে? ও যদি আমার বারের কাস্টমারদের খেয়ে ফেলে এক এক করে?
- আর না, ও আমার পোষা সিংহ
- কিরকম?
- বিশ্বাস হচ্ছে না এই দেখুন।
বলে লোকটা সিংহটাকে হা করতে বলল। সিংহটা বিশাল এক হা করলো। তখন লোকটা তার মাথাটা সিংহের হা করে মুখে ঢুকিয়ে দিল। এভাবে সে পাঁচ মিনিট রইল। তারপর মাথা বের করে বলল
- দেখলেন? ও যে আমার পোষা এবার বোঝা গেল?
সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করলো। তখন সিংহের মালিক বলল
- আপনারা কেউ এটা ট্রাই করতে চান?
- আমি। হাত তুলল এক মাতাল। তারপর এগিয়ে এল সিংহের কাছে। বলল-
- কিন্তু এতক্ষন ওর মত হা করে থাকতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।
আশা করি ভাল লেগেছে। এরকম একাধিক জোকস আমার সংগ্রহে আছে। আপনি চাইলে পাঠাতে পারি। আমার এক বন্ধু ভাল আঁকে প্রয়োজনে তাকে দিয়ে আঁকিয়েও পাঠাতে পারি। প্লিজ জানাবেন।
নেয়ামত হোসেন
দক্ষিন বাড্ডা, ঢাকা।

০০

প্রিয় উন্মাদক
শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। উন্মাদ আগের মত হচ্ছে না। কিংবা কে জানে উন্মাদ আগের মতই আছে আমি বদলে গেছি। সে যাই হোক। আমি কিছু প্রস্তাব দিতে চাই। উন্মাদের একটি পাঠক ফোরাম করুন। প্রথম আলোর বন্ধু সভার মত। তাহলে আমরা নিয়মিত পাঠকরা উন্মাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারব। নানান রকম মত বিনিময় হবে। আমার মনে হয় সেটা উন্মাদের জন্য ভাল হবে। বিষয়টা ভেবে দেখবেন কি? আমি যদ্দুর শুনেছি একসময় উন্মাদের পাঠক ফোরাম ছিল। সেটাই আবার চাঙ্গা করা যায় কিনা। তাহলে পাঠক আসলে কি চায় সেই গবেষনাটাও পাঠক ফোরামের কর্মীরা করতে পারবে। বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবছি। আপনিও ভাবুন। (আমার ফোন নাম্বার দিলাম) তবে শেষ সংখ্যাটা ভাল লেগেছে। একটু ভিন্নতা আছে মেইন ফিচারটায়। ঈদ সংখ্যার আশায় রইলাম। আপনার মঙ্গল কামনান্তে।
সাকলাইন খান
আব্দুল্লাহপুর, ঢাকা।

লাইক কথন

সার্জিল খান

-ভাই আপনি উনার পোস্টে লাইক দেন, কমেন্ট করেন, আমারটায় করেন না কেন?
-আমি কার পোস্টে লাইক দিব না দিব সেটা আমার ব্যাপার।
-কিন্তু আপনি তো আমার কাছের লোক, আপনি আমাকে দিবেন না?
-ফেসবুকে বসলে সবাই-ই এক হয়ে যাই, কাছে দূরের ব্যাপার নাই।
-তারপরেও থাকে না, ছোট ভাই ব্রাদার মানুষ।
-আমার লাইক কি খুব জরুরী?
-জ্বি তা না। আপনি উনাকে দেন, আর আমাকে দেন না তো তাই বললাম আর কি!
-আচ্ছা এখন থেকে আপনার পোস্টেও লাইক দিবো।
এই বলে সাইফ রুদ্রের সব পোস্টে লাইক দেওয়া শুরু করলো। একটু পরে রুদ্র আবার সাইফকে নক করে বললো,
-ভাই এটা কি করলেন?
-কেন কি হয়েছে?
-অফিসের বস আমাকে থাপ্পড় মেরেছে, এটা পোস্ট দিলাম, কেউ লাইক দেয়নি, আর আপনি দিয়ে বসলেন?
-কেন ভাই, কেউ না দিলে যে আমি দিতে পারবো না এমন কোন কথা আছে?
-না তা নেই, কিন্তু আপনি এটা করলেন কিভাবে? আমার মান সম্মানের উপর আঘাত!
-কেন আপনিই না একটু আগে বললেন লাইক দিতে। তাই দিলাম। কেন খুব বেশি পড়ে গেছে লাইক?
রুদ্রের-সাথে কথা বলতে বলতেই সাইফ রুদ্রের পুরনো পোস্টগুলোতে আবার লাইক দেওয়া শুরু করলো, লাইক দেওয়ার মাঝখানেই আবারো রুদ্র নক করে বসলো চ্যাটবক্সে,
-আরে ভাই আবার কি করলেন?
-কেন?
-আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স দিলো আর আপনি এটা পছন্দ করলেন?
-আপনি না একটু আগেই লাইক দিতে বললেন?
-আপনার বিবেক বলে কিছু নেই?
-কেন থাকবে না। লাইক তো আমি আপনার জন্য দেইনি, দিয়েছি আপনার স্ত্রীর জন্য।
-মানে?
-মানে একটা পেইন ক্যারেক্টারের সাথে না থাকাটাই তো ভালো। তাই না!
এরপর আবারো সাইফ একাধারে রুদ্রের পুরনো পোস্ট ঘাটতে ঘাটতে সমানে সব পোস্টে লাইক দিতে থাকলো। এবার রুদ্র হুঙ্কারের ইমোটিকনস দিয়ে চ্যাটবক্সে নক করলো,
-ভাই হচ্ছেটা কি? আর কত?
-কেন ভাই? কি হয়েছে?
-আমার বাবা মারা গেছিলো, সেটা পোস্টে জানিয়েছিলাম, আর আপনি সেটাতে লাইক দিয়ে বসলেন?
-কেন ভাই এতে সমস্যা কি? আমি আপনার প্রতি সমবেদনা জানালাম।
-ওটা তো কমেন্টও করতে পারতেন, সবাই তো কমেন্টেই সমবেদনা জানালো।
-না না, লাইক হলো সহমত ও সমবেদনার প্রতীক।
-এত কিছু বুঝেন, আর কোথায় লাইক দেওয়া লাগবে, কোনটায় লাগবে না এটা বুঝেন না! থাক আপনার আর লাইক দেওয়া লাগবে না।
-আহ! ভাই বাঁচালেন।
-আপনাকে ফ্রেন্ডলিস্টেও রাখবো না।
-ওহ হো! শুকরিয়া। এত খুশি কই রাখি।
-আপনি আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, আপনাকে ব্লক করে দিবো।
-আমি তো ভাই পুরুষ, আপনিও পুরুষ। আপনাকে নিয়ে ছিনিবিনি খেলার কি আছে?
সাইফের লাস্ট মেসেজটা শেষ পর্যন্ত আর রুদ্রের কাছে পৌছায়নি। তার আগেই রুদ্র তাকে ব্লক করে দিলো। পুরুষ হয়ে পুরুষের ছিনিমিনি কিভাবে খেলতে হয় সেটা তার আর জানা হলো না। লাইকগুলোও আর লাগাতার দেওয়া গেলো না।।

ট্রাজেডি

নাজমুস সিফাত

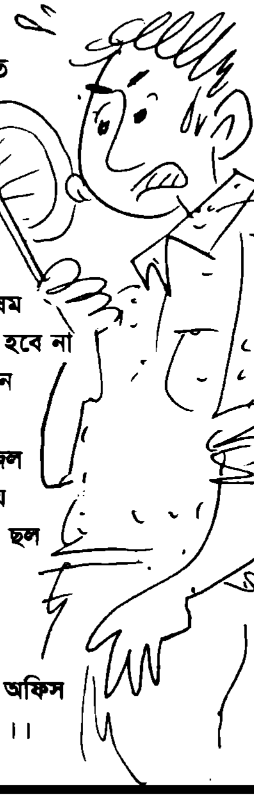

গরম পড়েছে ভীষম
লোডসেডিং আর হবে না
নেতা দিচ্ছে ভাষন

টেপে নাই তো জল
তিস্তা নদী শুকিয়ে
গেছে প্রতিবেশীর ছল

যানের হচ্ছে যট্
সময় বড় সট্
দেরী হয়ে যাচ্ছে অফিস
বসের হাতে কট্ ।।

প্র্যাকটিক্যাল জোক

খোকন

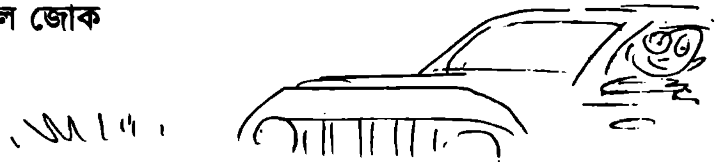

প্র্যাকটিক্যাল লাইফের একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক বলি। আমরা দুই বন্ধু যাচ্ছিলাম লং ড্রাইভে। এক জায়গায় দেখি একটা গরুকে শোয়াচ্ছে। আমার বন্ধু আবার ভোজন রসিক। বলল চল গরু শোয়াচ্ছে মানে জবাই হবে চল নগদে একটা রান কিনে নিয়ে যই ফ্রেশ গোস পাওয়া যাবে। আমি রাজি হলাম। গাড়ি থামিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললাম ' ভাই আমরা একটা আস্ত রান নিব। লোকজন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ' কি বলেন এসব দেখেননা কোথায় আসছি আমরা?' চেয়ে দেখি 'ভেট হাসপাতাল'। গরুকে শোয়াচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে।!

ফান+ইমোশন=ফানশন কাব্য

নাহিদ রহমান

প্রেমপত্র লিখেছিল
দিয়ে গায়ের রক্ত
কেউ বলল ভীষণ সুইট,
জোস মামা, রক'তো'।

'সুন্দরীটা ডাকছে 'এই খালি এই খালি'
আমি বললাম ইয়েস ম্যাম,
আমি খালেকউল্লাহ খালি,
এসেই যখন পরেছি
চলেন এক সাথে যাই বাড়ি।

চায় না সে আম কমলা।
খায় না সে কদবেল।
আমার কাছে চেয়েছিল
আধেক খাওয়া আপেল।।

প্রিয় উন্মাদক

আমারতো মনে হচ্ছে আমরা সবাই উন্মাদ হয়ে গেছি! কিভাবে? উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পারবেন উন্মাদ কত প্রকারও কি কি? সব বিল্ডিং এর মাথায় বিভিন্ন দেশের পতাকা। আর পতাকার সাইজও সেইরকম। আমার কথা হচ্ছে যেই দেশের পতাকা টানিয়ে আমরা মাতা-মাতি করছি সেই দেশের লোকজন কি আমাদের দেশ চিনে? আমরা কেন অন্য দেশের পতাকা এত ঢাকঢোল পিটিয়ে লাগাবো? পত্রিকায় পড়লাম ব্রাজিলেও নাকি কোন পতাকা টানানো নেই। না অন্য কোন দেশেও নেই... তবে কেন এই অদ্ভুত উন্মাদনা। নিজের দেশের পতাকাও আমরা সুনির্দিষ্ট সময় ছাড়া টানাতে পারি না। আর সেখানে অন্য দেশের পতাকা আমরা টানাচ্ছি ইচ্ছেমত? বিদেশী দুতাবাসগুলো কি ভাবে? এটা ভেবে আমার ভিষন লজ্জা লাগে। সত্যি আমরা কবে আরেকটু সচেতন হব হুজুগে বাঙালী না হয়ে? বলবেন কি??

মনকির মাহমুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা।

কার্টুন- পাভেল

ওয়েডিং ড্যান্স!

ইনজামামুল হক

আমি আর মামাতো বোন ছাড়া বাসায় কেউ নেই। দুজন পাশাপাশি বসে টাইটানিক মুভিটি দেখছিলাম। মন তখন মুভির মধ্যে ছিল না। কি জানি কি আবল তাবল ভাবতেছিলাম। কথা শব্দে ভাবনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবতায় ফিরে আসলাম। পাশে ওর দিকে তাকাতেই বলল- ' ভাইয়া চল আমরাও এরকম ড্যান্স করি। মুভিতে তখন জ্যাক আর রোজের নাচের দৃশ্য চলছিল। অতি বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কোনরকমে ' আমি ড্যান্স পারি না' বলে আবারও অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কিছুক্ষন পর বলল ' ঠিক আছে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব'। হতভম্বের মত কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলাম। কি বলব বুঝতে পারলাম না। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরন করে বসা থেকে উঠে দুজন ফেস টু ফেস দাড়ালাম। তার কথামত ডান হাত দিয়ে তার কোমর জরিয়ে ধরলাম। সে তার এক হাত রাখল আমার ঘাড়ে আর অন্য হাত দিয়ে আমার বাম হাত ধরল। শুরু হল ড্যান্স শিখানো। সে এত ভাল ড্যান্স পারে আমার জানা ছিল না। মাত্র ক্লাশ নাআনে পড়ে। বাসায় নিজে নিজে কোমর দুলিয়েই এগুলো শিখেছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার আয়ত্তে চলে এল। তবে হাত ধরে ঘুর্ণি খাওয়াটা আয়ত্তে আসল না। নাচতে নাচতে জিজ্ঞাসা করলাম...' এটা কি ধরনের ড্যান্স?' বলল ' এটা ওয়েডিং ড্যান্স!' তারপর দুজনেই চুপচাপ। কতক্ষন ধরে নেচেছি বলতে পারবো না। নাচের এক পর্যায়ে হঠাৎ হাত উপরে উঠিয়ে মারল এক ঘুর্ণি। তাল সামলাতে না পেরে ঘুরতে ঘুরতে পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নাকে প্রচন্ড আঘাত পেলাম। মনে হল হাফ পিসের বল পেয়ে কেউ ছয় মারছে। নাকের ব্যাথায় সব কেমন যেন আউলা ঝাউলাও লাগছিল। কিছুক্ষনের মধ্যে সব ঠিক হতেই দেখি আমি চেয়ারে বসে আছি, সামনে বইয়ের পাতা এলোমেলো উড়ছে। পাশে তাকিয়ে দেখি দুই রুমমেট ঘুমাচ্ছে। তখন রাত ২:৩৬ মিনিট। এতক্ষনে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আসলে চেয়ারে বসে বসে ঝিমাইতেছিলাম।

সম্পাদক, উন্মাদ

সালাম নিবেন। আমি উন্মাদের একজন পাঠক। সেই ছেলেবেলো থেকে 'উন্মাদ পড়ি। এখন বিয়ে করেছি আমার দুই বাচ্চা। একজন এইটে পড়ে একজন ফাইভে। তারাও উন্মাদ পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঘড়ে উন্মাদ কিনতে হয় তিনটা। ওদের দুজনের জন্য দুটো আলাদা উন্মাদ কিনতে হয়। একজন আরেকজনেরটা পড়তে দেয় না। গত বই মেলায় দুটো উন্মাদ কিনে আপনার অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম কিন্তু সম্ভবত আপনি ভুল করে একটায় অটোগ্রাফ দেন। পড়ে বাসায় এসে বিপদে পড়ি অটোগ্রাফ দেয়াটা দুজনেই নিবে। রীতিমত ঝগড়া লেগে গেল। পর দিন বাধ্য হয়ে আবার বই মেলায় আসলাম আপনার অটোগ্রাফ নিতে কিন্তু আপনাকে আর পেলাম না। শেষমেষ নিজেই একটা অটোগ্রাফ দিয়ে (আপনার স্টাইলে) তাদের দিয়ে ঝগড়া মিটালাম। তাহলে বুঝুন উন্মাদ নিয়ে কি জ্বালায় আছি। তারপরও চাই উন্মাদ যুগ যুগ ধরে বের হোক এই কামনা।

নুসরাত জাহান
গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

০০

প্রিয় উন্মাদক

উন্মাদ একটা সংখ্যা ড্রপ দিয়ে যে আপনারা উন্মাদ এর সেশন জট খুলেছেন সেটা আর কেউ না বুজলেও আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি। আশা করি আর সেশন জটে পড়বেন না এখন থেকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে উন্মাদ বেড় হবে। এবার কিছু সাজেশন দিতে চাই (ছোট মুখে বড় কথা আর কি!) সেটা হচ্ছে 'উন্মাদে একটি ধারাবাহিক রম্য রচনা কি প্রকাশ করা যায় না? আর কমিকস কি আরেকটু বেশী দেয়া যায় না। আর ফোল্ডিংটা কি আবার ফিরিয়ে আনা যায় না? আমার প্রশ্নগুলো (বা সাজেশন) যাই বলেন একটু কি ভেবে দেখবেন? প্লিজ...!

কায়সার আলম
উত্তরা, ঢাকা।

০০

সম্পাদক আক্কেল

আমার অনেক সালাম নিবেন। আমি উন্মাদের একজন ক্ষুদ্র ফ্যান। ক্লাশ ফোরে পড়ি। আমি উন্মাদে কার্টুন আঁকতে চাই। ছাপবেন? আমি অনেক আগে থেকেই অনেক সুন্দর কার্টুন কমিকস ইত্যাদী আঁকি। স্কুলে পুরস্কারও পেয়েছি কার্টুন এঁকে। আমার বাবা বলে আপনার কাছে পাঠাতে। আমার বাবা বলেছেন আমার বাবা নাকি আপনাকে চেনেন। আমার বাবার নাম শফিকুল আমিন।

রনি আমিন
খালিশপুর, খুলনা।
- পাঠাও

রিয়েল লাইফ জোক!

আবিদ হাসান

আমি আর আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধু যাচ্ছিলাম বনানীর ভিতর দিয়ে একটা রাস্তায়। দু পাশে সুন্দর সুন্দর বাসা। হঠাৎ আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু দাড়িয়ে গেল।

- দাড়া দাড়া দারুন জিনিষ পেয়েছি
- কি?

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দ্রুতি তার ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে পাগলের মত ছবি তুলতে লাগলো! তাকিয়ে দেখি একটা সুন্দর বাড়ির সামনের আইল্যান্ডের সবুজ ঘাসে একটা প্রজাপতি বসে আছে। আসলেই চমৎকার একটা কমোপজিশন। সে শুয়ে বসে নানা কায়দায় তার ছবি তুলছে। তার ছবি তোলার কায়দা দেখে আশে পাশে আরো কয়েকজন দর্শক দাড়িয়ে গেল। আমার বন্ধু এক ফাকে বলল ' আশ্চর্য দেখেছিস প্রজাপতিটা একটু নড়ছেও না। যেন আমার মডেল হয়েছে!' আর তখনই আসল কান্ডটা ঘটলো আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

- কি হল হাসছিস কেন? ভ্রু কুচকে তাকাল আমার বন্ধু

আমি তখন গোমড় ফাঁস করলাম। ' গাধা ওটা প্রজাপতি না একটা বিদেশি চকলেটের খোসা, কেউ খেয়ে ফেলেছে। চকলেটের খোসাটা এমন ভাবে ঘাসের উপর পড়ে আছে মনে হচ্ছে একটা প্রজাপতি বসে আছে!'

আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু দারুন লজ্জা পেল। আশে পাশের দুয়েকজন দর্শকও হে হে করে হেসে তার লজ্জা যেন আরো বাড়িয়ে দিল।।

মাস্ট কার্টুন

উন্মাদ

সম্পাদকীয়
উন্মাদকীয়
মতান্তরে স্রেফ পাঠকের কাঠগড়ায়

▶আবার ঈদ চলে এল। আর ঈদ মানেই বছরে একবার এই বিরক্তিকর সম্পাদকীয় মানে 'উন্মাদকীয়'। প্রতি বছরের মত এবারও নানান বিরক্তিকর বিষয় নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি পাঠক/পাঠিকাদের কাছে তাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক (সেই সম্ভবনাই বেশী)...অর্থাৎ বান্দা হাজির! যথারীতি এবারও আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে নতুন কিছু কার্টুনিস্ট আর আইডিয়ানিস্টের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের উন্মাদের ঈদ সংখ্যায় সাদর সম্ভাষন!

ক্যারিকেচার- মেহেদী হক

▶ঈদ মানেই আনন্দ আর সেই আনন্দে উন্মাদীয় ঈদ শুভেচ্ছা সবাইকে... পাঠক/পাঠিকারাতো বটেই একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকার এজেন্ট, হকার এবং সেই কাগজওলা যে মাথায় করে অবিকৃত উন্মাদ নিয়ে গিয়ে ঠোঙ্গা বানায়... হ্যাঁ সবাইকেই জানাই **ঈদ মুবারক!**

▶সব শেষে এই ঢাউস সংখ্যা উন্মাদটি কেনার জন্য আকুল আবেদন...

....

(স্বাক্ষর পুরাই স্পষ্ট!)

ঈদের মাল-মশল্লা

রম্য

সজল আশফাকের ছড়ড়া...

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা

দ উঠেছে, সেই খুশিতে রিং বাজছে ফোনের
য়তে পারি জানাচ্ছে সব ঈদের প্রীতি মনের।
ভচ্ছাতে টইটুম্বুর SMS -এর ব্যাগ
ebook-এও পাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছারই Tag.
ply আর Like, Commenঃ-এ
বেজে যায় বারোটা
রও বাদ রয়ে গেছে
কারো কারোটা।
ঝি আটকে গেছে ডিজিটালের ফাঁদে
লির আনন্দ কই বুক কিংবা কাঁধে!
ঈদ খুঁজি সব ফেসবুক আর ফোনে
আর তেমন দেখা ভাই বন্ধু বোনে...!

ঈদ আনন্দঝামেলা...!
কমিকস্
ওয়ার্ল্ডকাপ!
কার্টুনিস্ট নজরুল স্পেশাল
আগে এখন...
অন্যান্য ঈদ আয়োজন

রোবো সুপার ফ্লপ

কার্টুন- মেহেদী হক
আমি রোবো-কপ...লেটেস্ট ভার্সন... এই মহূর্তে ঢাকায়...স্পেশাল মিশন নিয়ে এসেছি...ক্রিমিনালরা যে যেখানে আছেন গা ঢাকা দিন... ভারত বার্মা যেখানে পালাতে চান জলদি... আমার গুলি শর্ট আছে...
এ্যাঁ...ইয়ে নারায়ানগঞ্জ কোনদিকে...?
কি কিউট!
ঐ মিয়া কি কও রোবো কপ আমরাতো জানি রবো ফ্লপ আগে একবার আইছিলা না?
ঈমানে কই...শালায় শইল্লে যত লোহা লক্কর ঝুলাইছে পাঁচটি টেরাকে উঠাইলে টেরাকের চাকা বাস্ট করব!

এক কাজ করি শীতলক্ষ্যা নদী দিয়ে শর্টকাট্‌ মারি... ওকি একটা লঞ্চ ডুবে আছে...
আরে না ডুবি নাই আমি এখন সাবমেরিন ট্রিপ দিতাছি...আয়া পড়েন আয়া পড়েন...
আমার কাঙ্খিত স্পটে চলে এসেছি... কিলিংজোন... দ্যা কিলিংগঞ্জ! কিলাররা কোথায়? চলে এস...ডোভ দেখে এবার দেখবে ডোভ ট্র্যাপ!
কিলিংগঞ্জ
বুঝলি ঐ হালারে মারলে ইটের খর্চা নাই। লোহা-লক্করের যে ওজন এমনি ডুইবা যাইব...
ওস্তাদ কোপ দিমু না গুল্লি করুম...
ঐসব লাগবনা শালারে একটা ফরমালিন কলা দে...সাইজ হয়া যাইব
ফরমালিন ব্যানানা??' সাম কাইন্ড অফ নিউ ওয়েপন??
রেডি হই...

নটার খবর শুনছেন...
ঢাকায় রোবো কপ ঢুকেছে...বলে শোনা যাচ্ছে আমরা এখন আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলব... মদন, আপনি শুনতে পাচ্ছেন...? রোবো কপ কি সত্যিই এসেছে...?
CHAPA
এ্যাঁ...এ্যাঁ...হ্যাঁ রোবো কপ ভাইয়ার সঙ্গে কথা হল উনি বললেন... এ্যাঁ...এ্যাঁ...
হুম বুঝতে পেরেছি এ্যাঁ...এ্যাঁ...হচ্ছে ঢাকাবাসির একটা গোপন পাসওয়ার্ড দেখি আমার নিউট্রাল নেটওয়ার্কে ঢুকিয়ে... বিশ্লেষন করি...
BREAKING NEWS
BREAKING NEWS
0001...001...000 '0001...0001'...0001 00001...420...
দেখি আগে আমার গাড়ির কাছে যাই...
বাবুরে হেত্তের ইস্পিড দেখছত নি মোতাব্বের? হেতেতো আঁর ঘ্যাসের চুলা-মুলা ভাঙি ছুইটছে... হেতে কি শ্রীমঙ্গল থোন আরে ছা আনি দিতে ফাইরবনি?
হোয়াট? আমার গাড়ি কই!?
ও গাড়ি আমনের আছিল নি কোন? তো আন্নে বেকুবের মত ধোলাইখালে গাড়ি ফার্ক কইচ্চেন গাড়ি কি থাহে নি? এক কাম করেন...আর দোকানতো ফার্টস কিনি জোড়া দি লই যান...!
মটর পার্টস
হোয়াট??!

কাম'ওন বেবী...
কি কইল?
এ্যাঁ...এ্যাঁ...মনে হয় আপনেরে ইংরেজীতে গালি দিছে...
'এ্যাঁ...এ্যাঁ...' আবার সেই পাসওয়ার্ড...
কস কি! গাল্লি কি বেশী খারাপ? মা বাপ তুইলা?...মায়রে বাপ...ওরে খাইছি...!
হুম...এক্ষুনি এ্যাকশনের যেতে হবে আমাকে... ইমিডিয়েট...!!
এ্যাকশনে পরে যায়েন আগে আপনার শরীরে লোহা লক্কর অকশনে তুলেন...ঈদ সংখ্যার যে অবস্থা... ব্যবসা নাই...!
কি?...ক্কি??
এ্যাঁ...এ্যাঁ...
আমি বঁরং ভাগি...

ঈদ মানেই আনন্দ আর প্রতিবারের মত এবারেও আমাদের আয়োজিত 'ঈদ আনন্দ ঝামেলা' অনুষ্ঠান! শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন তিনজন প্রতিযোগী। তারা প্রত্যেকে এক মিনিটে এক কেজি সেমাই খেয়ে শেষ করবেন। কি ভাই আপনারা রেডি?
রেডি মানে কি কন এই অনুষ্ঠানের লাইগা দুইদিন ধইরা না খাওয়া...
ঈদ আনন্দ মেলা
সেকি খালি সেমাই? তবে যে শুনলাম ভাল ভাল খাবার দেয় এসব অনুষ্ঠানে!
কার্টুন- নাসিফ আহমেদ
ওয়ান টু থ্রি...
সুরুৎ...সুরুৎ...
কাম সারছে! যেমনে টানতাছি। প্যাডের আতুরীর সাথে সেমাইনা প্যাঁচ খায়া যায়!
জলদি নাচে নাগিন বাজে বিন মিউজিকটা বন করেন!

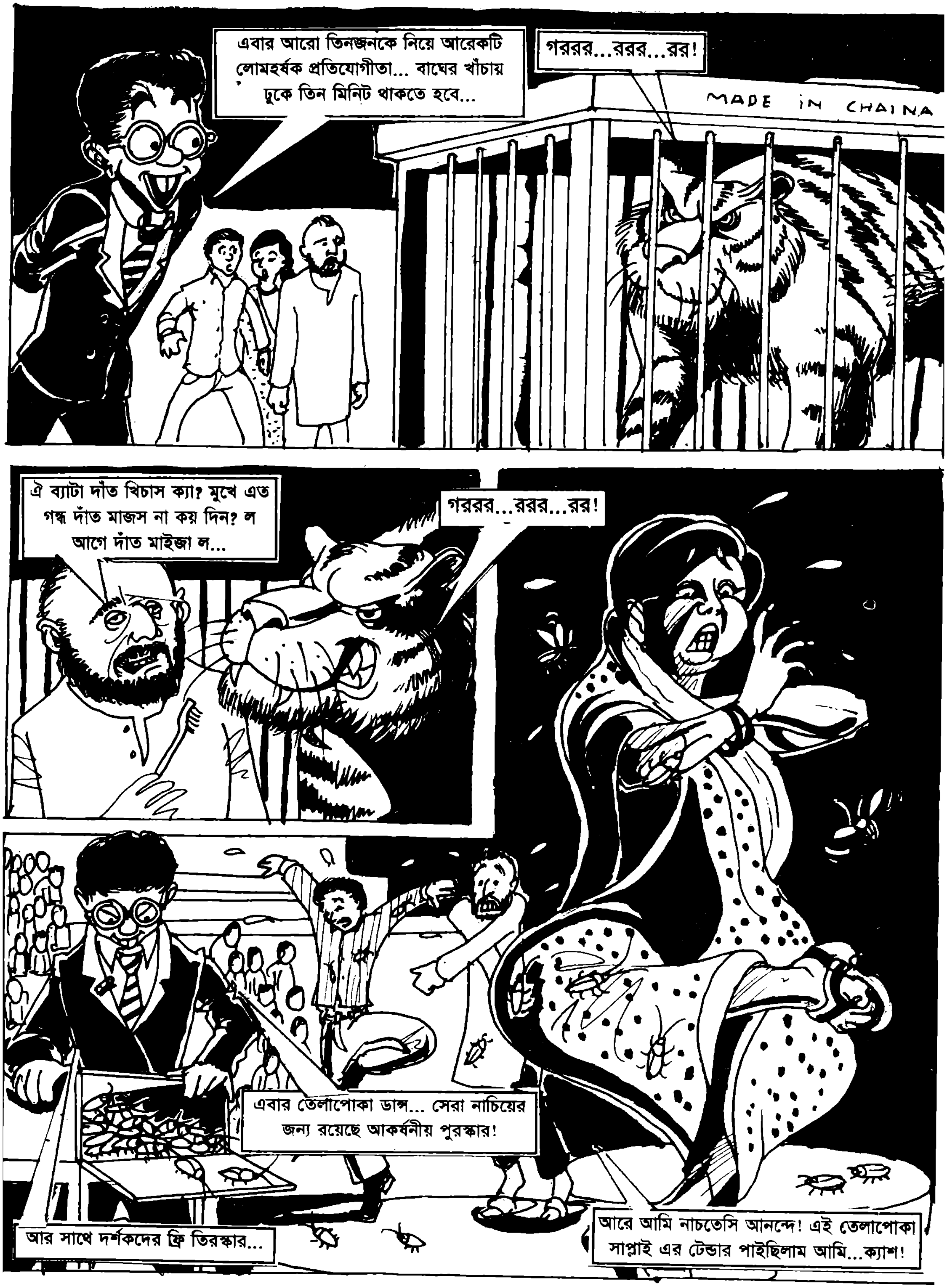
এবার আরো তিনজনকে নিয়ে আরেকটি লোমহর্ষক প্রতিযোগীতা... বাঘের খাঁচায় ঢুকে তিন মিনিট থাকতে হবে...
গররর...ররর...রর!
MADE IN CHAINA
ঐ ব্যাটা দাঁত খিচাস ক্যা? মুখে এত গন্ধ দাঁত মাজস না কয় দিন? ল আগে দাঁত মাইজ্জা ল...
গররর...ররর...রর!
এবার তেলাপোকা ডান্স... সেরা নাচিয়ের জন্য রয়েছে আকর্ষনীয় পুরস্কার!
আর সাথে দর্শকদের ফ্রি তিরস্কার...
আরে আমি নাচতেসি আনন্দে! এই তেলাপোকা সাপ্লাই এর টেন্ডার পাইছিলাম আমি...ক্যাশ!

এবার এ্যাড ব্রেক, তবে এই এ্যাড দেখে বলতে হবে আসলে এটা ঠিক কিসের এ্যাড?
এটা হরলিকেসের এ্যাড...না না এটা মোবাইলের... না হায়াৎ মামা যখন আছে তাইলে ঢেউ টিনের এ্যাড
কিসের এ্যাড এইডা টিভির যান্ত্রিক গোলযোগ!
খারাপ কিছু দেখব না খারাপ কিছু শুনব না খারাপ কিছু বলব না...
না না এবার বমির প্রতিযোগীতা না, এ্যাড দেখে তাৎক্ষনিক রিএ্যাকশন!
ওয়াক!
ওয়াক!?
এবার গায়ক হার্দিক খানের গান...
আমি তুমি...তুমি আমি...আমি প্লাস তুমি...তুমি প্লাস আমি... তুমি মাইনাস আমি...
সারছে... কানের পোকাতো সব বাইরায়া গেল...
ইস্পিশাল হালিম!?

এবার ম্যাজিক পর্ব...
আমি এই ম্যাজিক স্টিক দিয়ে উপস্থাপকের গোল চশমা আর দাঁত অদৃশ্য করে দিব...ওয়ান টু থ্রি...
?
এ্যাএএএ...ক!!?
এহ ম্যাজিকে সামান্য ভুল হয়েছে... দাঁত চশমার বদলে উনার পোষাক...
ধুৎ ভুল করে ভুল স্টিকটা নিয়ে এসেছি!
আগে মান ইজ্জত বাঁচাই ঈদ অনুষ্ঠান এখানেই...

বাংলা ছবির কমন সিন নিয়ে আমরা প্রায়শই হাসি-ঠাট্টা করি। কিন্তু ইংরেজী ছবিও যে একই দোষে দুষ্ট সেটা কি খেয়াল করেছি? এই ফিচারে ইংরেজী এ্যাকশন ছবির কিছু হাইটেনশন সিনের উল্লেখ করা হল যা পারমুটেশন কম্বিনেশন করে প্রায় সব এ্যাকশন ছবিতেই একটু এদিক ওদিক করে দেখানো হয়। দেখুন তাহলে এইরকম কিছু হাইটেনশন কমন সিন।।

ইংরেজী এ্যাকশন ছবির

হাইটেনশন কমন সিন

কার্টুন- আরাফাৎ

নায়কের পিস্তলে গুলি নেই। ভিলেন তার পিস্তল বা শট গান চেপে ধরেছে নায়কের কপালে। ট্রিগারে ভিলেনের আঙ্গুল চেপে বসছে... হাইটেনশন!!... এই গুলি করল করল অবস্থা! তখনই পেছন থেকে নায়িকা গুলি করে বসল ভিলেনকে। (নায়িকা পিস্তলইবা পেল কই গুলি করাইবা কই শিখল সেটা বিধেচ্য নয়!)

নায়ক-নায়িকা ভয়ানক বিপদে পড়েছে। এখন সাহায্য চেয়ে একটা ফোন কল করতে হবে সেল ফোনে। নায়ক বা নায়িকা ফোন করছে...করছে...করছে...ওপাশে কল যাচ্ছে না... ধরছে না।... শেষ মুহূর্তে ধরল। আর তখনই সেল ফোনের চার্জ চলে যাবে...যাবেই যাবে...!!

নায়ককে তাড়া করেছে ভিলেনের দল। নায়ক গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না... নিচ্ছে না... ওদিকে ছুটে আসছে ভিলেনের দল...আসছে...আসছে... হাইটেনশন!! (তবে বলাই বাহুল্য শেষ মুহূর্তে গাড়ি স্টার্টতো নিবেই...নায়কের গাড়ি বলে কথা!)

নায়ক ভিলেনের গুলি খেয়ে ছিটকে পড়েছে... হাই টেনশন! ভিলেন পিস্তলের নলে ফু দিয়ে বিজয়ের মুডে চলে গেল। নায়ক শ্যাষ! দর্শকদের চোখে অশ্রু ! কিন্তু একটুপর দেখা গেল নায়ক দিব্যি উঠে বসেছে। তার পকেটের একটা মেটাল কয়েন তার গুলিটা ঠেকিয়ে দিয়েছে!!

নায়ক একশতলা বিল্ডিং এর কার্নিশে ঝুলছে। 'হে হে এখন কোথায় যাবে মদন? ' টাইপ একটা ভঙ্গি ভিলেনের। হাইটেনশন!!...কিন্তু নায়ক-ভিলেন পাছরা-পাছরির এক পর্যায়ে দেখা গেল নায়ক ঠিকই ঝুলছে আর ভিলেন একশ তলা থেকে ছিটকে পড়ছে নিচেএএএএএ...এএএ...!

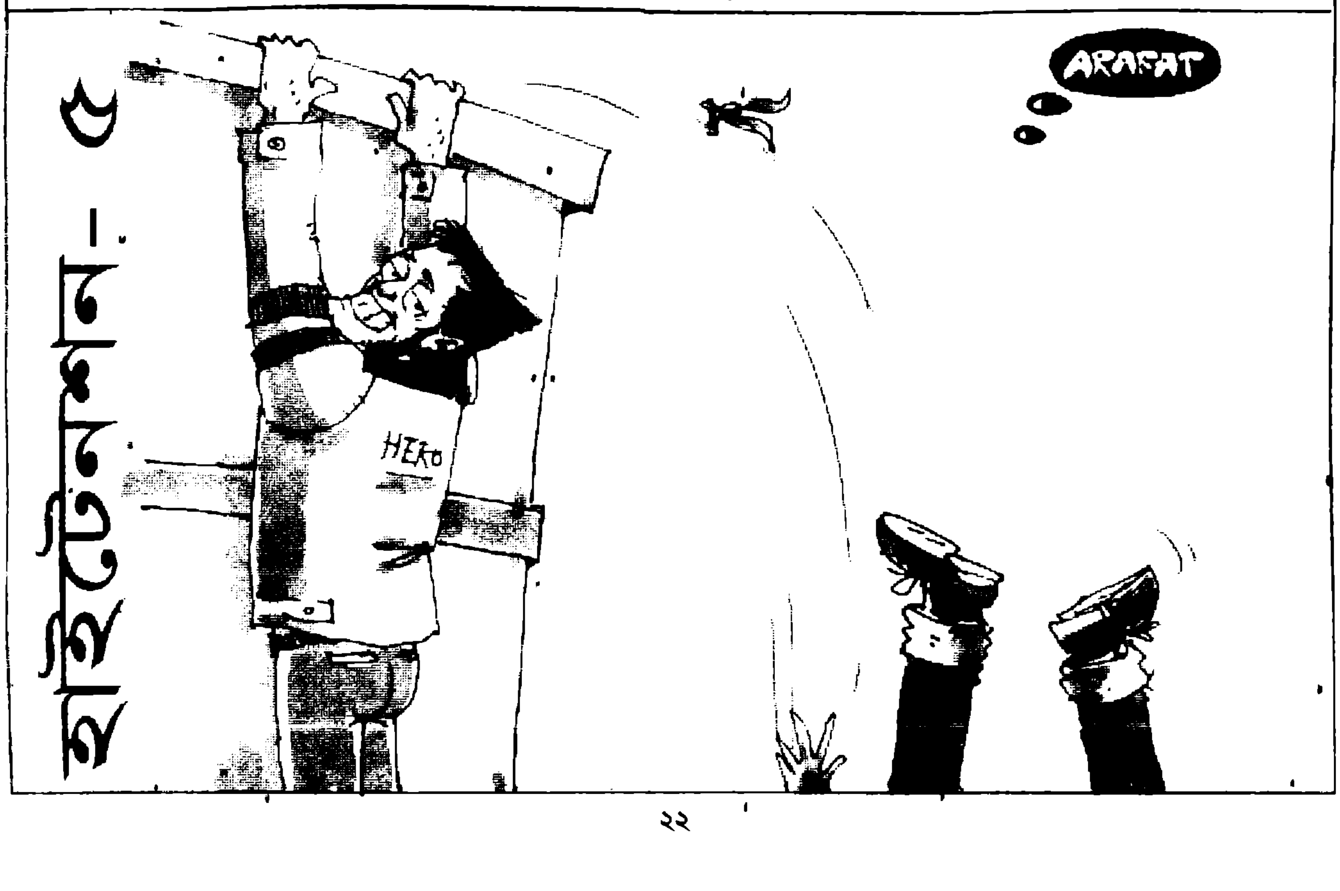

ঈদ চলে এল বলে! আর তাই উন্মাদ স্পেশাল ঈদ রিসিপি!!
প্রতি বছরের মতই আমাদের উন্মাদ 'রান্না-খাদ্য-পুষ্টি গবেষনা সেল' থেকে বহু গবেষনা করে এই উপাদেয় খাবারগুলোর রেসিপি পরিবেশন করা হল। বাসার মেহমান দূর করতে এর চেয়ে মচৎকার (চ আগে হবে) খাবার আর হয় না। তবে মনে রাখতে হবে এই রান্নাগুলো কেবল মাত্র মস্তিস্ক বিকৃত পাঠকদের জন্য। সুস্থ্য কেউ এই রান্না করতে যাবে না...প্লিজ।

উন্মাদীয় ঈদ স্পেশাল রেসিপি

কার্টুন- মিতু

কড়ল্লার সন্দেশ

এক কেজি কড়ল্লা প্রথমে সেদ্ধ করুন। তারপর এর মধ্যে আড়াইশ গ্রাম নিমপাতা বেটে দিন। এবার দিন ঘুটা ঘুটা ঘুটা... এবার বাঘের দুধ এক ছটাক না পেলে বলদের দুধ দুই আউন্স ঢেলে দিন। তারপর আবার দিন ঘুটা ঘুটা...। কারেন্ট না থাকলে ব্লেন্ডারে ফেলে আচ্ছামত ব্লেন্ড করুন। ব্যাস আপনার কাই রেডি! তারপর সন্দেশের মত গোল গোল চেপ্টা করে পাশের বাসার ছাদে শুকিয়ে নিন (নিজের বাসার ছাদে শুকাতে দিলে কেউ ভুল করে খেয়ে ফেললে সাড়ে সর্বনাশ) এবার শুকানো সন্দেশ ডুবজল তেলে ভাজুন। এবার জিরোক্যাল সহ পরিবেশন করে গা ঢাকা দিন!

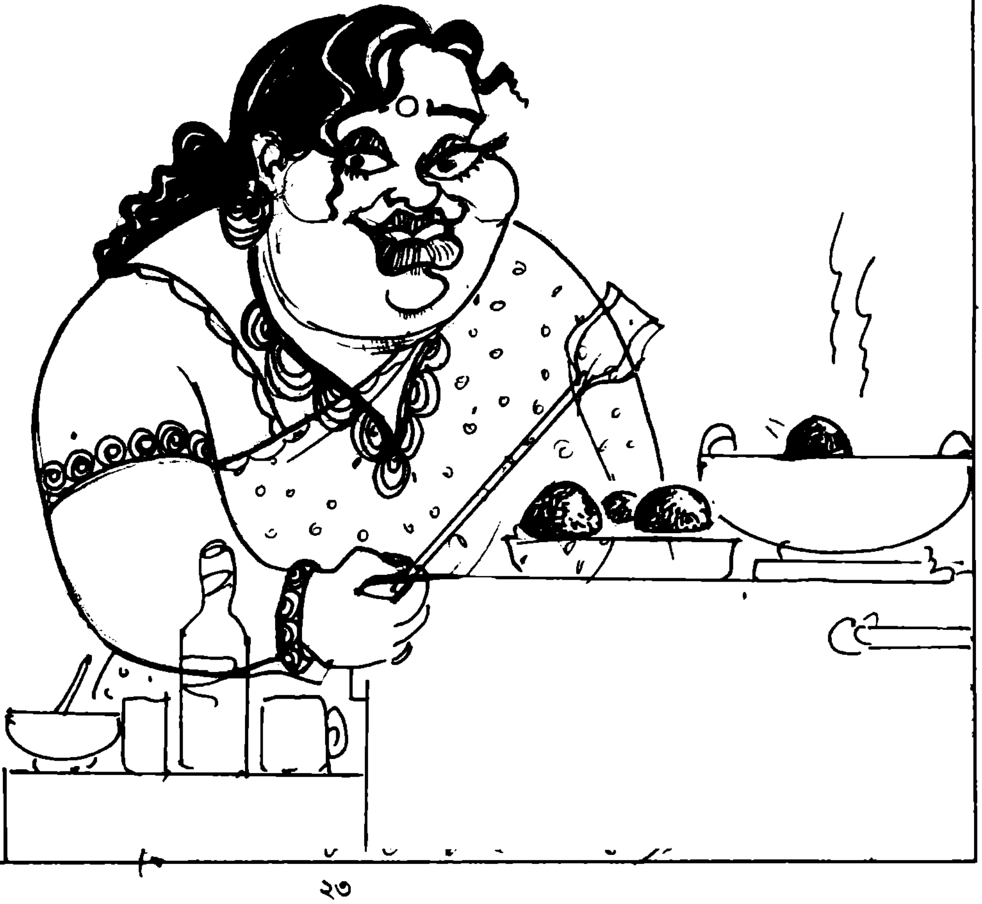

মুরগীর ঠ্যাঙের নেহারী

প্রথমে লাগবে গোটা ছয়েক মুরগির ঠ্যাং আর তিন ঠেঙের মুরগী হলে চারটা মুরগী হলেই চলবে। এবার মুরগীর ঠ্যাঙগুলো ধুঁয়ে কেটে বেছে ঝেটে বেটে পানিতে জ্বাল দিন টানা একদিন বা চব্বিশ ঘন্টা হলেও চলবে। এরপর প্রয়োজনমত মশলা-পাতি মিশিয়ে আবারো চব্বিশ ঘন্টা বা একদিন জ্বাল িতে থাকুন। ব্যাস নেহারী তৈরী। এবার বাটিতে করে চামচ সহ অতিথিদের পরিবেশন করুন। তবে এই মুরগীর নেহারী খাওয়ার সময় আবৃত্তি করতে পারেন বিদ্রোহি কবির সেই বিখ্যাত কবিতার সেই লাইনটি... 'শির নেহারি নত শির শিখর হিমাদ্রির...!'

কাচকি মাছের স্যুপ

যেভাবে চিরাচরিত নিয়মে আমরা স্যুপ তৈরী করি তাই তৈরী করতে হবে। তারপর তার মধ্যে না ধুয়ে বা ওয়াসার পানিতে ধুয়ে কম পক্ষে আড়াইশ গ্রাম ... বেশির পক্ষে এক পোয়া কাচকি মাছ ছেড়ে দিতে হবে স্যুপে। এরপর নষ্ট ওভেনে আড়াই মিটি গরম করে এই স্রুফ ঝুপ করে পরিবেশন করুন। তবে পরিবেশনের আগে কাচকি মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করতে ফরাসি এয়ার ফ্রেসনার 'ভা দক ভ্রতো' স্প্রে করে নিয়েন। ঈমানে বলি... এই স্যুপ খেয়ে.কেউ যদি ফের কোনদিন আপনার বাসায় অতিথি হিসেবে আসে তাহলে কান কেটে বিদেশী কুত্তার গলায়...

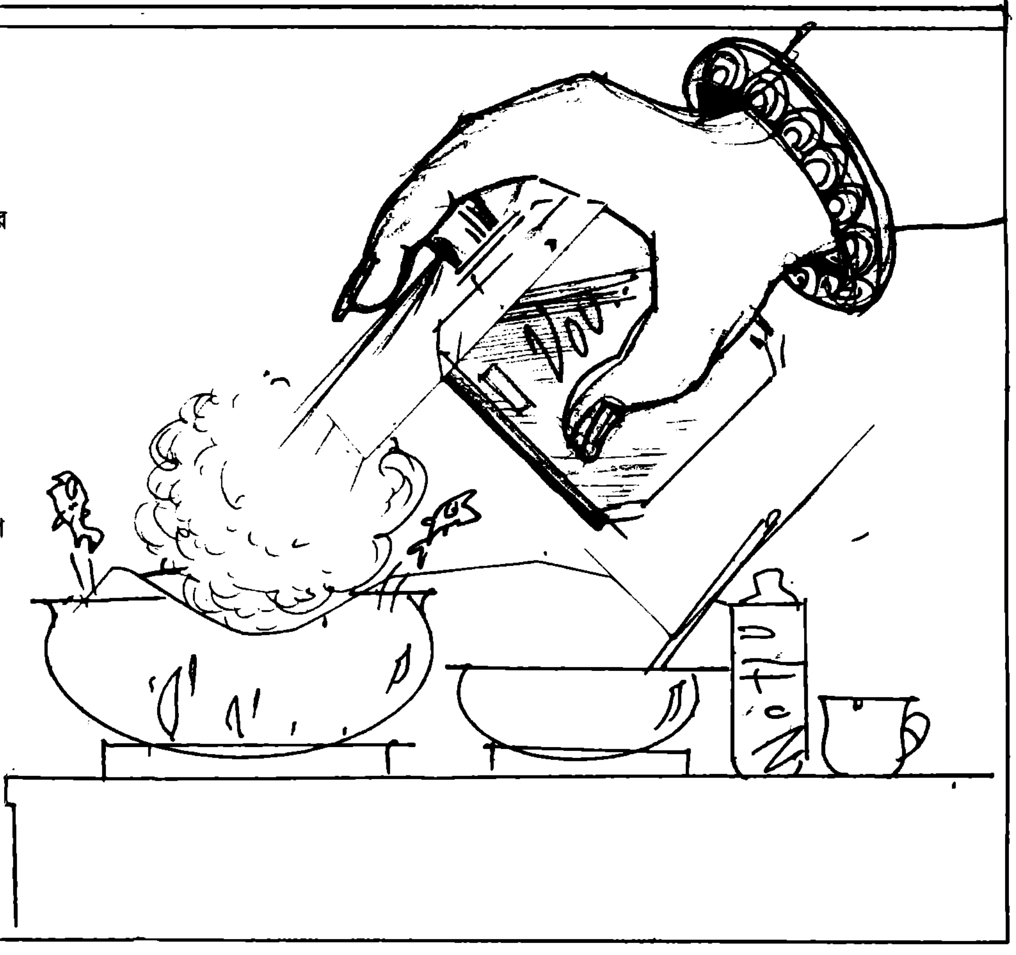

ঘাউয়া ব্যাঙের আলুর চপ

দুইটা মরা ঘাউয়া ব্যাঙে জোগার করতে হবে। সাথে এক কেজি আলু (চট্টগ্রামের) তবে এই আলুতে দোষ থাকলে চলবে না। এবার মরা ঘাউয়া ব্যাঙদুটা কিমা করে সেদ্ধ করা এক কেজি আলুর সাথে চটকাতে হবে। তারপর প্রয়োজন মত মশলা লবন আদা জিরা মরিচ মিশিয়ে গ্যাস নাই চুলায় জ্বাল দিতে হবে উনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড। তারপর নামিয়ে গোল গোল করে চপ বানিয়ে হাবুডুবু তেলে ভেজে পরিবেশন করুন অতিথিদের। এই চপ খেয়ে আপনার অতিথিরা যদি দ্বিতীয়বার আপনার বাসায় আসে...

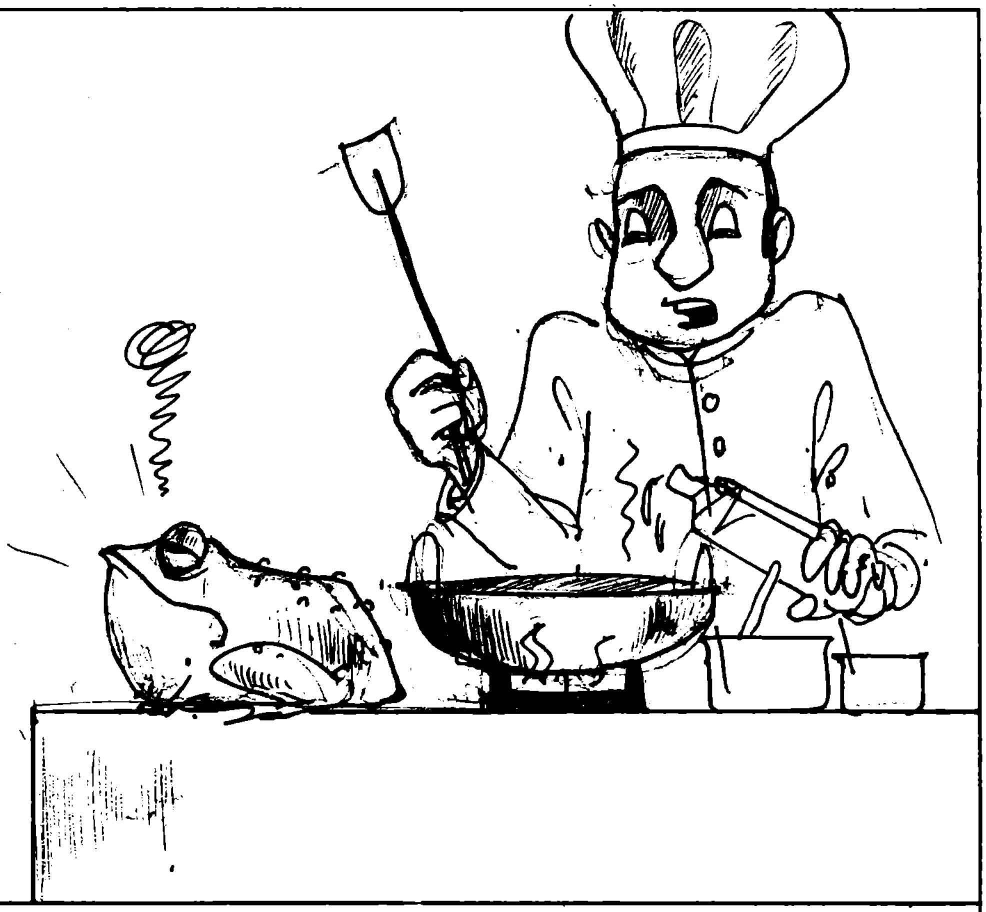

দেশী কাউয়ার 'ক্রো-চিকেন'

চারশ বিশ ভোল্টের ইলেকট্রিক শকে ঝলসানো মরা দু'তিনটা কাক জোগাড় করতে হবে। তারপর পালক ছাড়িয়ে আদা রসুন সিরকায় চুবাতে হবে টানা দু ঘন্টা একষট্টি মিনিট। এরপর মশলা মাখিয়ে তেলে ভাজতে হবে টানা এক সপ্তাহ বা সাতদিন ভাজলেও চলবে। রং যখন কাউয়ার মত হয়ে যাবে তখন কাউয়া দর্শন অতিথিদের মাঝে ক্রো চিকেন চিকনে পরিবেশন করুন।
নিশ্চিত থাকুন আপনার ক্রো চিকেন খেয়ে কাউয়া দর্শন অতিথিরা এই যে এলাকা ছাড়বে আর আপনার বাসা মুখি হবে না, নেভার এভার!

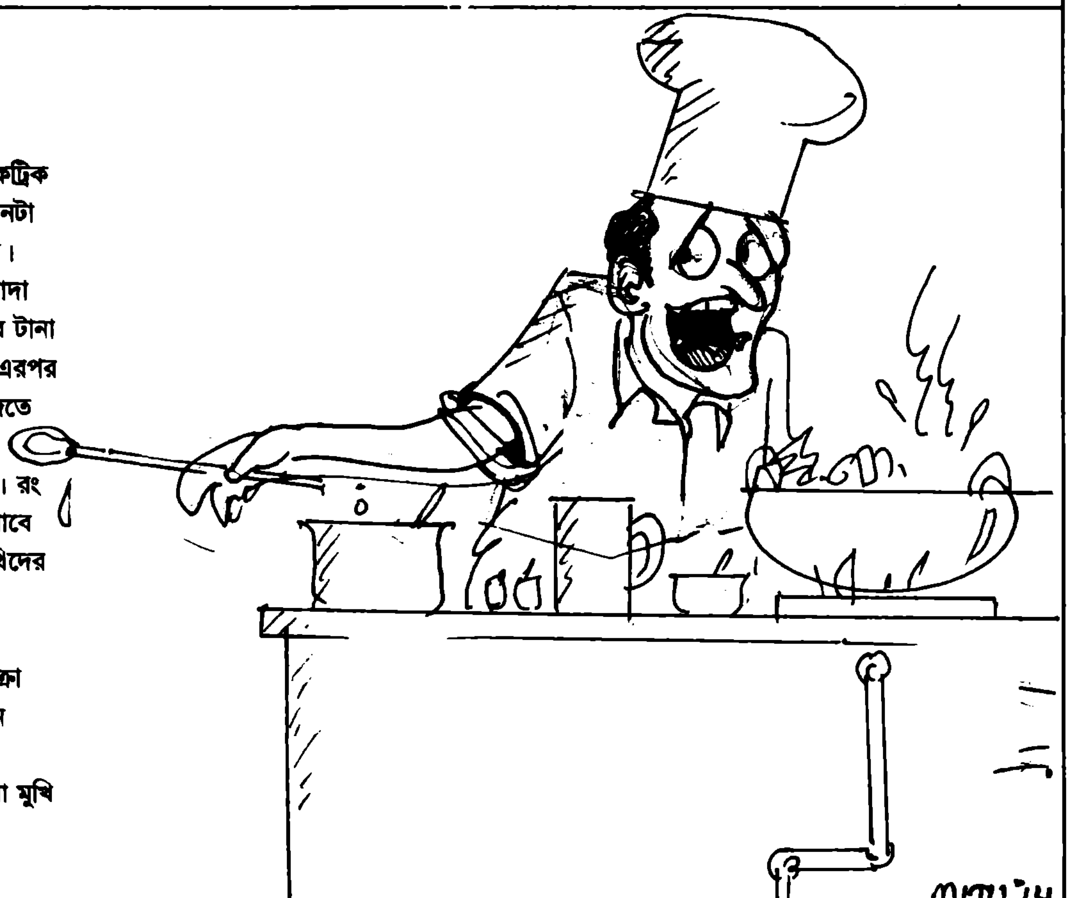

কার্টুনিস্ট নজরুলের কার্টুন

কি দাদু ঈদের মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?
কিসের ঈদের মিষ্টি? ছেলে ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তাই টক দই নিয়ে যাচ্ছি!
প্রয়োজনে রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিব... কি হল মাইক বন্ধ ক্যান??
ঐ যে আপনের রক্ত লাইগা লাইন শর্টসার্কিট হয়া গেছে!
আরে আমারে কই লয়া যাও...আমি মরি নাইতো বিষে ভেজাল ছিল...মরি নাই আমি!
বলো হরি হরিবোল
বলো হরি হরিবোল
2014

উন্মাদীয় ঈদ ফ্যাশান

প্রতিবারের মত এবারও পায়ের ঘাম মাথায় তুলে আমাদের নিজস্ব ডিজাইনার কিছু ঈদের ফ্যাশন তৈরী করেছে যা ইতোমধ্যে বাজারে আলোড়ন তুলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। পাঠকদের জন্য তা পরিবেশন করা হল...

ডিজাইনার-
বুশরা

ওড়না রিকশার চাকায় প্যাঁচিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় যেসব তরুণীরা তাদের জন্য এবারের ঈদে বিশেষ 'গ্যাসিয়াস ওড়না'। ওড়নার এক প্রান্তে গ্যাস বেলুন সংযুক্ত থাকবে ফলে রিকশার চাকায় ঢুকবে না।

পাওনাদারদের ভয়ে যারা ঈদ করতে পারবেন না বলে ভাবছেন তাদের জন্য এবারের ঈদে বিশেষ ফেস কাভারিং শার্ট'। শার্ট পরবেন কিন্তু আপনার চেহারা দেখা যাবে না। দিব্যি ঈদ করতে পারবেন নিশ্চিন্তে।

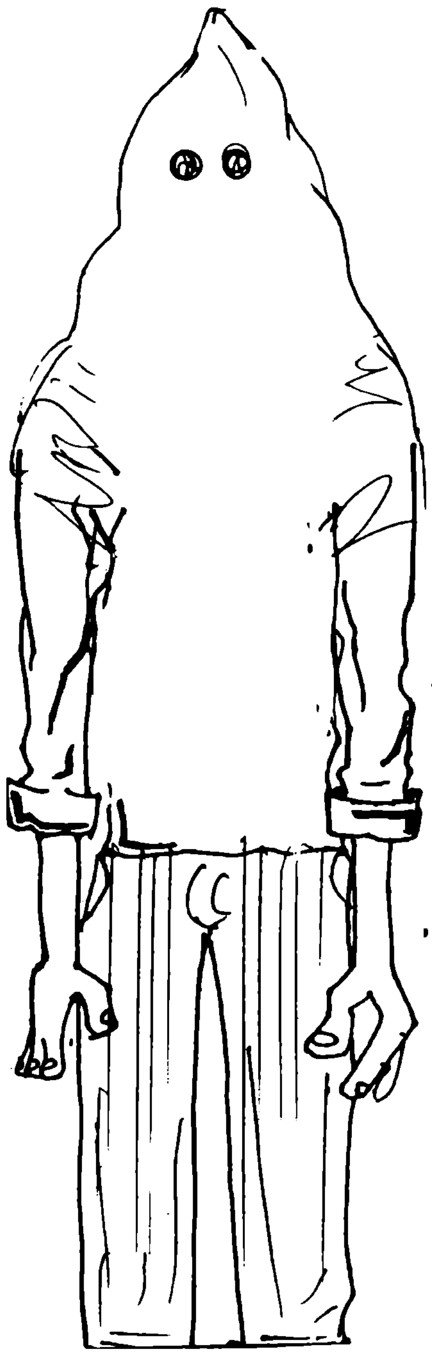

এবারের ঈদে চাপাবাজ তরুণদের জন্য 'মাউথ ক্লোজ পাঞ্জাবী' । এই পাঞ্জাবী পড়লে নাক মুখ বন্ধ থাকবে । তবে গোপনে ধূমপানের সুবিধা আছে এই পাঞ্জাবীতে । গুরুজনরা দেখতে পাবে না ।

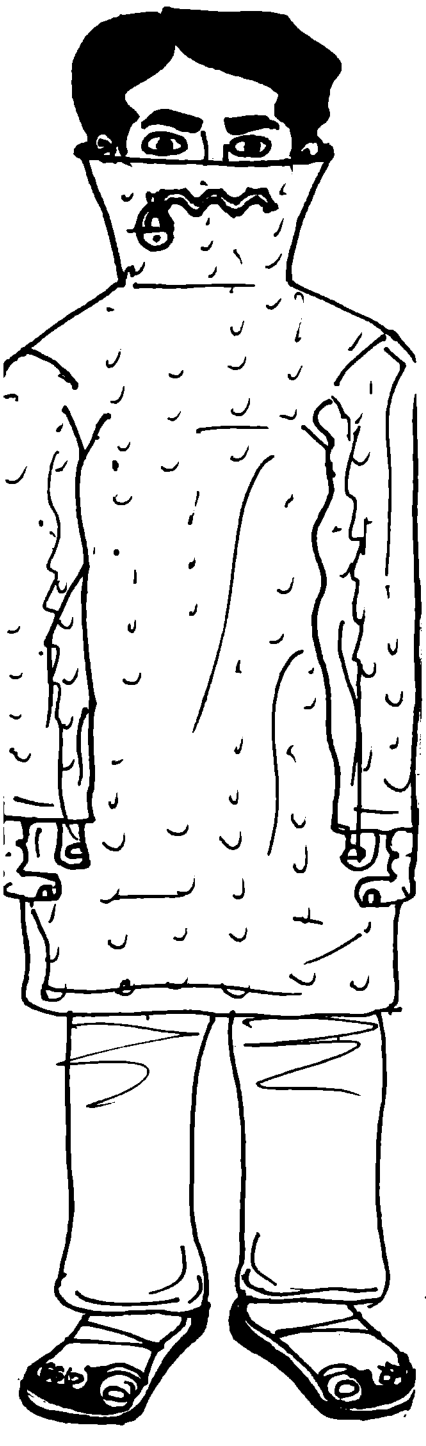

এবারের ঈদে বাচ্চাদের সেলামী কালেক্টর ডিভাইস পেন্ট-শার্ট বেশ জনপ্রিয় হয়েছে । এই পেন্ট শার্ট পড়লে সেলামও করতে হবে না । স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলামী সংগ্রহ করে পকেটস্থ হবে!

এবারের ঈদে বয়স্কদের জন্য এই কন্টক পাঞ্জাবী । এই পাঞ্জাবীর সুবিধা হচ্ছে পায়জামা পড়তে হবে না আর কাঁটার জন্য কেউ সেলামী নিতে কাছে ধারে ভিড়বে না!

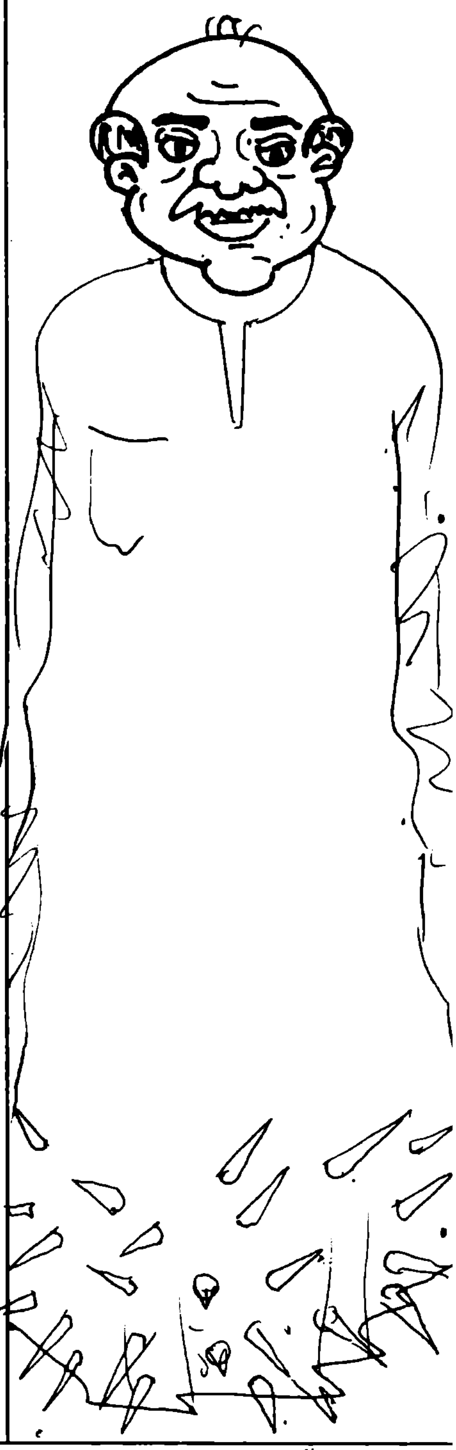

এবারের ঈদে তরুণীদের 'ডাবল পয়েন্টেড হিল সেন্ডেল' নতুন মাত্রা আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস! এই হিলের কারণে বেয়াদপ তরুণরা কাছে ধারে ভিড়তে সাহস পাবে না।

এবারের ঈদে তরুণীদের ছাতা সংযুক্ত' স্পেশাল নেকললেস। এটা পড়লে মাথায় রোদ বৃষ্টি ঠেকানো' যাবে আবার গলার নেকলেসও বেশ শোভা পাবে।

এবারের ঈদে উন্মাদের জন্য ওয়াইপার সংযুক্ত চশমা আর কপিকল পেন্ট। এই পেন্টের সুবিধা হচ্ছে রাস্তাঘাট ডুবে গেলে কপিকলের মাধমে পেন্ট গুটিয়ে নেওয়া যাবে।

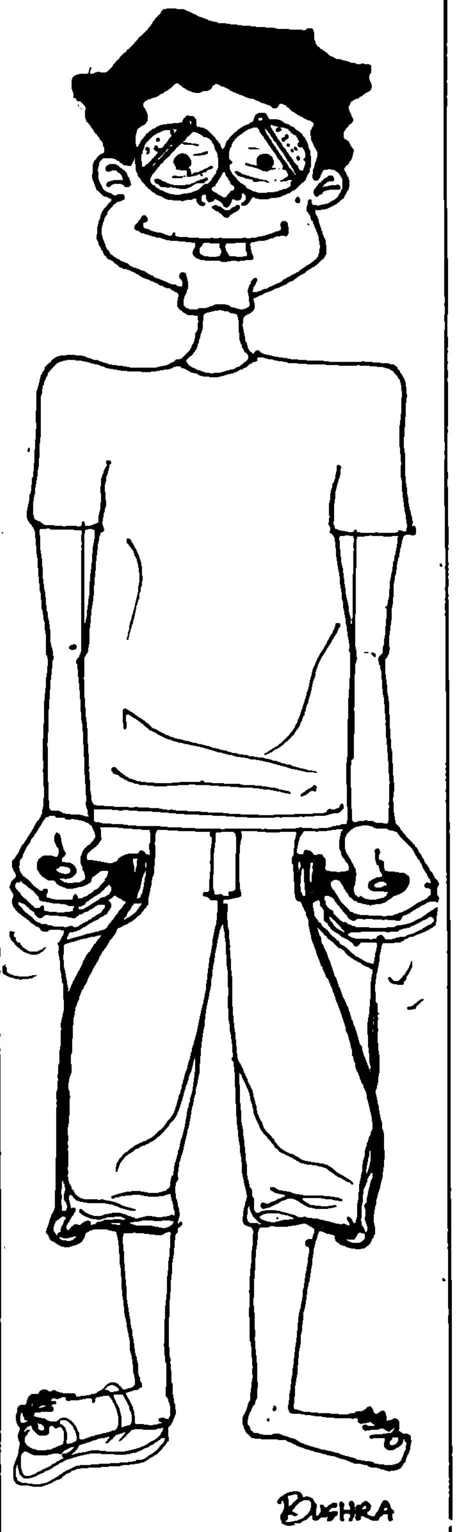

আমাদের জীবনে সমস্যা থাকবেই । সমস্যা নিয়েই আমাদের এগুতে হবে । কিন্তু এই সমস্যা নিরসন করতে গিয়ে যদি সমস্যা আরো বেড়ে যায় তাহলে কি করবেন? তাই কিন্তু হচ্ছে... তেমনি কিছু পরিস্থিতি নিয়ে এই ফিচাররররর...

সমস্যা-নিরসনের উপায়-গুরুতর সমস্যা

আঁকা/লেখা- শাহাদ

সমস্যা	নিরসনের উপায়	গুরুতর সমস্যা

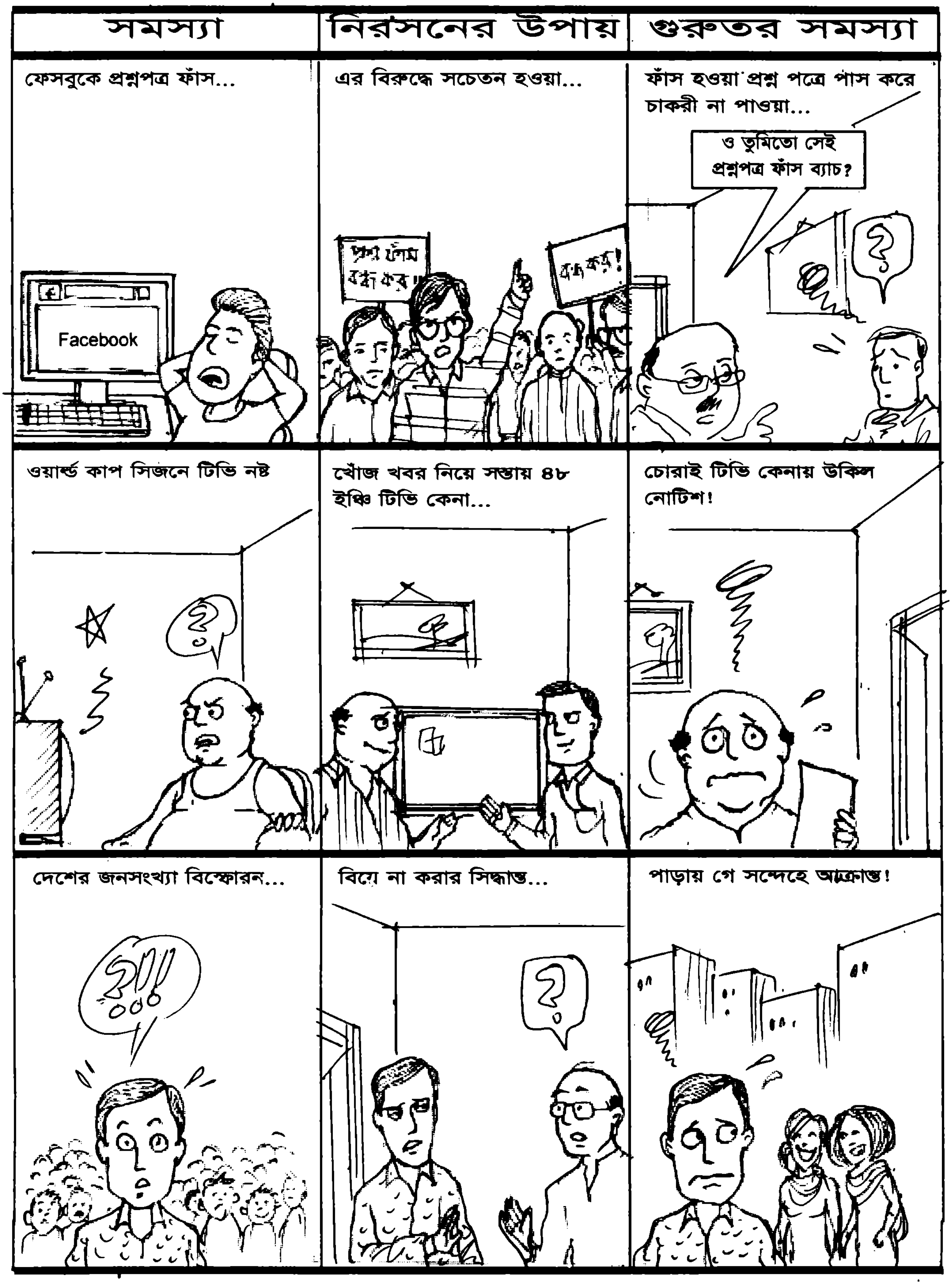
সমস্যা
নিরসনের উপায়
গুরুতর সমস্যা
ফেসবুকে প্রশ্নপত্র ফাঁস...
Facebook
এর বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া...
বন্ধ কর!
ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পত্রে পাস করে চাকরী না পাওয়া...
ও তুমিতো সেই প্রশ্নপত্র ফাঁস ব্যাচ?
ওয়ার্ল্ড কাপ সিজনে টিভি নষ্ট
খোঁজ খবর নিয়ে সস্তায় ৪৮ ইঞ্চি টিভি কেনা...
চোরাই টিভি কেনায় উকিল নোটিশ!
দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরন...
বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত...
পাড়ায় গে সন্দেহে আক্রান্ত!

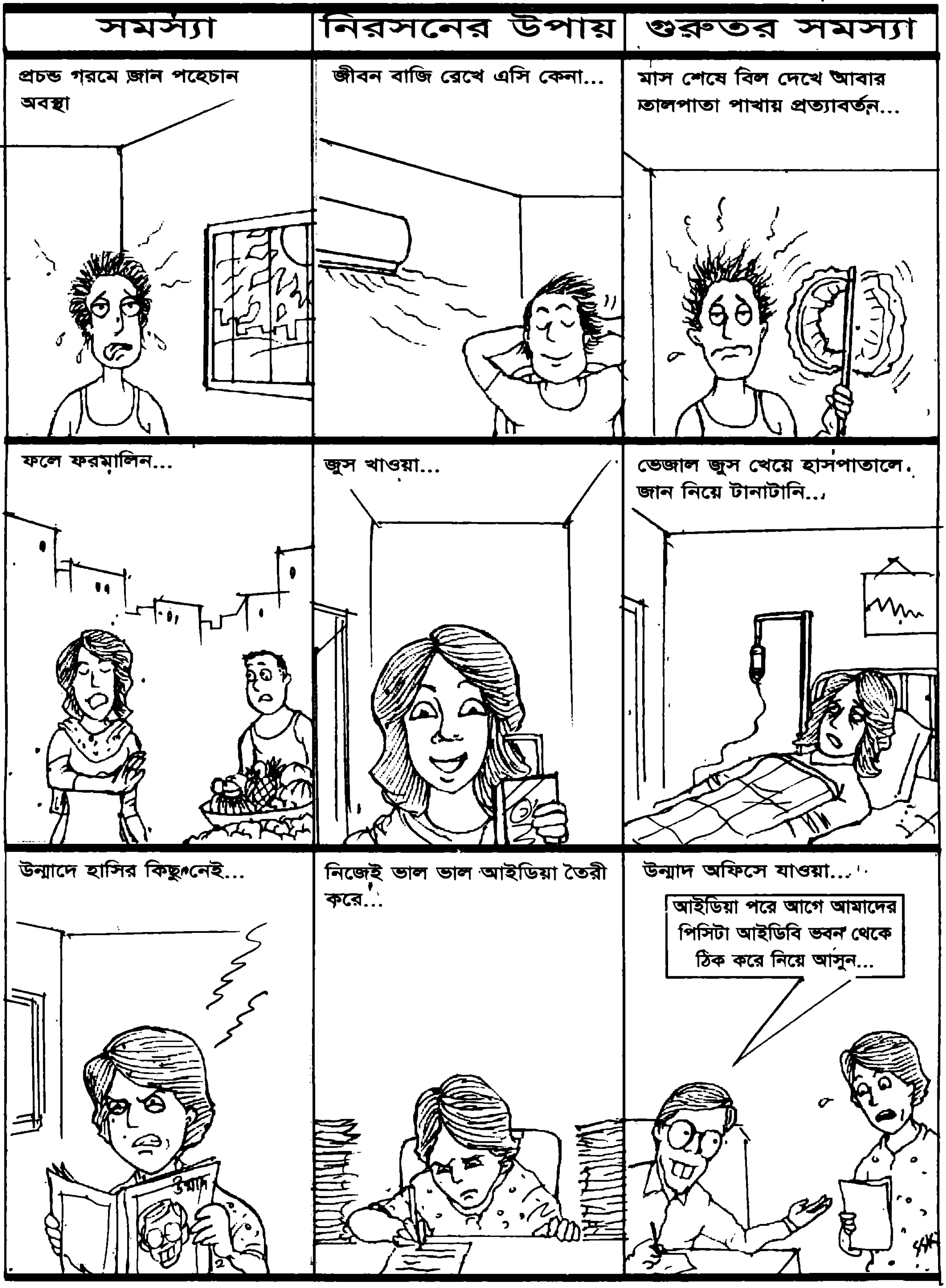
সমস্যা
নিরসনের উপায়
গুরুতর সমস্যা
প্রচন্ড গরমে জ্ঞান পহেচান অবস্থা
জীবন বাজি রেখে এসি কেনা...
মাস শেষে বিল দেখে আবার তালপাতা পাখায় প্রত্যাবর্তন...
ফলে ফরমালিন...
জুস খাওয়া...
ভেজাল জুস খেয়ে হাসপাতালে. জান নিয়ে টানাটানি...
উন্মাদে হাসির কিছু নেই...
নিজেই ভাল ভাল আইডিয়া তৈরী করে...
উন্মাদ অফিসে যাওয়া...
আইডিয়া পরে আগে আমাদের পিসিটা আইডিবি ভবন থেকে ঠিক করে নিয়ে আসুন...

ঈদে বাড়ি পৌছানো হচ্ছে জীবন মরণ সমস্যা । এই সমস্য নিরসনে আমরা কিছু উন্মাদীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি । সেটাই এই ফিচারে বর্ণনা করা হল । দেখুন উপভোগ করুন এবং সঠিক সময়ে বাড়ি পৌছান ।

ঈদে বাড়ি পৌঁছানো

লেখা- কামরুল ইসলাম রনি

অতিথি পাখি পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে অতিথি পাখিদের সঙ্গে একটা বাৎসরিক চুক্তিতে আসতে হবে তারা যখন দেশান্তরী হবে তখন আপনাকে আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে ।
(ছবি দ্রষ্টব্য)

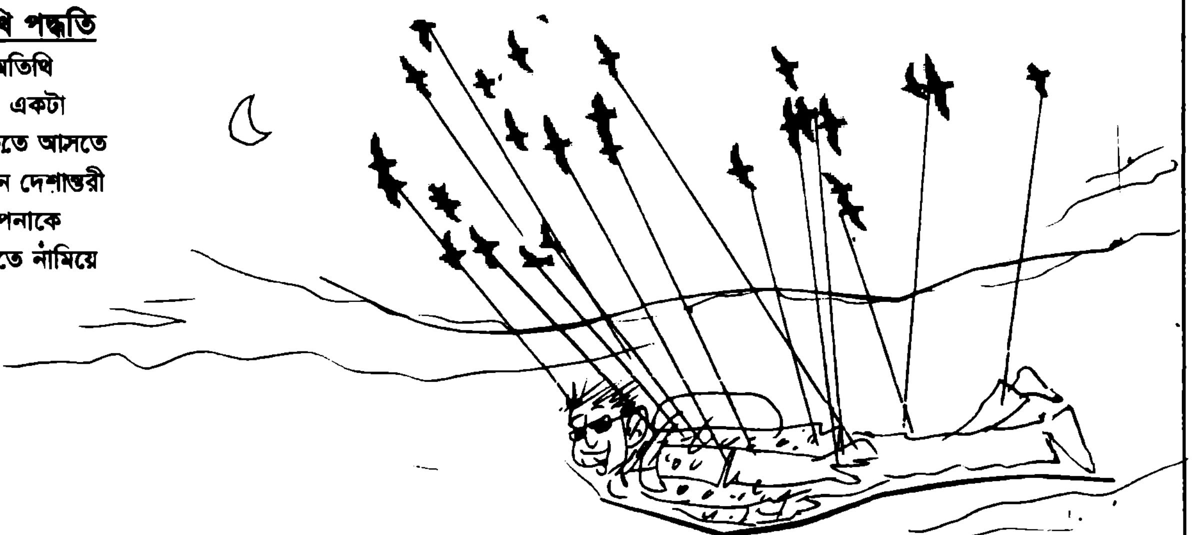

কার্পেট পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আলাদীনের, কার্পেট জোগার করতে হবে । তারপর আর কি ইচ্ছেমত যেখানে সেখানে ট্রিপ মারতে পারেন । চাই কি অন্যদের পৌছে দিয়ে টু পাইস কামাতেও পারেন ।

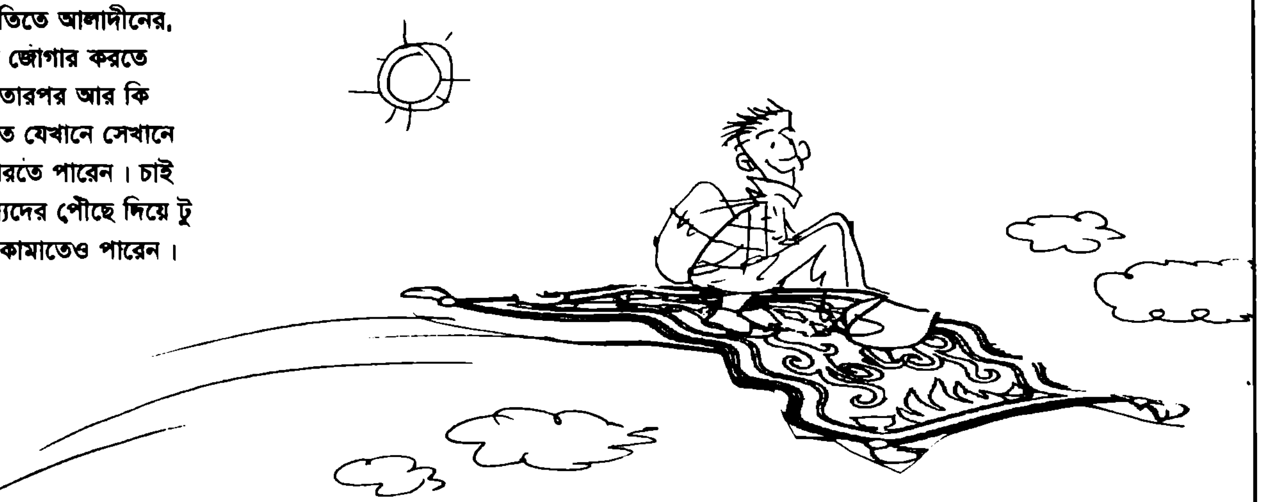

ঝড় পদ্ধতি

কাল বৈশাখীর সময় কোন টর্নেডো ঝড় ধরে বাড়ি পৌঁছে যান। টার্নেডোর চোখে বসে থাকতে হবে ঘাপটি মেরে। একটু ঝুঁকি হলেও দ্রুত বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

মহাবিশ্বে শর্ট কার্ট মারতে যে 'ওরমহোল' ব্যাবহার করার চিন্তা ভাবনা চলছে সেটা ব্যবহার করতে পারেন। ছোট ছোট ওরম হোল ব্যবহার করতে হবে এর জন্য উন্মাদ গবেষনা সেলে যোগাযোগ করুন।

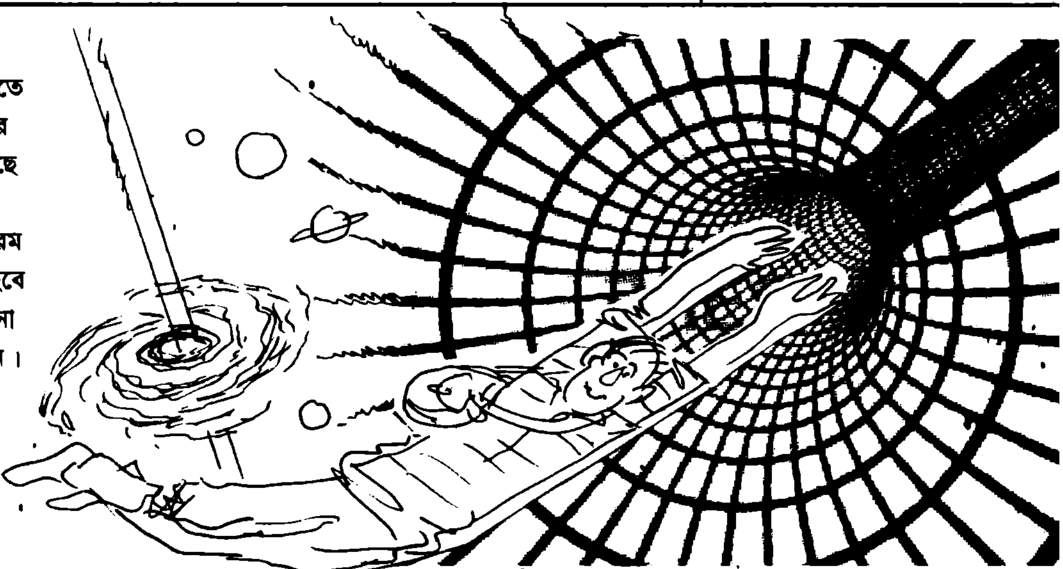

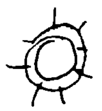

উন্মাদীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আপনার আসলে বাড়ি যাওয়ারই দরকার নেই বাড়ির আশে পাশের দৃশ্য ডিজিটাল প্রিন্ট করে বর্তমান অবস্থানের আশে পাশে লাগিয়ে রাখুন মনে হবে আপনি বাড়িতেই আছেন। ব্যস হয়ে গেল!

নক্ষত্রের বেগে যদিও ছুটেছে সময়... কিন্তু সেই সময় নিয়ে আমাদের অবহেলার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে কোন অনুষ্টানে প্রধান অতিথিরা সময়মত আসেন না আবার যদিও বা আসেন তাহলে দেখা যায় অনুষ্ঠানের কর্মীরা অনুষ্ঠান শুরুই করতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের গবেষনামুলক ফিচার...

প্রধান অতিথির সময়ানুবর্তীতা!

কার্টুন- শিখা

সময়মত পৌছালেন প্রধান অতিথি হিসেবে কিন্তু সেখানে আপনার সময়ানুবর্তিতার প্রশংসা করার মত কেউ উপস্থিত নেই
সময়মত পৌছালেন প্রধান অতিথি হিসেবে এর অপকারিতা হচ্ছে বাধ্য হয়ে দুইলাইনের ছড়া লিখা যা কোন গ্রন্থভুক্ত হবে না (যদি আপনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে থাকেন)*
এসেছিলাম, এসে দেখি কেউ নেই আমার চারটা ত্রিশ বাজে চারটা ত্রিশেই!
*রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রধান অতিতী করা হয় কোন অনুষ্ঠানে । সাড়ে চারটায় সময় দেয়া ছিল রবীন্দ্র নাথ গিয়ে দেখেন কেই নেই তারপর তিনি ঐ কাব্যটি লিখে রেখে চলে আসেন।
সময়ের আগেই যদি পৌছান প্রধান অতিথি হিসেবে, এর অপকারিতা ভয়াবহ হতে পারে।
প্রধান অতিথি ভাইজান টেবিলটা একটু ধরেনতো সেট করি...

সিএনজিতে উঠলেই সিএনজিওলা বলে ' ভাই ট্রাফিকে ধরলে বইলেন মিটারে যাইতাছেন।' আমরা রাজী হই। কারণ রাজী না হয়ে উপায় নেই যদি সত্য কথা বলেন তাহলে পুলিশ ঐ সিএনজিওলাকে ধরবে ঠিকই কিন্তু আপনাকেও নামিয়ে দিবে। তখন রাস্তার মাঝখানে আপনি পরবেন মাইনক্যা চিপায়। এখন কথা হচ্ছে মিথ্যা বলতেও খারাপ লাগে এমনিতেও সিএনজিওলারা ভাড়া বেশি নেয় মিথ্যাও বলতে হয় এটা হল? এর চেয়ে এমন কিছু কি বলা যায় না? যাতে মিত্যাও বলা হল না সিএনজিওলাকেও পুলিশ ধরলো না? হ্যাঁ ট্রাফিকের প্রশ্নের উত্তরে সেইরকম কিছু বাক্য নিয়ে এই ফিচার...

'ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?'

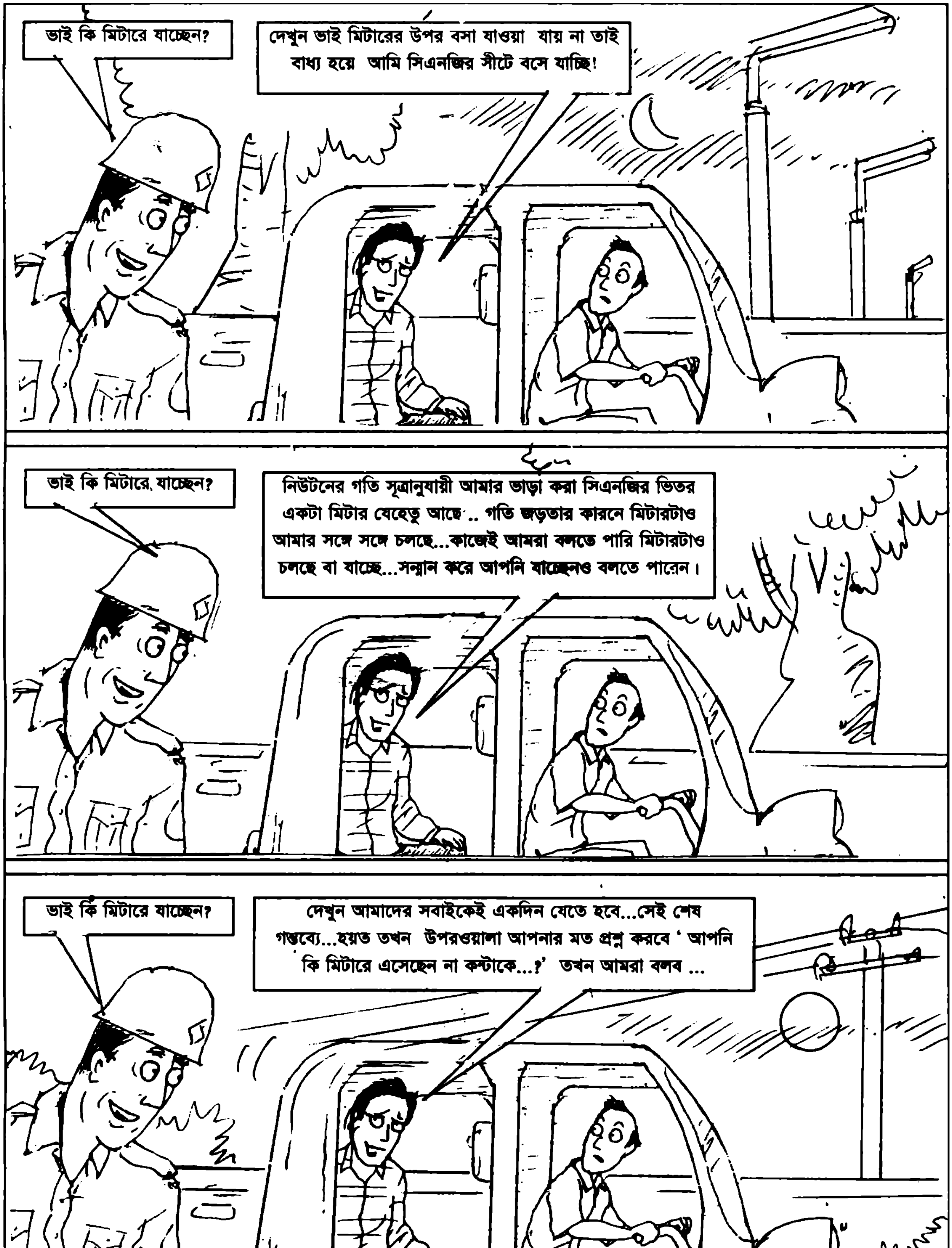

ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?
দেখুন ভাই মিটারের উপর বসা যাওয়া যায় না তাই বাধ্য হয়ে আমি সিএনজির সীটে বসে যাচ্ছি!
ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?
নিউটনের গতি সূত্রানুযায়ী আমার ভাড়া করা সিএনজির ভিতর একটা মিটার যেহেতু আছে .. গতি জড়তার কারনে মিটারটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে...কাজেই আমরা বলতে পারি মিটারটাও চলছে বা যাচ্ছে...সন্মান করে আপনি যাচ্ছেনও বলতে পারেন।
ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?
দেখুন আমাদের সবাইকেই একদিন যেতে হবে...সেই শেষ গন্তব্যে...হয়ত তখন উপরওয়ালা আপনার মত প্রশ্ন করবে ' আপনি কি মিটারে এসেছেন না কন্টাকে...?' তখন আমরা বলব ...

ঈদ উপলক্ষে এবার উন্মাদ প্রস্তাব করছে কিছু অত্যাধুনিক ডিজিটাল সু এর। যা দীর্ঘ গবেষনায় উন্মাদ গবেষনা সেল এ তৈরী হয়েছে। আশা করছি আপনাদের পছন্দ হবে...দেখুন...!

ডিজিটাল সু

কার্টুন- শিখা

হেডফোন সু
এই জুতা হেডফোনের কাজ করবে। তবে এই জুতা পরার সময় খালিপায়ে হাঁটতে হবে। কারণ জুতা থাকবে আপনার কানে ও গালে। কারো গালে জুতা মারার প্লান থাকলে এই জুতা গিফট করতে পারেন।

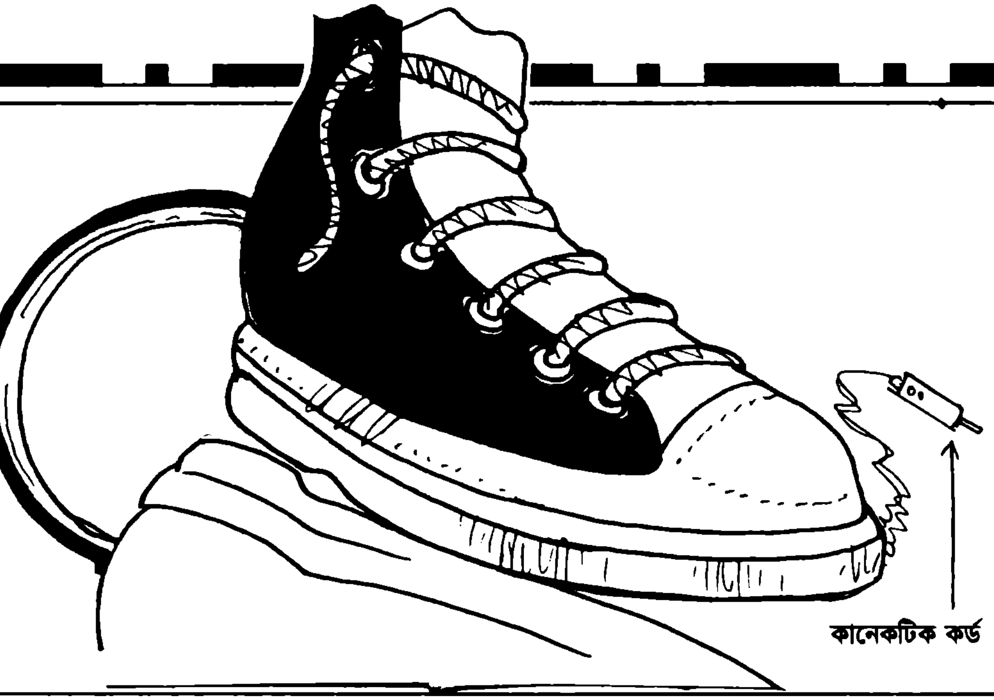

ডিসপ্লে সু
এই জুতার হিলে ডিসপ্লে সুবিধা আছে। টিভি কার্ড সংযুক্ত থাকায় হাঁটতে হাঁটতে কোন খবর চট করে দেখে নিতে পারেন।

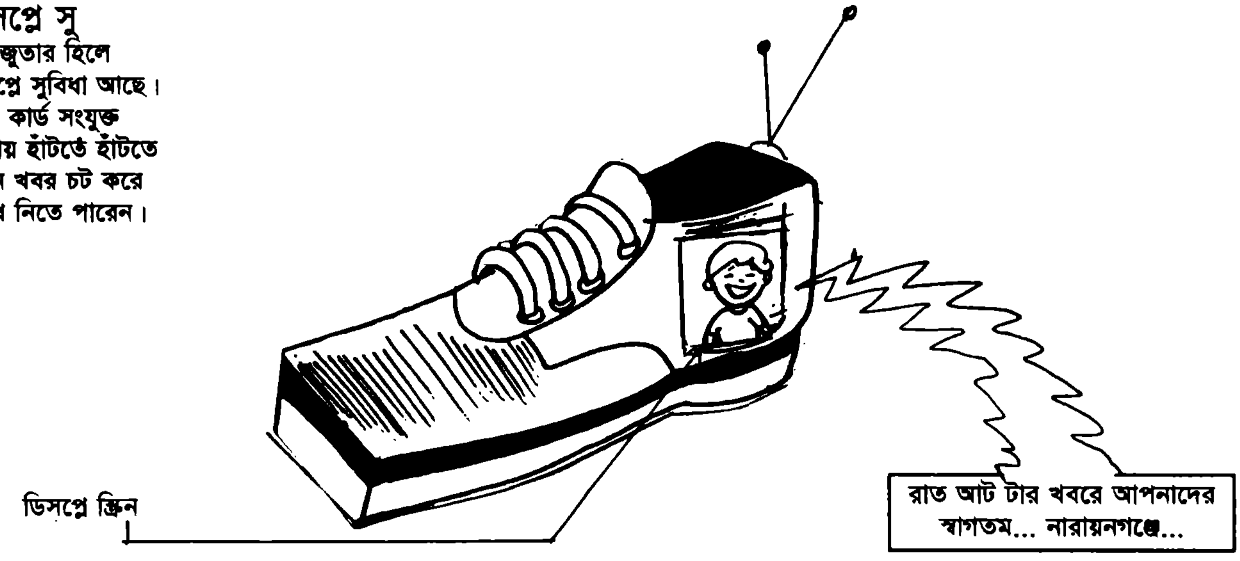

পেনড্রাইভ সু

এই জুতায় পেনড্রাইভ ঢোকানোর জন্য একাধিক পোর্ট আছে। পেনড্রাইভ ঢুকিয়ে আপনার ব্রেনের নিউট্রাল নেটওয়ার্কে কপি করে নিতে পারবেন।

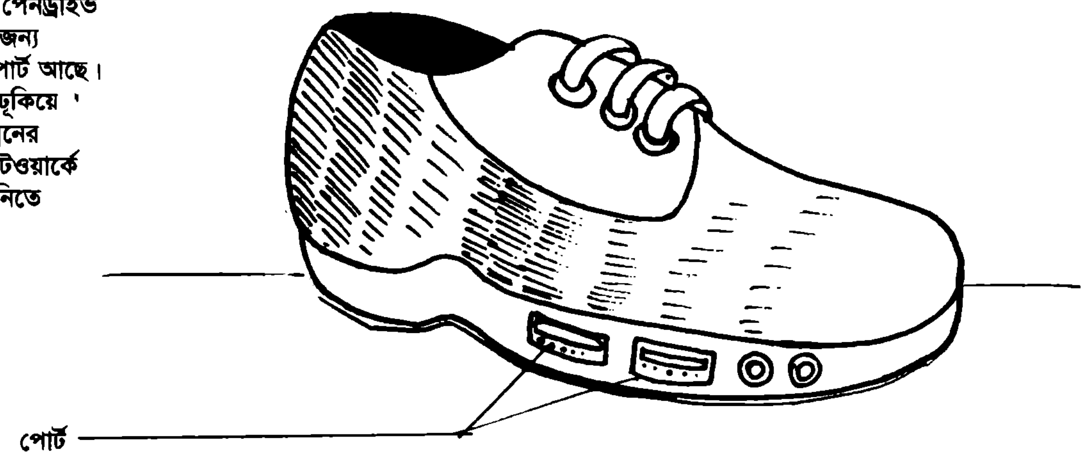

ওয়েভ ক্যাম সু

এই জুতার মাথায় ওয়েব ক্যাম লাগানো আছে। গোপন কোন কিছু ছবি নিতে হলে এই জুতার জুড়ি নেই।

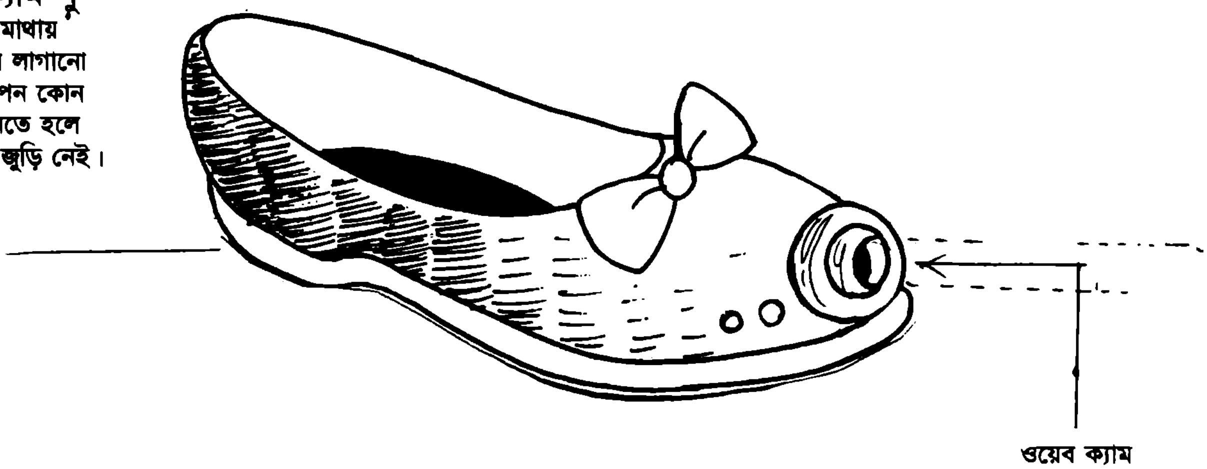

চার্জার সু

এই জুতায় চার্জার কর্ড লাগানো আছে। জুতায় ইচ্ছেমত চার্জ করে নিলে পরে এই জমানো চার্জ ...আপনার মোবাইলের চার্জ চলে গেলে এখান থেকে রিচার্জ করে নিতে পারবেন।

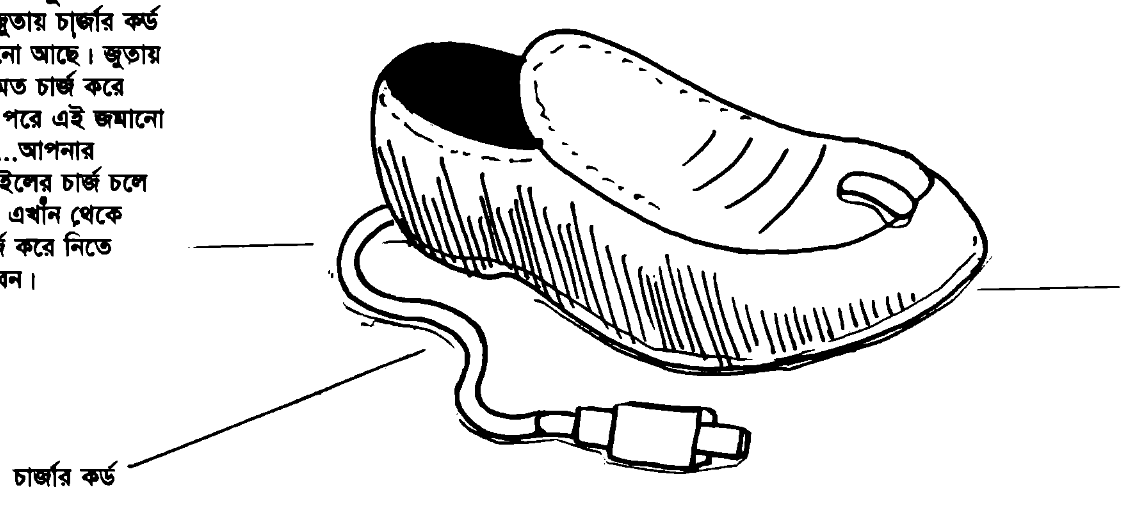

সিডি রম সু

এই জুতায় সিডি রম আছে। চলতি পথে যে কোন প্রয়োজনীয় সিডি ঢুকিয়ে আপনার ব্রেনের নিউট্রাল নেটওয়ার্কে দেখে নিতে পারেন। বা কপি করে নিতে পারেন।

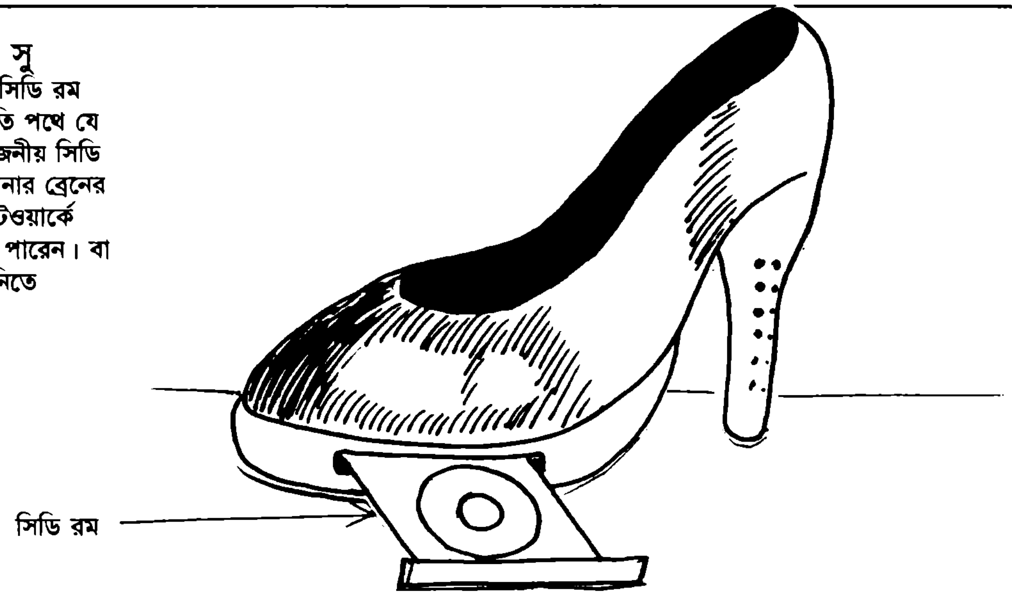

কীবোর্ড স্যান্ডেল

এই স্যান্ডেলে কী ডোর্ড দেয়া আছে হাটতে হাটতে যেকোন কিছু টাইপ করতে পারেন পায়ের তলা দিয়ে। (তবে পায়ের তলা দিয়ে কিভাবে টাইপ করবেন তার একটা শর্ট দেড় মাসের কোর্স করতে হবে উন্মাদে)

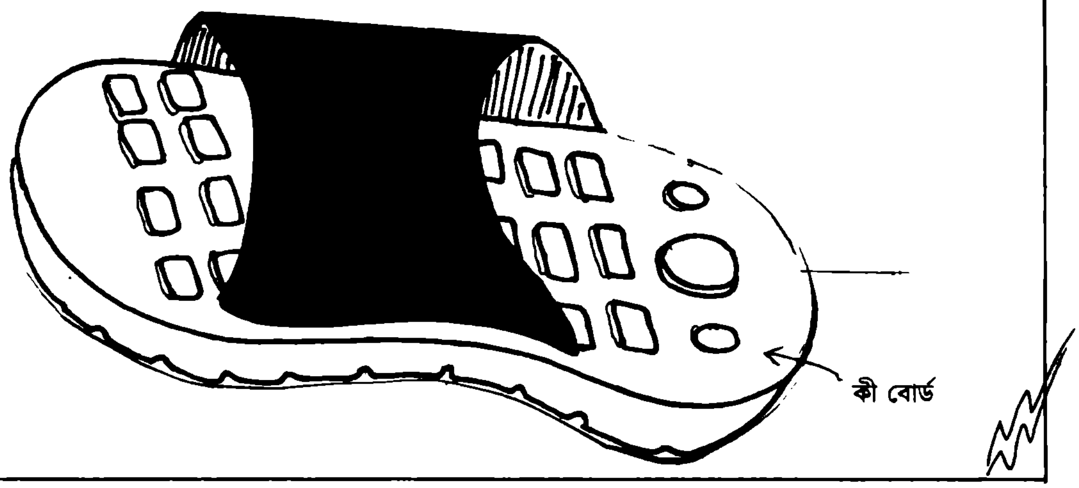

ওয়াই ফাই সু

এই জুতায় ওয়াই ফাই সুবিধা আছে। এই জুতা পরা মাত্র আপনার চারিদিকে ওয়াই ফাই জোন হয়ে যাবে। নেটওয়ার্কিং করতে পারবেন ইচ্ছেমত।

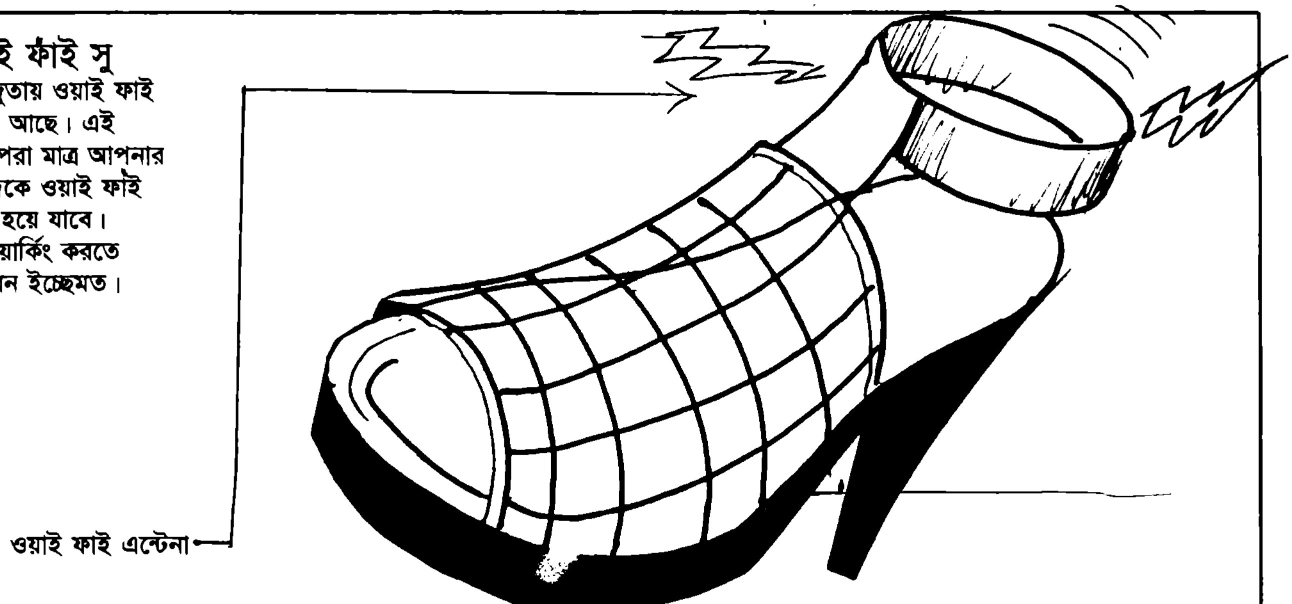

উন্মাদ দৃষ্টিতে

ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল!

কার্টুন- প্রীতি

কিরে তুই আমার জন্য ব্রাজিলের জার্সি আনলি? তুই জানিস না আমি আর্জেন্টিার সাপোর্টার?
জানিতো...কিন্তু আমি ভাবলাম...
তোর বাবাতো ডিগবাজির রাজনীতি করে আজ এই দল কাল ঐ দল... তুইও যদি শেষ মুহূর্তে ডিগবাজি দিয়ে দল বদলাস!
?
কি মোতাব্বিরের কাণ্ড ওয়ার্ল্ড কাপে আপনার চায়ের ব্যবসা কেমন চলছে?
এরই আমনে কি কন? আর তিন তিনডা দেশী কাপ কাস্টমারে বাঙ্গি ফালাইছে আর আমনে কন ওয়ার্ল্ড কাপের কতা...??
কিরে মিলি এবার ঈদে কোন ফ্যাশনের শেলোয়ার-কামিজ নিবি কিছু ঠিক করেছিস?
কি বলছিস? ঈদের ফ্যাশন কিরে?
... আমিতো এখনো ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের ফ্যাশনটাই ভেবে উঠতে পারছি না...!
!?
Priety

তোরা টিভিতে কি সব ফুটবল খেলা দেখিস? খেলতো তোর দাদাজান...ফুটবলে এমন শট দিত বল যেয়ে পড়ত...
কোথায় গিয়ে পড়ত?
আমাদের বাসার উঠানে। তারপর বল নিতে এসে আর যেত না...
বাবা খেলার রেজাল্ট কি?
খেলার রেজাল্ট পরে, তোর পরীক্ষার রেজাল্ট কি আগে শুনি?
অংক আর ইংরেজীতে ড্র...
কিরে তোরা কি নিয়ে হাউ কাউ করছিস?
ব্রাজিলের ফ্ল্যাগ কার ছাদে টানাব তাই নিয়ে
শেষ পর্যন্ত কার ছাদে টানানোর সিদ্ধান্ত হল?
কেন যে ছাদে ফ্ল্যাগ টানানোর বাঁশ থাকবে!

কাউকে কোন তথ্য জানালেন আর সেই তথ্য যদি সে না বুঝে উল্টা-পাল্টা বলে তাহলে কেমন লাগে বলুনতো। তেমনি কিছু তথ্য আর উল্টা-পাল্টা রিএ্যাকশন নিয়ে এই ফিচার...!

তথ্য বিকৃতি

কার্টুন- মাহির

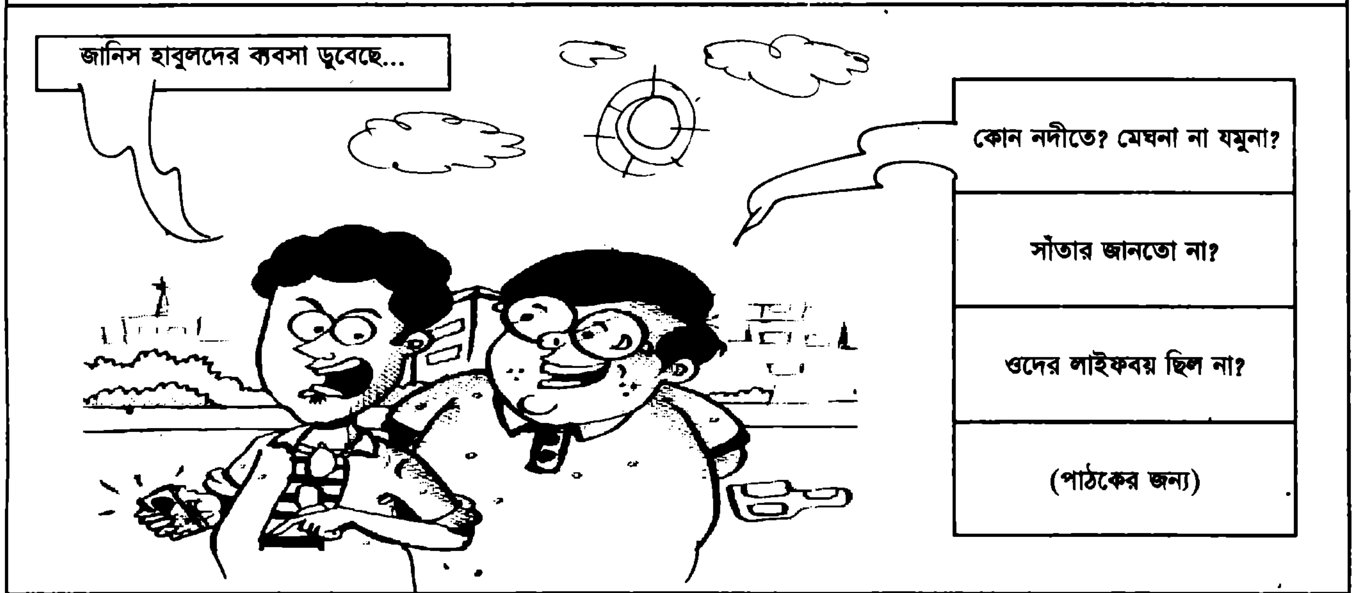

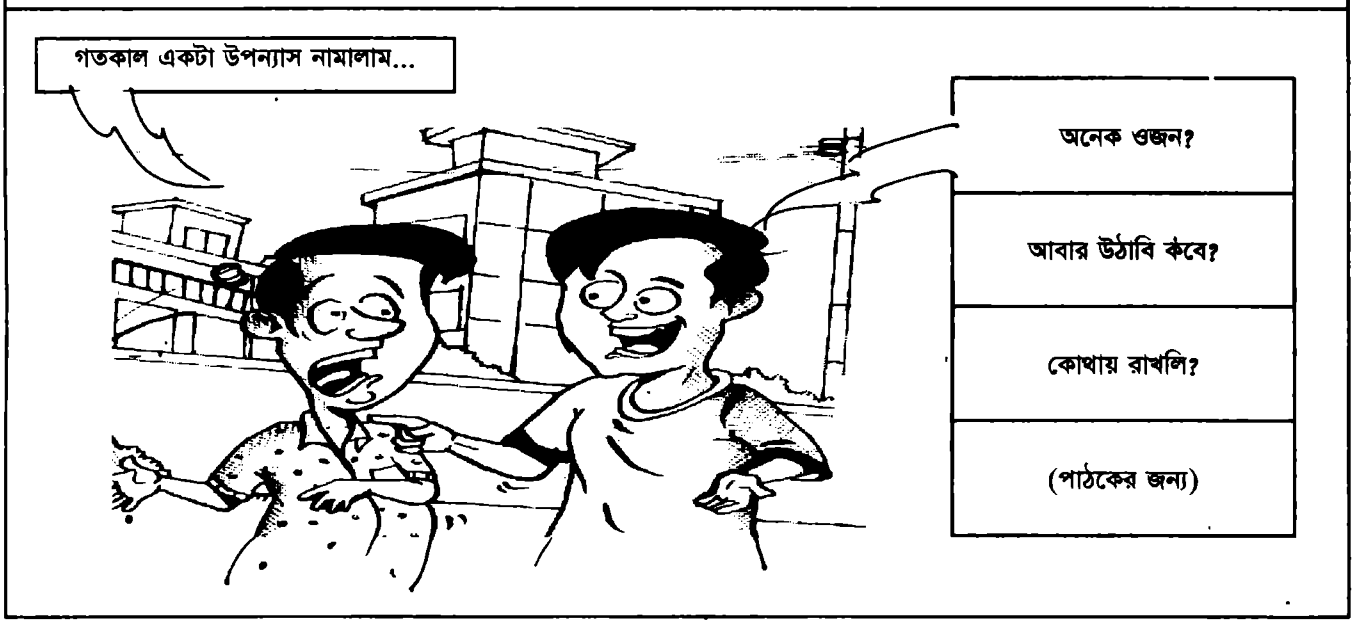

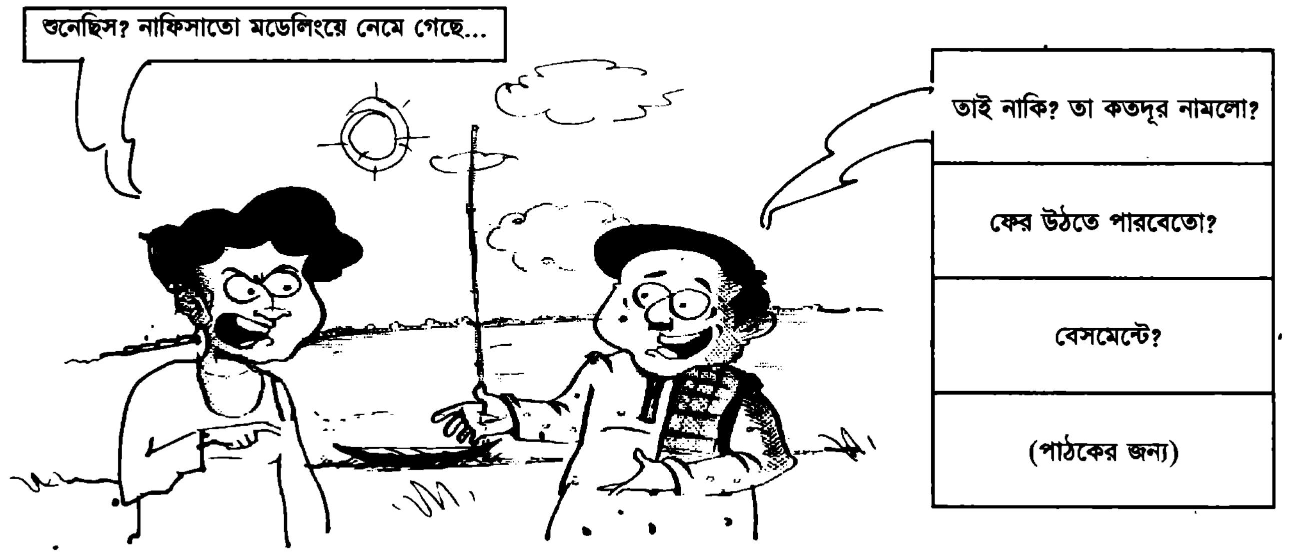
শুনেছিস? নাফিসাতো মডেলিংয়ে নেমে গেছে...
তাই নাকি? তা কতদূর নামলো?
ফের উঠতে পারবেতো?
বেসমেন্টে?
(পাঠকের জন্য)

আমাদের রমিজতো সিনেমা করে উঠে গেল...
তাই? তা কতদূর উঠলো...?
মইয়ে না লিফটে?
এভারেস্ট হাইট না
কেওক্রাডাং হাইট?
(পাঠকের জন্য)

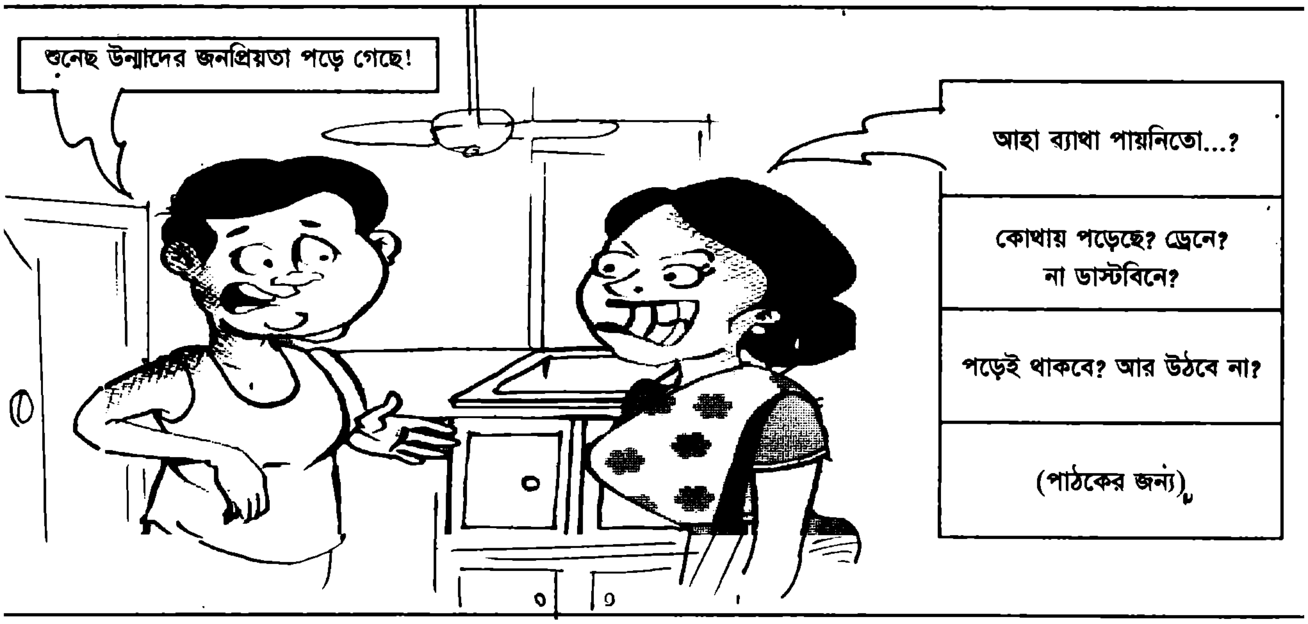
শুনেছ উন্মাদের জনপ্রিয়তা পড়ে গেছে!
আহা ব্যাথা পায়নিতো...?
কোথায় পড়েছে? ড্রেনে?
না ডাস্টবিনে?
পড়েই থাকবে? আর উঠবে না?
(পাঠকের জন্য)

আজকাল প্রায়ই পেপারে আসে ডাক্তাররা কর্মবিরতি করছে রোগীরা ভোগান্তিতে পড়েছে...এইরকম। ডাক্তারী হচ্ছে মহান সেবামুলক পেশা। বলা হয়ে থাকে একজনও যদি স্বর্গে যায় সেটা ডাক্তাররাই যাবে আবার একজনও যদি নরকে যায় সেটাও ডাক্তাররাই যাবে। তো সেই মহান পেশার ডাক্তাররা যখন কর্মবিরতিতে যায় তখন তারা কি করে? তাদের কিন্তু তখনও মহান পেশার মধ্যেই থাকা উচিৎ...মানে সেবার মধ্যেই থাকা উচিৎ...সেই কর্মবিরতির সময়কার সেবা কি হতে পারে? তাই নিয়ে ফিচার...!

ডাক্তারদের কর্মবিরতি!

কার্টুন- মিতু

ডাক্তাররা তাদের কর্ম বিরতিতে বিভিন্ন চ্যানেলে স্বাস্থ্যসেবামুলক টক-শো করতে পারেন...
ATV
ডাক্তাররা তাদের কর্মবিরতির সময় বিনা চিকিৎসায় বা ভূল চিকিৎসায় মৃত রোগীদের সমাধীতে পুষ্প প্রদান করতে পারেন...
1957-
ডাক্তাররা তাদের কর্মবিরতির সময় কোয়াক ডাক্তারদের ট্রেনিং দিতে পারে কিভাবে সুচিকিৎসা দেয়া যায়...
ডাক্তাররা কর্মবিরতির সময় উন্মাদ কার্য্যালয়ে এসে উন্মাদের আইডিয়া দিতে পারেন... উদাহরণ স্বরূপ...ডাঃ রোমেন রায়হান, ডাঃ মিজানুর রহমান কল্লোল, ডাঃ আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার টুটুল... (যারা একসময় কর্মবিরতির ছারাই আইডিয়া দিতেন)
TO LET

আমরা অনেকেই প্রায়শই চ্যুয়িং গাম চিবাই এতে নাকি দাঁত পারিস্কার হয় কানের ব্যায়াম হয়। আবার 'চ্যুয়িং গামের' অনেক অন্য ব্যবহারও হতে পারে... তাই নিয়ে এই ফিচার...! (তবে এই ফিচার কিন্তু স্রেফ উন্মাদীয়)

<u>শিক্ষামূলক ফিচার</u>

চ্যুয়িং গামের নানাবিধ ব্যবহার

কার্টুন- শিখা

চশমার একটা কাঁচ বার বার খুলে পড়ছে?
'চ্যুয়িং গাম' হচ্ছে সলিউশন!
চ্যুয়িং গাম
দরকারী কাগজ স্ট্যাপল করতে হবে কিন্তু স্ট্যাপলার নেই। 'চ্যুয়িং গাম' দিয়েই কাজ সারা যেতে পারে...!
চ্যুয়িং গাম
পানির ট্যাপ এর পাইপ লিক? 'চ্যুয়িং গাম' দিয়েই সমাধান হতে পারে।!
চ্যুয়িং গাম
উন্মাদের পিন খুলে গিয়ে পাতা আলগা হয়ে খুলে
যাচ্ছে? দুই পাশে 'চ্যুয়িং গাম' দিয়েই দিব্যি...
চ্যুয়িং গাম

সজল আশফাকের দু'টি ছড়া...

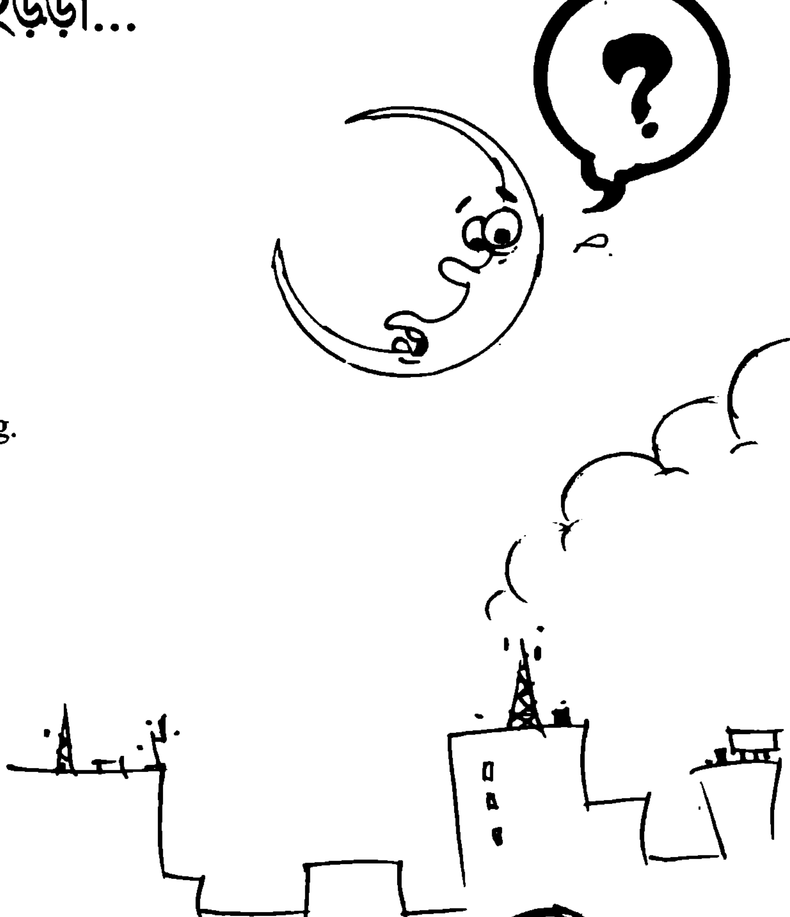

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা

চাঁদ উঠেছে, সেই খুশিতে রিং বাজছে ফোনের
বুঝতে পারি জানাচ্ছে সব ঈদের প্রীতি মনের।
শুভেচ্ছাতে টইটুম্বুর SMS -এর ব্যাগ
facebook-এও পাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছারই Tag.
Reply আর Like, Comment-এ
রাত বেজে যায় বারোটা
তারপরও বাদ রয়ে গেছে
জানি কারো কারোটা।
ঈদটা বুঝি আটকে গেছে ডিজিটালের ফাঁদে
কোলাকুলির আনন্দ কই বুক কিংবা কাঁধে!
ঘরে বসে ঈদ খুঁজি সব ফেসবুক আর ফোনে
হচ্ছে না আর তেমন দেখা ভাই বন্ধু বোনে...।

ফেসবুক কালচার

ফেসবুকে আসক্তি দিন দিন বাড়ছে,
বাবা মা- তো বকে, বস্ অফিসেও ঝাড়ছে।
গোটা ছয় একাউন্ট, fake আছে ID,
age চেপে page খোলে, 'আহা মোর ভাইডি'।
বন্ধুর সংখ্যাও ছাড়িয়েছে হাজারে,
ছবি tag করাতেও খ্যাতি আছে বাজারে।
status আর like দেয়া নেশাকেও ছাড়ালো
অ্যালবামে ছবি আজ দু'হাজারে দাঁড়ালো।
প্রোফাইলে picture change দিনে দশবার,
ছবি আছে ঘুমানোর কমোডে বসবার।
chat করি একসাথে, ফ্রেন্ড থাকে বারোটা,
এলোমেলো হয়ে যায় Reply কারোটা।
ফার্মভিলে খেলে পাই জমিদারি শান্তি,
ফেসবুকে সারারাত নেই কোন ক্লান্তি।
ফেসবুক ছাড়া এই অস্থির মনটা
fb-তে থাকি রোজ তিন চার ঘণ্টা।।

ইলাসট্রেশন- মেহেদী হক

ঈদ স্পেশাল

পলিটিক্যাল জোকস্

●

এক শহরে ইঁদুরের ভয়ানক উৎপাত। সবাই যখন এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া, তখন এক লোক সেখানে এসে উপস্থিত। দশ লাখ টাকার বদলে সে সব ইঁদুর মেরে ফেলবে জানালো। শহরের জনগণ রাজি হলো। তখন লোকটা তার বাক্স খুলে একটা গোলাপি ইঁদুর বের করলো। গোলাপি ইঁদুরটা শহরের সব ইঁদুরকে ঘর থেকে বের করে সঙ্গে নিয়ে নদীর তীরে গেল আর সেগুলোকে পানিতে ঝাঁপ দিতে বলল। তার কথামতো সব ইঁদুর নদীতে লাফিয়ে পড়ে মারা গেল। এবার গোলাপি ইঁদুরটির মালিক তার দাবীকৃত দশ লাখ টাকা নিয়ে চলে যাবার সময়ই শহরের জনগণ তাকে জানালো, 'ইয়ে মানে, আপনার কাছে কি কোনো গোলাপি রাজনীতিবিদ আছে?'

●

এক অত্যাচারী শাসক একদিন ছদ্মবেশে বের হলো শহরে। সাধারণ লোকজন তার সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সেটা জানাই তার উদ্দেশ্য। এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আচ্ছা, বলুন তো আমাদের শাসক লোকটা কেমন?'

খদ্দেরটা গম্ভীর হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকিয়ে ইশারায় জানালো বাইরে যেতে। বাইরে গিয়েও বলতে ভয় পাচ্ছে লোকটা। এবার ইশারায় একটা গাড়ি দেখিয়ে তাতে উঠল। দুজনকে নিয়ে গাড়ি গেল বহুদূরে এক জঙ্গলের পাশে। পাছে কেউ শুনে ফেলে এই ভয়ে লোকটা গাড়ি থেকে নেমে গভীর জঙ্গলে ঢুকল। ছদ্মবেশি শাসকও তার সাথে সাথে গেল। অবশেষে লোকটা থেমে মুখ কাছে এনে ফিসফিস করে বললো, 'আমি লোকটাকে পছন্দ করি।'

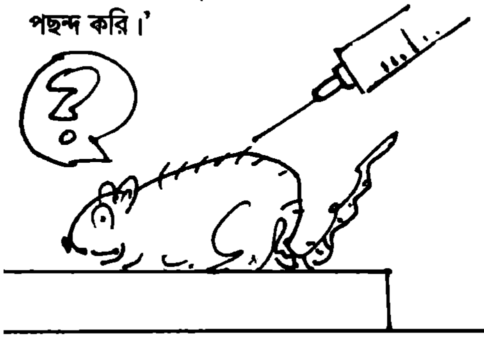

●

দুই গবেষক কথা বলছে–

– আচ্ছা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস, এঙ্গেলস আর লেনিনকে আমরা বিজ্ঞানী বলতে পারি?

– কখনোই না।

– কেন?

– কারণ বিজ্ঞানীরা তাদের ধারণার প্রথম প্রয়োগ করেন আগে গিনিপিগের উপর, মানুষের উপর নয়।

●
মৃত্যুর পূর্বে স্ট্যালিন ক্রুশ্চেভের কাছে দুটি এনভেলাপ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যাতে তিনি জরুরি অবস্থায় এনভেলাপ দুটি খোলেন।
ক্রুশ্চেভের প্রথম ছয় বছর কাটলো অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাটে। যখন তিনি সমস্যা দেখলেন তখন প্রথম এনভেলাপটি খুললেন। এতে লেখা ছিল, 'রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুলত্রুটির জন্যে এখন তুমি আমাকে সমালোচনা করতে শুরু করো।' এই কৌশল সফল বলে প্রমাণিত হলো।
এরপরের পাঁচ বছর ক্রুশ্চেভকে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হলো না। যখন সমস্যা দেখা দিল, তিনি দ্বিতীয় এনভেলাপটি খুললেন। এতে লেখা ছিল, 'এখন তোমার সময় এসেছে এ ধরনের দুটি এনভেলাপ প্রস্তুত করে অবসর নেয়ার।'

●
শিক্ষক ক্লাসে সবাইকে চার লাইনের একটা কবিতা দশবার লিখতে দিলেন। সবাই লিখল। একজন লিখল মাত্র তিনবার।
'মাত্র তিনবার লিখেছ যে?'
'দশ বারই লিখেছি স্যার। তিনবার লিখেছি কালো কালিতে, বাকি সাতবার অদৃশ্য কালিতে।'
'বড় হয়ে তুমি কি হবে?'
'স্যার রাজনীতিবিদ।'
'তাহলে ঠিক আছে!'

●
এক দুশ্চরিত্র রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর পর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে পাদ্রী তার খুব গুণগান করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।
মৃতের স্ত্রী স্বামীর প্রশংসা শুনতে-শুনতে এক পর্যায়ে পাশে বসা তার ছেলেকে বললেন, 'যা তো, একবার উঁকি মেরে দেখে আয় সত্যিই ওটা তোর বাপের লাশ কি না।'

●
একজন রাজনীতিবিদকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করলে কি শাস্তি হতে পারে?
সেক্ষেত্রে সমুদ্র আইনে শাস্তি হতে পারে।
কি রকম?
সমুদ্রের পানি দূষিত করে পরিবেশ দূষণের দায়ে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হতে পারে।

●
রাশিয়ার আফগানিস্তান আগ্রাসনের সময়কার জোক—
আমেরিকা, রাশিয়া আর আফগানিস্তানের তিন যুবক নৌকা করে নদী পার হচ্ছিল।
আমেরিকান যুবকটি তার গায়ের ফারকোটটি নদীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা আমাদের দেশে available।'
রাশিয়ান যুবকটি তার ব্যাগ থেকে একটা ভদকার বোতল বের করে এক চুমুক দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা আমাদের দেশে available।'
আফগান যুবকটি তখন মাথার পাগড়ি খুলে রাশিয়ান যুবকটিকে বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমাদের দেশে এটাও available।'

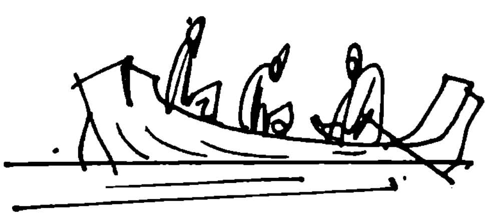

●

সেনাবাহিনীর ওপর কোনো কারণে এক রাজনৈতিক নেতার খুব রাগ ছিল। একদিন এক সেনা সদস্যকে কাছে পেয়ে তাকে অপমান করার জন্য বলল, 'শুনেছি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বছরের পর বছর দেশের সীমান্তে কাটায়, কিন্তু তারপরও তাদের স্ত্রীরা সে সময় গর্ভবতী হয়। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'এইসব রেডিমেড সন্তানদের নিয়ে আপনারা কী করেন?'

'ওদের আমরা রাজনীতিতে ঢুকিয়ে দেই!'

●

সারাজীবন নিবেদিতপ্রাণ এক রাজনীতিবিদ বিয়ে করেন নি। চিরকুমার। এক সাংবাদিক ইন্টারভিউ নিচ্ছেন–

'কিছু যদি মনে না করেন একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন।'

'আপনি তো চিরকুমার, কখনোই কি কাউকে চুমুও খান নি?'

'একেবারে না বলা ঠিক হবে না। একবার আর্মি ক্যু হলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল আর্মিরা, আর কখনো রাজনীতি করবো না বলে নাকে খত দেয়ালো, তখন একবার মেঝেতে ঠোঁট লেগে গিয়েছিল!'

●

দুই ভদ্রলোক কথা বলছেন–

'রাজনীতিবিদদের নরকে যাওয়া উচিত।'

'রাজনীতিবিদরা নরকে গেলে পৃথিবীতে আমাদের জন্য নরক বানাবে কে?'

●

স্বৈরাচারী এক শাসক নিজের ছবি দিয়ে একটা স্ট্যাম্প বের করার পর একদিন খোঁজ নিতে গেলেন–

'কী, স্ট্যাম্পটা কেমন চলছে?'

'স্ট্যাম্প তো চলছে না স্যার। সবকিছু ভালো হয়েছে কিন্তু স্ট্যাম্প খামে লাগছে না।'

'নিশ্চয়ই আঠায় ভেজাল!'

'না স্যার, আঠা এক নম্বর।'

'তাহলে সমস্যা কোথায়?'

'লোকজন স্ট্যাম্পে থুতু আঠার দিকে না দিয়ে উল্টো দিকে দিচ্ছে!'

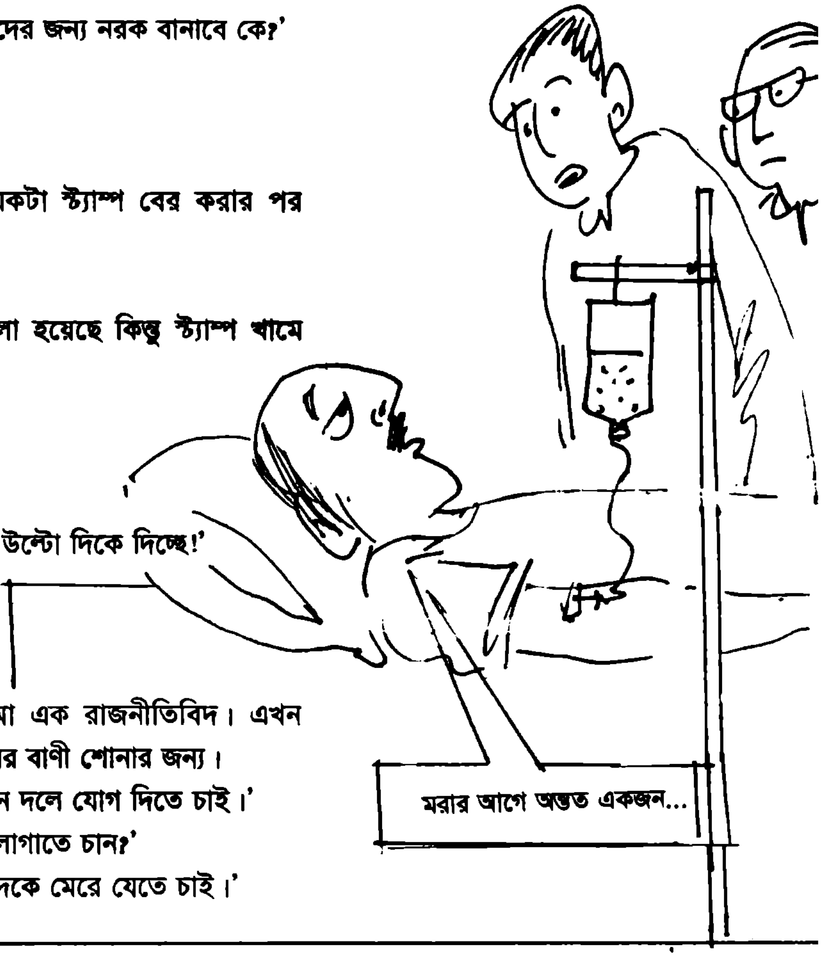

●

আজীবন বাম রাজনীতি করেছেন খ্যাতনামা এক রাজনীতিবিদ। এখন মৃত্যুশয্যায়। শুভার্থীরা ঘিরে আছে শেষ সময়ের বাণী শোনার জন্য। রাজনীতিবিদ বললেন, 'মরার আগে আমি ডান দলে যোগ দিতে চাই।'

'কেন? এই শেষ বেলায় কেন কপালে কলঙ্ক লাগাতে চান?'

'মরার আগে অন্তত একজন ডান রাজনীতিবিদকে মেরে যেতে চাই।'

●
সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনো ভেঙে টুকরো-টুকরো হয় নি। মস্কোর এক তরুণ চিত্রপরিচালক ঠিক করলেন অ্যাডলফ হিটলারের জীবনী নিয়ে একটা ছবি তৈরি করবেন।
খবর শুনে তাঁর এক বন্ধু বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ?'
'কেন?'
'জান না ওই লোকটা আমাদের কত মানুষকে হত্যা করেছে, আমাদের কত ক্ষতি করেছে! আর তুমি কিনা চাইছ ওই অত্যাচারী লোকটাকে নিয়ে ছবি করতে।'
'তা হিটলার যদি অত বড় অন্যায় করে থাকে, তা হলে আমিও কি সামান্য একটা অন্যায় করতে পারি না?'

●
পাশাপাশি দুটি রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর এক রাজ্যের রাজা সন্ধি-প্রস্তাব পাঠালেন অন্য রাজ্যের রাজার কাছে। সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে রওনা হলো অল্পবয়সী এক দূত। সন্ধি-প্রস্তাবটি রাজার হাতে দিতেই তিনি বললেন, 'তোমাদের দেশে কি পুরুষমানুষের এত অভাব যে, এমন একজনকে দূত সাজিয়ে পাঠানো হয়েছে যার এখনো দাড়িই গজায় নি।'
দূতটি বলল, 'আমাদের মহারাজ যদি জানতেন যে, দাড়িকেই আপনি পৌরুষের একমাত্র লক্ষণ বলে ভাবেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাকে না পাঠিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের রামছাগল পাঠাতেন।'

●
একটা সমাধির সামনে এক লোক দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে পাথরে খোদাই করা আছে–'এখানে সমাহিত আছেন একজন দেশপ্রেমিক এবং একজন সৎ রাজনীতিবিদ।'
লোকটি লেখাটা পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'এতটুকু একটা সমাধিতে দু'জনের স্থান হলো কীভাবে?'

●
একজন সার্জন, একজন আর্কিটেক্ট এবং একজন রাজনীতিবিদ তর্ক করছেন–কার পেশা সবচেয়ে প্রাচীন এই বিষয়ে।
সার্জন বললেন, 'বিবি হাওয়াকে বাবা আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা একটা সার্জিক্যাল অপারেশন।'
আর্কিটেক্ট বললেন, 'হতে পারে। কিন্তু তার আগে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আর সেটা অবশ্যই একটা আর্কিটেকচারাল কাজ।'
রাজনীতিক বললেন, 'কিন্তু বিশৃঙ্খলাটা করল কারা?'

●
'বল তো, একজন রাজনীতিবিদ আর একজন ডাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী?'
'পারছি না, তুই বল।
'ডাকাত ডাকাতি করে জেলে যায় আর রাজনীবিদ জেল থেকে বের হয়ে এসে ডাকাতি শুরু করে।'

●

এক ভদ্রলোক তার বিপরীত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ভোটে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকটি ভোটে হারার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'আচ্ছা দাদা, আপনি কত ভোট পেয়েছেন?'

লোকটি উত্তর দিল, 'তিনশো এক।'

'তা আপনি তো জানতেন যে কিছুতেই ওনার বিপরীতে জিততে পারবেন না, তাহলে দাঁড়ালেন কেন?'

লোকটি শান্ত গলায় উত্তর দিলেন, 'আমি ভোটে জিতবার জন্য তো দাঁড়াই নি, আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম এই শহরে কত বোকা লোক আছে তার একটা হিসাব!'

●

'বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে স্যার?'

'জান না? আমাদের দল ছেড়ে যারা অন্য দলে যোগ দেয়, তারা বিশ্বাসঘাতক।

'আর যারা অন্য দল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দলে যোগ দেয়?'

'তারা দেশপ্রেমিক।'

●

এক লোক প্রতিদিন বারে যায় মদ খেতে। তবে খাওয়া শুরু করার আগে সামনে দেশের কুখ্যাত এক রাজনীতিবিদের ছবি সামনে রেখে পেগের পর পেগ খেতে থাকে।

তো একদিন বারের ওয়েটার কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'স্যার, প্রতিদিন ঐ লোকটার ছবি সামনে রেখে পান করেন কেন?'

'যখন ঐ বাজে লোকটাকে ফেরেস্তা মনে হতে থাকে তখনই বুঝে যাই আমার নেশা হয়েছে, আর খাওয়া ঠিক না!'

●

'কমিশনার সাহেব বাসায় আছেন?'

'কেন?'

'আমার একটা চারিত্রিক সার্টিফিকেট দরকার।'

'তিন মাস পরে আসুন। উনি নারীঘটিত একটা কেসে ফেঁসে গিয়ে ছয় মাসের জন্য জেলে আছেন।'

●

'তোমার একটা ছেলে নাকি বখে গেছে?'

'(দীর্ঘশ্বাস) ঠিকই শুনেছ।'

'তা করেছেটা কী? লুটপাট, চুরি, ছিনতাই?'

'তার চেয়েও খারাপ।'

'মানে?'

'রাজনীতিতে ঢুকেছে।'

●

ইলেকশনের সিজন–

'কী তোমার বাবা কোন আসনে দাঁড়ালেন এবার?'

'দাঁড়ান নি শ্মশানে শুয়ে পড়েছেন।'

●

আপেল গাছের দুই আপেল কথা বলছে।
'নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ, কী অশান্তি! মানুষগুলো পরস্পর ঝগড়া করছে। একে অপরকে ঠকাচ্ছে, মারছে, লুটপাট করছে। মনে হচ্ছে মানুষগুলো আর একসঙ্গে থাকতে চাইছে না। এই করতে করতেই একদিন ওরা শেষ হয়ে যাবে। তখন শুধু আমরাই থাকব, আর পৃথিবী শাসন করব।'
'আমাদের মধ্যে কারা? কাঁচারা না পাকারা?'

●

বেহেশত আর দোজখের মাঝের দেয়ালটি প্রায়ই ভেঙে যায় নানা কারণে। দু'দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো দু'পক্ষই পর্যায়ক্রমে দেয়ালটি মেরামত করবে।
প্রথমবার বেহেশতবাসীরাই দেয়ালটি মেরামত করল। দ্বিতীয়বার ভাঙার পর দোজখবাসীরা দেখল যতদিন মেরামত না হবে ততদিনই বেহেশতের হাওয়া উপভোগ করা যাবে। তাই আজ নয় কাল বলে গড়িমসি শুরু করল।
একদিন বেহেশতের দূত কড়া নির্দেশ নিয়ে এল, আজকের মধ্যেই এই দেয়াল মেরামত করে দিতে হবে।
দোজখবাসীরা বলল, 'আমাদের নেতার সাথে পরামর্শ করে নেই, তারপর মেরামত করব।'
বেহেশতের দূত বলল, 'ওখানটাতেই তো মরেছি ভাই, রাজনৈতিক নেতা তো আমাদের একটিও নেই।'

●

রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু : কখনোই চোখ বুজে বক্তৃতা করবে না।
শিষ্য : কেন?
রাজনৈতিক গুরু : চোখ খুললেই দেখবে সামনে একজন দর্শকও নেই।'

●

হোয়াইট হাউসের একটা দরজা ভেঙে গেলে দরজা লাগানোর জন্য এক রুশ, এক জার্মান, আর এক বাঙালি শ্রমিককে আনা হলো। হোয়াইট হাউসের এক গার্ড ওদেরকে নিয়ে গেল দরজাটা দেখাতে। দরজা দেখিয়ে নতুন দরজা লাগাতে কে কত নেবে জানতে চাইল।
রুশ ছুতোর গজ-ফিতা দিয়ে ভাঙা দরজাটা মেপে হিসেব করে বলল, 'ছ'শো ডলার লাগবে।'
জার্মান ছুতোরও গজ-ফিতা দিয়ে ভাঙা দরজাটা মেপে ঝোলা থেকে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার বের করে টপাটপ বোতাম টিপে বলল, 'আটশো ডলার লাগবে।'
সবশেষে বাঙালি ছুতোর। সে কোনো মাপজোখ না করে একনজর দরজার দিকে তাকিয়েই বলল, 'ছাব্বিশশো ডলার লাগবে?'
হোয়াইট হাউসের গার্ড অবাক হয়ে বলল, কোনো মাপজোখ না করেই এক লাফে এত টাকা চাইলে কীভাবে?'
বাঙালি ছুতোর মুচকি হেসে বলল, 'তুমি এক হাজার ডলার নেবে। আমি নেব এক হাজার, তারপর ওই রুশ ছুতোরটাকে কাজটা দিয়ে দেব।'

ঈদের চাঁদ দেখতে গিয়ে একদিন!
কার্টুন- শিখা
ঈদের চাঁদ কই?
টেলিস্কোপেও দেখা যাচ্ছে না
দেখছি নাতো!
কি করি...?
এইতো পেয়েছি!
FaceBook

জ্যামের মূল কারণ গাড়ি। তাই উন্মাদ গবেষনা সেল বহু গবেষনা করে বের করেছে কিছু জ্যাম ফ্রি গাড়ি মানে যে গাড়ি ব্যবহার করলে আপনি জ্যামে পড়বেন না। এ নিয়ে আমাদের নিজস্ব কার ল্যাবে এখনো গবেষনা চলছে...চলবে..

জ্যাম ফ্রি গাড়ি
জ্যাম ফ্রি গাড়ি
জ্যাম ফ্রি গাড়ি

কার্টুন- শাহরীয়ার শরীফ

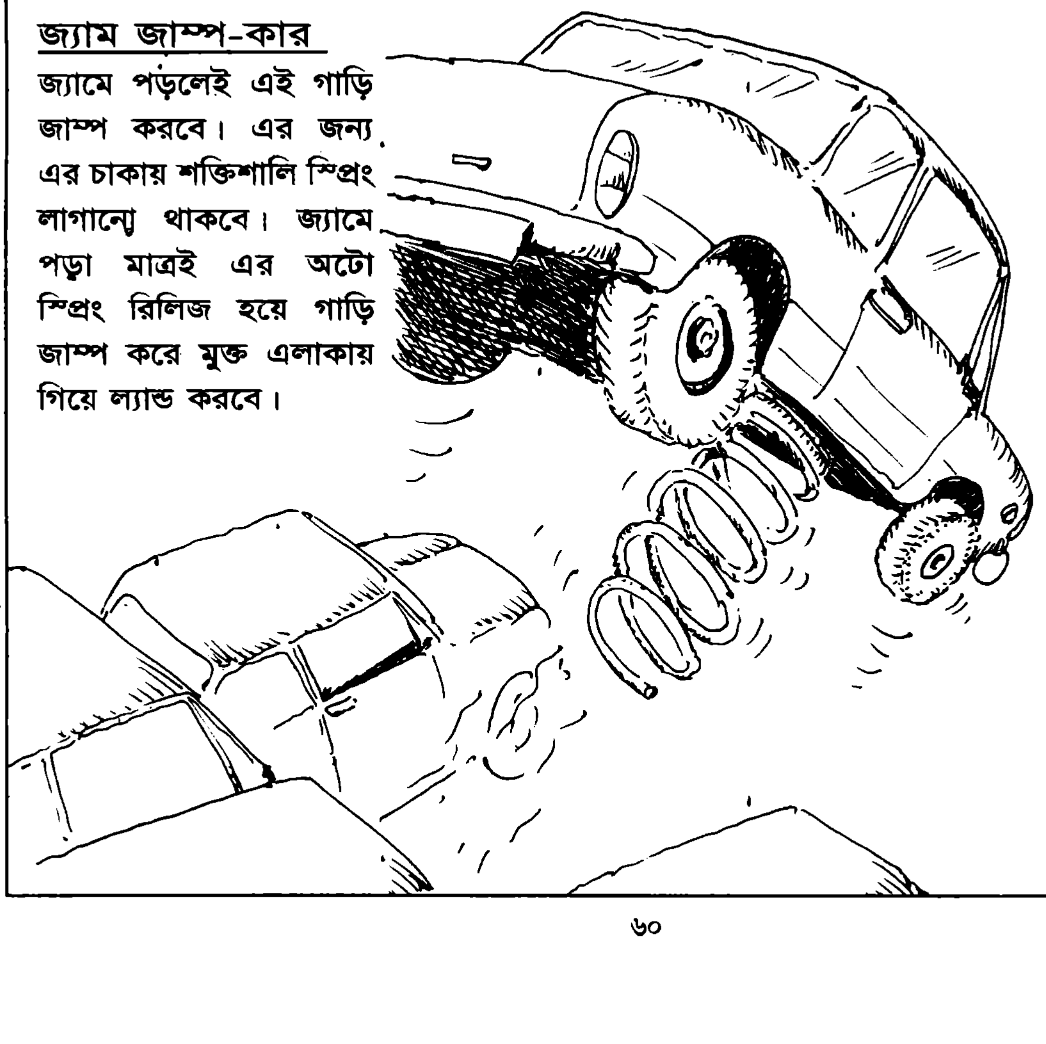

জ্যাম জাম্প-কার

জ্যামে পড়লেই এই গাড়ি জাম্প করবে। এর জন্য এর চাকায় শক্তিশালি স্প্রিং লাগানো থাকবে। জ্যামে পড়া মাত্রই এর অটো স্প্রিং রিলিজ হয়ে গাড়ি জাম্প করে মুক্ত এলাকায় গিয়ে ল্যান্ড করবে।

জয়েন্ট-কার

যাদের একাধিক গাড়ি আছে তাদের বড় গাড়ির উপর ছোট্ট গাড়িটা ঝালাই করে জয়েন্ট করে দিতে হবে তাই এটা জয়েন্ট কার হিসেবে বিবেচ্য। এতে করে এক গাড়ির তেলে দুই গাড়ি চলবে! এবং দুই গাড়ির জায়গা এক গাড়ি নিবে তাতে করে জ্যাম কিছু কমবে!

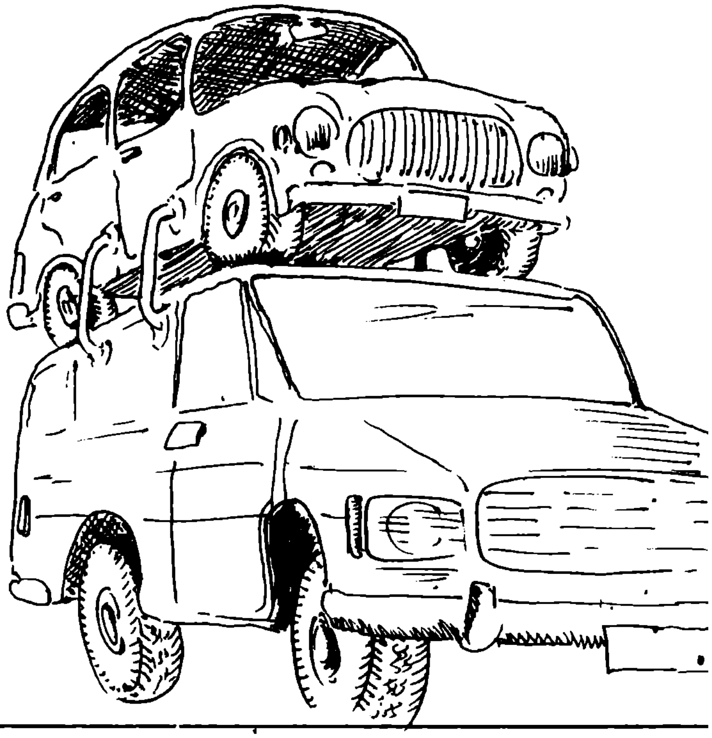

অটো রিক্সা-কার

অটো রিক্সার গতির কারণে ভয়ে এর ধারে কাছে কেউ থাকে না, ফলে মূল গাড়ির সাথে এই অটো রিক্সা জুড়ে দিলে ফাকা রাস্তায় দিব্যি চলবে এই গাড়ি! জ্যাম ছারাই...।

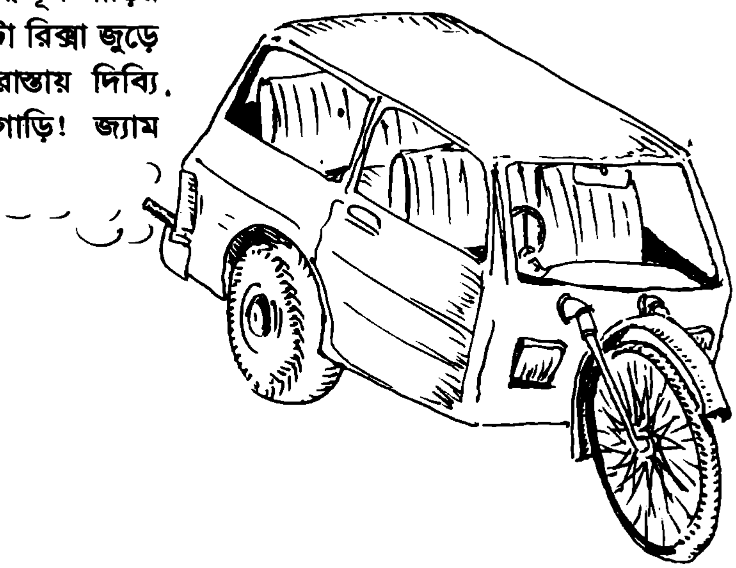

ক্রেন-কার

এই কারের উপরে একটা মিনি ক্রেন থাকবে। জ্যামে পড়লে সামনে গাড়িগুলো ক্রেনের চুম্বক দিয়ে (ছবির মত করে) সড়িয়ে সড়িয়ে এগিয়ে যাবে।

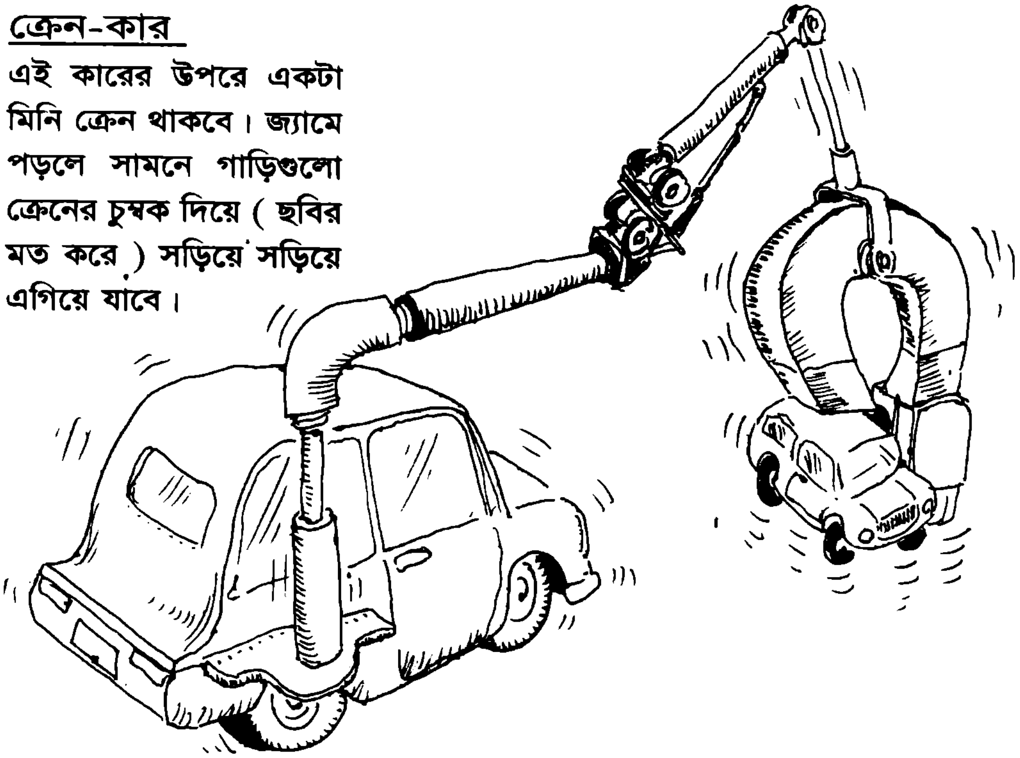

স্রিঙ্ক-কার

এই কার জ্যামে পড়লে হঠাৎ করে স্রিঙ্ক করে ছোট হয়ে খেলনা হয়ে যাবে তারপর জ্যামে আটকে থাকা অন্যান্য গাড়ির তল দিয়ে বেড়িয়ে গিয়ে ফ্রি জায়গায়া গিয়ে আবার বড় হয়ে যাবে।

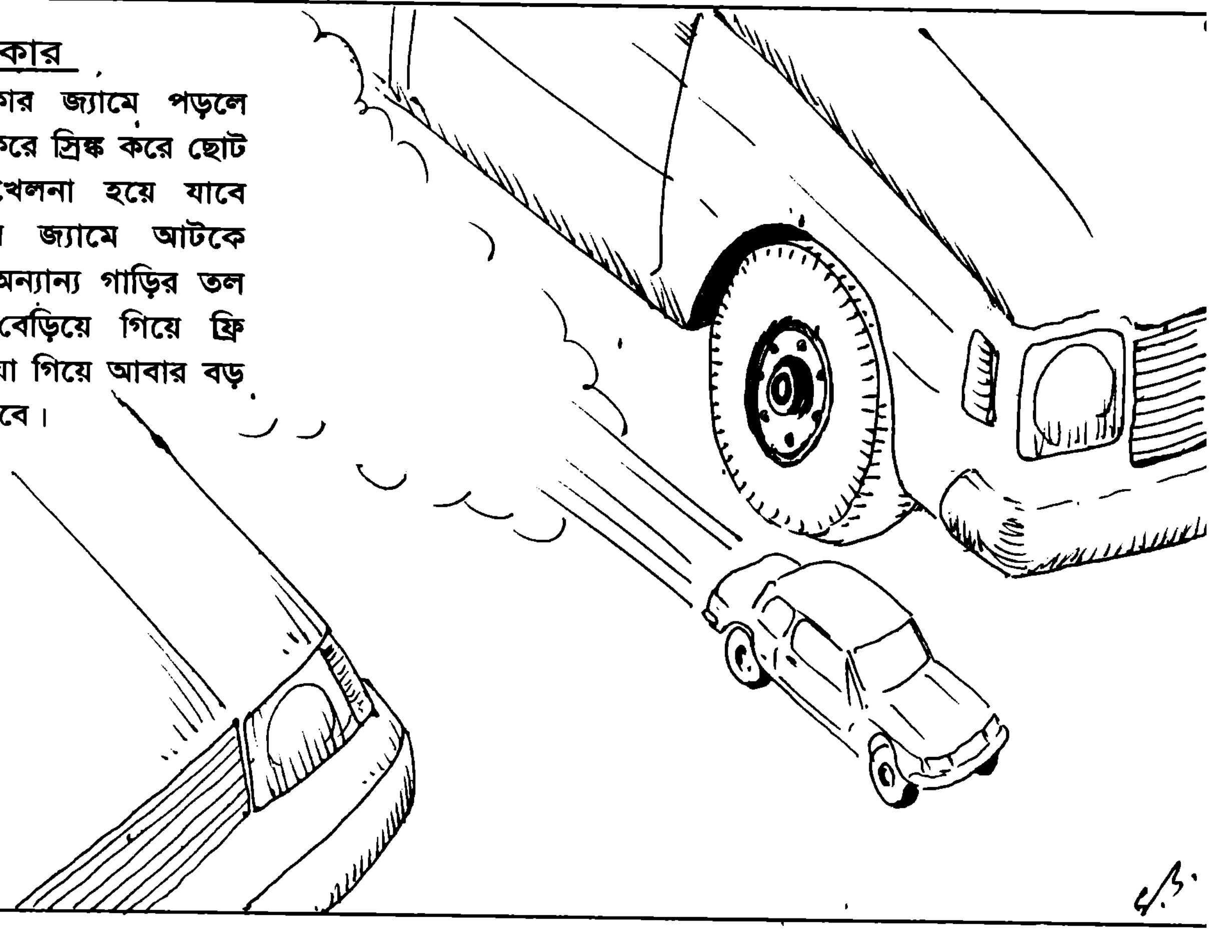

‘আগে-এখন’ উন্মাদের সবচেয়ে চর্বিত চর্বন ডাবল ফ্রেম ফিচার! তারপরও সময়ের বিবর্তনে এই ফিচার বার বার আসে নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে...

আগে এখন

কার্টুন- নাসিফ আহমেদ

আগে...
এখন...
আগে বাঙ্গালী ডাইল খেত...মানে বাঙ্গালী ছিল ডাল-ভাত মাছের চিরন্তন সেই শ্বাশত বাঙ্গালী...
এখনো বাঙ্গালী ডাইল খায়... কিন্তু সাথে গাইলও খায়!
শালা ডাইলখোর...!
আগে রাজনীতিবিদরাই রাজনীতি করত...
এখন রাজনীতিবিদ ছাড়া বাকি সবাই রাজনীতি করে...
আগে ঘুষ বলতে ছিল ক্ষেতের লাউটা মুলাটা...
এখন লাউ-মূলা ঘুষ দিলে ঘুষি খেতে হয়...
লাখ টাকার নিচে ফাইল ছাড়ি না! আর শালায় নিয়া আইছে ঘরের লাউ-কদু...

আগে...
এখন...
আগে ছাত্ররা পরীক্ষার আগে বই খুলে পড়ত...
এখন ফেসবুক খুলে (আউট হওয়া প্রশ্ন) দেখে...
আগে জাল দিয়ে মাছ ধরত...
এখন নেটে মাছ কেন সব কিছুই ধরে...
আগে ছিল মাত্র একজন উন্মাদ...
এখন সবাই উন্মাদ...

ঈদের সেলামীর হাত থেকে বাঁচার কিছু কুট কৌশল!

কুট কৌশল- ১

ইতালীর মাফিয়া স্টাইল হতে পারে। ঈদের আগের রাতে
সিমেন্ট ঢালাই...পারমানেন্ট ব্যাবস্থা!

কুট কৌশল- ২

হতে পারে দেশীয় রণ-পা স্টাইল। ঈদের আগের রাতে
সংগ্রহ করতে হবে...তারপর ঈদের সারাদিন...ওটা দিয়েই হাঁটা-চলা!

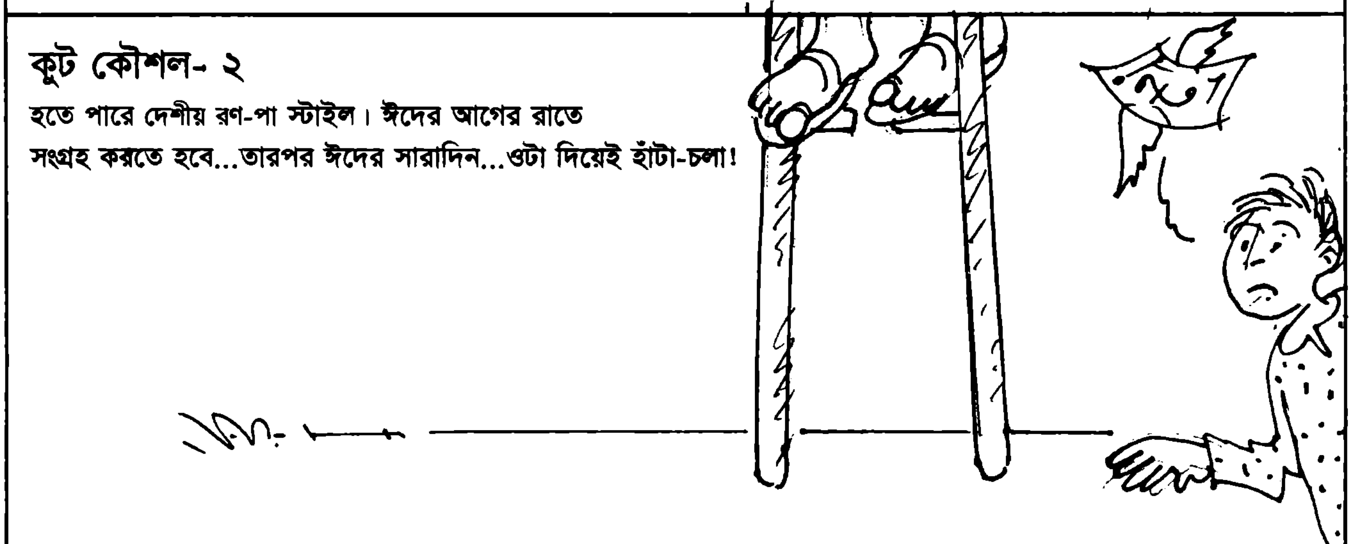

কুট কৌশল- ৩
বাড়ির পিছনের বাগানে গোড়ালি পর্যন্ত গেছে গাছ হয়ে যান। হাতে দুএকটা গাছের ডালও থাকতে পারে!
কুট কৌশল- ৪
পায়ে চুম্বক সু পরে ছাদে অবস্থান নিন। সিলিংয়ের আড়ালে লোহার গ্রিড়ে চুম্বক ধরে থাকবে।
কুট কৌশল- ৫
ঈদের আগের.রাতে উন্মাদ অফিসের পাপোষে পা মুছে বাসায় গেলেই হবে। দুর্গন্ধে ধারে কাছেও কেউ ভিড়বে না।

ইতিহাসের পাতা থেকে...

ফুটবল ফান

ফুটবল ফান
ফুটবল ফান

কার্টুন- রাজীব

ব্রাজিলের পিনেইরো এক মৌসুমে গোল করেন দশটি। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সব গুলোই আত্মঘাতি গোল। পরের মৌসুমে তাকে নামানো হল স্ট্রাইকার হিসেবে। নেমেই তিনি গোল করে বসেন। কিন্তু এবারও আত্মঘাতি গোল। ক'দিন পর ই ছিল তার পঁচিশতম জন্মদিন। জন্মদিনে তার প্লেয়ার বন্ধুরা তাকে একটি কম্পাস উপহার দিল। আর সাথে বেশ বড় একটি কেক। কেকের উপর ক্রিম দিয়ে লেখা... ' মনে রেখ বিপক্ষ দল এর গোল পোস্ট কিন্তু অপর প্রান্তে!'

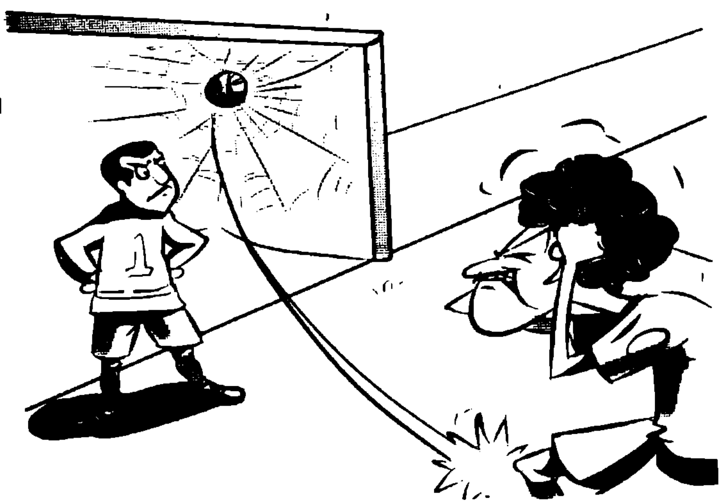

হাঙ্গেরির বিখ্যাত ফুটবলার পুসকার অসাধারন ড্রিবলিং এর জন্য পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার সব জাদু যাদু ছিল বা পায়ে। ডান পায়ে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। তো একবার এক ত্যাড়া সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করে বসে- ' তাহলে আপনার ডান পায়ের কাজটা কি?' সঙ্গে সঙ্গে পুসকাসের উত্তর ' যাতে আমি দাড়িয়ে থাকতে পারি ...এই কাজে লাগে!'

জার্মানির বিখ্যাত রেফারি রুডলফ ক্রিটলিন ছিলেন খুবই সিরিয়াস টাইপের একজন রেফারী ! তিনি সব সময় মাঠে নামতেন একটা মাপ-জোক করার লম্বা ফিতে নিয়ে। বাঁশিতো থাকতোই মুখে। তিনি মাঠে নেমেই প্রথম যে কাজটা করতেন সেটা হচ্ছে... নেমেই মাঠের দুপাশের দুই গোল পোস্টের দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা আগে মেপে নিতেন। তবে বলাই বাহুল্য অনেকেই জানতেন না তিনি রেফারী জীবন শুরু করার আগে জীবন শুরু করেছিলেন একজন দর্জি হিসেবে।

ফুটবল খেলায় প্লেয়াররাই যে সব সময় স্টার হয়ে উঠেন তা কিন্তু ঠিক নয় কখনো কখনো দর্শকরাও স্টার হয়ে যান। কোন এক বিশ্বকাপে রাবার্তো পাওলিনি নামে ইতালির এক দর্শকও প্লেয়ারদের মতই সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছিলেন। ঘটনাটা শোনা যাক। প্রিয় দলের গোল করার উত্তেজনায় তিনি এমন এক লাফ দিয়েছিলেন যে স্টেডিয়ামের উপর থেকে একদম নিচে পড়ে দুই পাই ভেঙে যায় তার। তখন খেলা বাদ দিয়ে তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে সব ক্যামেরা ঘুরে গেল তার দিকে । দ্রুত,তাকে এ্যামবুলেন্সে করে নেওয়া হল হাসপাতালে। জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন হবে। এনেস্থেটিস্ট চলে এল অজ্ঞান করার জন্য। তবে তাকে অজ্ঞান করতে হল না তখনই খবর এল তার দল একটা গোল খেয়েছে... শুনেই তিনি এনেস্থেটিস্ট ছারাই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

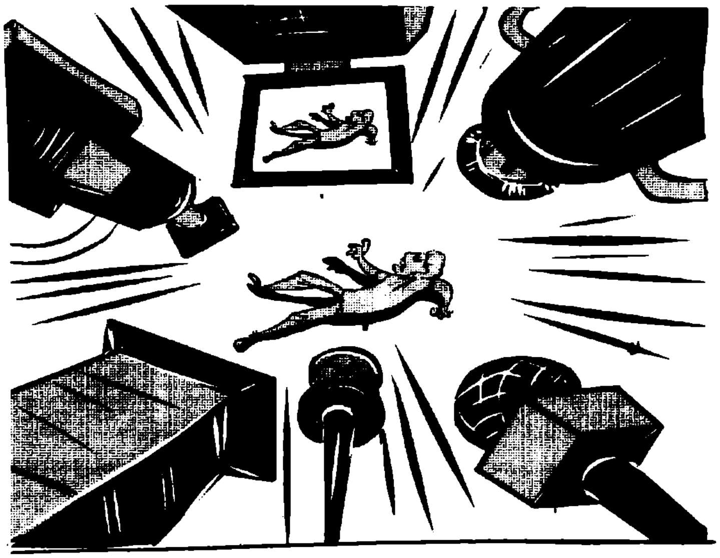

ব্রাজিলের আরেক বিখ্যাত রেফারি এউজেনিও দা সিলভারের খুব প্রিয় একটা ময়না পাখি ছিল। তিনি রেফারিং করতে গেলে পাখিটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি একটা খেলা পরিচালনা করতে গেলে ময়নাটিও খাচা থেকে বেড়িয়ে মাঠে চলে আসে যা তিনি বুঝতে পারেন নি। খেলা শুরুর পর সেটা তার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে উড়তে উল্টাপাল্টা শীষ দিতে থাকে। প্লেয়াররা রেফারির বাঁশির ফু মনে করে খেলা পন্ড হওয়ার উপক্রম হয়। বিরক্ত রেফারি এউজেনিও দা সিলভার তার প্রিয় ময়নাকে শাস্তি হিসেবে খাওয়া দাওয়া এক বেলা বন্ধ রাখেন বলে শোনা যায়!

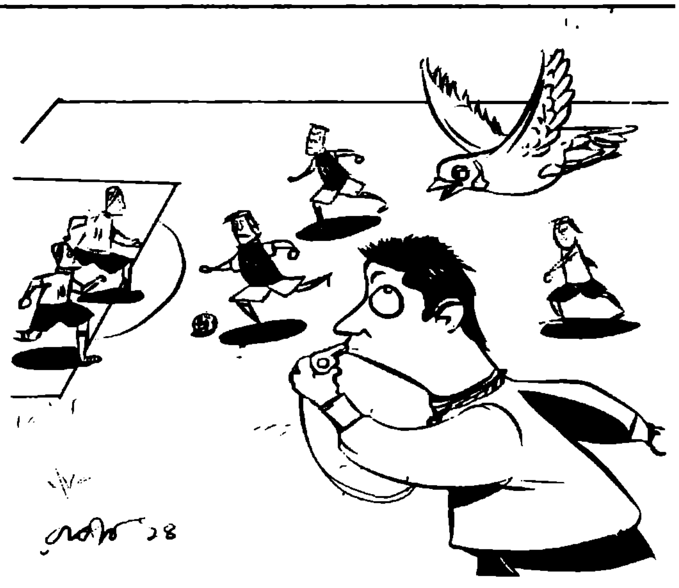

তুমি-আমি পদ্য !

লেখা-ফয়সাল সোহান

■
একটা পলক দেখেই তাকে
যাচ্ছে না যে ভোলা
পাশের বাড়ির জানালা থাক
সকাল-বিকেল খোলা!
আসবে কখন প্রিয়া সেখান
সময়টাতো জানা
ঐ জানালার পর্দাটা থাক
একপাশেতে টানা ।

■
সব ব্যাপারেই সজাগ তুমি
শুনতে যে পাও সব
এক ব্যাপারেই 'বয়রা' ভীষন
'মনের কলরব'!
পারতে যদি শুনতে
এই কাঁধেতেই মাথা গুঁজে
রাত্রিতারা গুনতে!

■
বুদ্ধিবিদ ঐ আত্মীয় সব
তোমার কানে ভরতো যে রব
কই আজ তারা? নেই তো!
আমিই আছি, এই তো!
কি লাভ খানিক দুরে যাওয়ায়
ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছন চাওয়ায়?
আসলে ফিরে সেইতো!
ছিলাম আমি, এইতো!

■
যাচ্ছো হয়ে দিনে দিনে
বেদের মেয়ে জোছনা
দিচ্ছো ফাঁকি অনুভূতি
ডাকও মনের বোঝো না!
তাই নিজেকে বড্ড লাগে
কাঞ্চন ইলিয়াস
মুখ টিপে হেসো নাকো
আই এম সিরিয়াস!

■
আমার থেকে রইবে দূরে
থাকো!
মোবাইলটাও অফ রেখেছো
রাখো!
ভাবলে আমায় রাগবে আবার
রাগো!
রাত্রিজুড়ে কেন গো তবে
জাগো?

ইলাসট্রেশন- রাজীব

■
'ভালোবাসা' বললে বোঝে
'চার দেয়ালের বাড়ি'
প্রেমের কথা এতেই খতম
এইখানেতেই 'দাড়ি'!
এরপরেও অনেক কথাই
এই বুকেতে জমা
দাঁড়ি, কমার বাঁধ মানে না
হৃদয় প্রিয়তমা!

■
চুম্বক আমার এই কলিজার
তোমার প্রতি টান
গভীর কতো জানে তোমার
হলের দারোয়ান!
তার কাছেতেই নাও যে জেনে
এবার পেতে কান
সাক্ষ্য দেবেন প্রমান সমেত
বৃদ্ধ চাচাজান ।

■
চুপটি থেকেই
চোখ চোখেতেই
সকল কথা বোঝা
লোক সমাগম
ভিড়ের মাঝেই
একটু আড়াল খোঁজা!
কখন এমন লাগে?
তোমার আগমনের বাদে
বিদায় নেবার আগে!

■
থাকবে না হয় হাতটা 'তাহার'
অন্য কারোর হাতে
কি আসে যায় তাতে?
ঘোর নিশিতে হৃদয় কাঁপন
দুরত্বতেই কেউ যে আপন
স্মৃতিই গাঢ়, সুক্ষ
ওটাই আসল, মুখ্য!

■
আজকে, না থাক, কালকে বলি
এমন করেই দেরি
কেমন করে মাসগুলো পার
পেলাম না তো টেরই!
মুখ ছিলো চুপ, চোখ তো ছিলো
ঐখানেতেই খুঁজলে না,
নাক বরাবর চশমা তোমার
এইটুকুনই বুঝলে না!

উন্মাদ কার্য্যালয়ে একদিন
(ঈদ সংখ্যা প্রস্তুতী লগ্নে...)
ক্যারিকেচার- মেহেদী হক
বস আমার কমিকসতো রেডি ছাপবেন না?
আহসান ভাই কার্টুন আনতে পারি নাই গোল্ড ফিস নিয়ে আসছি...
বস ডাইল পুরি খান...(অনিক ভাইয়ের সাথে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য খাচ্ছিলাম বাইচা গেছে)
আরে গত বছরের ঈদ সংখ্যাটা কাট পেস্ট করে দাও...কেউ বুঝবে না, উন্মাদ পড়ে কেউ?
চা চাইল ক্যাডা?
এবার কার উপর রাগ করব বুঝতে পারছি না।
এত আইডয়া নিয়ে আসলাম কেউ শুনতেই চাচ্ছে না। আইডয়াস্টি পদ থেকে রিজাইন দিব আজই...
প্রতিবারই যা হয় উন্মাদ অফিসে কাগজ নাই প্লেটেই আকি বরং...স্ক্যান করে নিবে...পরে...
আমি কে বলেনতো...??

হে হে হে দেখেন বাপ্পি আরো মোটা হইছে...
জুননুন ভাই, ওয়েব ক্যাম এর সামনে থাইকা আপনার চিকন বডিটা সরান...আপনার লাইগাতো মিয়া অফিসের কেউরে দেখি না...
ধুর ভিতরে ঢুকে কে? একটা ছবি তুইলা যাইগা
একি যা আইকা আনছিলাম সবতো ইরেজ হয়া গেছে...
কটকডি খাইবেন কে কে হাত তুলেন...
আইয়িাবাজরা আজ কেউ আসে নি।এই চান্সে ভার্সিটির লেকচারটা রেডি করে ফেলি...!
সাগর ভাই লইড়েন না আপনার একটা ক্যারিকেচার করি...
আরে উন্মাদের ব্যবসার যে অবস্থা এমনেই ক্যারিকেচার হয়া আছি...
মেহেদী ভাই আমগো আঁকে নাই! দেখি এরপর রাজশাহী ক্যামনে যায়। রাস্তায় মানববন্ধন করুম...!!

টাকা দর্শন সব মানিব্যাগের কি হয়? এমনও তো মানিব্যাগ আছে যেটা কারখানায় প্রস্তুত হয়েছে, দোকানে এসেছে, কিন্তু কোন খরিদ্দার সেটা ক্রয় করেনি। সেলফের তাকে থাকতে থাকতে এক সময় সেটার রঙ, বেরঙ হয়ে যায়। ডিজাইন হয়ে যায় পুরানো। তারপর সেটাকে একদিন খাস্তা মালের সাথে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। তার কপালে আর টাকা দর্শন হয় না।

যদিও সৌমের ব্যাগটার টাকা দর্শন হয়ে ছিল। প্রথম কিছুদিন কেবলই খুচরো পয়সা জুটলেও শেষে তার টাকা দর্শন হয়ে যায়। হোক না সে অল্প টাকার নোট। সৌম আমাকে তার ঐতিহ্যবাহী মানিব্যাগের বর্ণনা হঠাৎ করে কেন দিল বুঝতে পেরেছি। আমি তার ব্যাগ দেখে নাক সিটকে বলেছিলাম- 'কোন আমলের এটা?'

একটু আহত হলো মনে হয়। তারপর বলে 'এটার ইতিহাস আছে।' একটু চুপ থেকে বলে 'চল।'

আমিও তার পিছু পিছু ছুটতে থাকি। ছোটাই বলবো, তার বগের মত লম্বা পা ফেলাকে আর কি বলা যায়!

'মানিব্যাগটা আমি এক রকম কুড়িয়েই পেয়েছিলাম।' কথাটা বলে একটু দম নেয় সৌম। এই না যে সে অনেক কথা বলেছে। আসলে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলা তো তাই। আমি তার সাথে তাল মেলাতে মেলাতে বলি 'পেলে কোথায়? রাস্তায়. না পার্কে?'

সৌম আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড় কিন্তু কী করে যেন তার সাথে সম্পর্ক হয়ে গেছে। সামান্য একটু দূরত্ব থকালেও এক ধরণের বন্ধুই বলা চলে তাকে।

আমার কথা শুনে সে একটু থমকায়। তবে হাঁটা থামায় না। আমার দিকে একটু তেরচা চোখে তাকিয়ে একই গতিতে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'আরে না সেরকম কুড়ানো না।'

'মানে এই বললে কুড়িয়ে পেয়েছ। আবার বলছো- না, মানে কি এসব কথার!'

'সে বলতে গেলে তো এক বিশাল কাহিনি।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, 'আরে বলো কি, বিশাল কাহিনি তুমি এরকম জগিং করতে করতে শোনাবে নাকি?'

'জগিং কোথায়! এতো হাঁটা।'

'ঐ হলো, কিন্তু কাহিনি বলতে হলে তোমাকে থামতে হবে।'

'আরে বাবা হাঁটছি কি আর এমনি। একটা চায়ের দোকান

খুঁজছি, সেখানে বসেই তোমাকে ঘটনাটা বলতে পারতাম।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এর মধ্যে তো কত গুলো চায়ের দোকান গেল।'

'উঁহু, ওগুলো না, একটু নিরিবিলি দরকার। তা না হলে তুমি শুনে মজা পাবে না।'

অবশেষে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। ঢুকে পড়লাম দুজনেই। একটা কোন বেছে বসে পড়ি সামনা সামনি। ভাগ্যিস গরম কাল না, তা না হলে এরকম ঘুপচি জায়গায় একেবারে সিদ্ধ হয়ে যেতে হতো। প্রথমে দোকানের কেউ আমাদের খেয়ালই করলো না। যদিও পুরো রেস্টুরেন্টে আমরা দুজন ছাড়া আর গোটা তিনেক লোক ছিল। সৌম এবার সুযোগ বুঝে গল্প শুরু করে দেয়, 'মানিব্যাগটা বোধ হয় কেউ আমাদের বাড়ির কাউকে গিফ্‌ট করেছিল। বিদেশ থেকে কেউ নিয়ে এসেছে এ কথা বলা যাচ্ছে না। এর ডিজাইন দেখে মনে হয় দেশেই বানানো। কিন্তু এত কায়দা কানুন ওয়ালা ব্যাগ আমাদের বাজারেও দেখি না। তার থেকে ধারণা হলো এমন কেউ এটা দিয়েছে যাঁর চামড়ার জিনিস তৈরির ব্যবসা আছে। উপহার দেয়র জন্য স্পেশাল ভাবে তৈরি করিয়েছে। কিন্তু বাসায় আসার পর ওটা বেওয়ারিশ হয়ে যায়। এই সেল্‌ফের মাথায়, ঐ আলমারির তাকে এটাকে পড়ে থাকতে দেখা যেত। আধুনিক ডিজাইন না বলে কেউ ওটা বোধ হয় ব্যবহার করতে রাজি ছিল না। আমার একটু মিতব্যয়ী বলে খ্যাতি আছে। যদিও লোকজন বাড়িয়ে কিপ্‌টে বলে। তা বলুক আমি যথেচ্ছাচার একেবারেই পছন্দ করি না। যাই হোক বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে এমন জিনিস আমি ছেড়ে দেব এমন কথা চেনাশোনার মধ্যে কেউ শোনেনি।

অর্থাৎ সেই থেকে মানিব্যাগটা আমার হয়ে গেল। এদিকে মানিব্যাগ তো হলো, কিন্তু পরের উপায়! আগে তো মাথা ছিল না, মাথা ব্যাথাও ছিল না। টাকার ব্যাগ তো হলো কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কী করে হবে? তখন আমাদের পকেটে এক আনা, দুই আনা উর্ধে আট আনা থাকতো। এখন এই পয়সার জন্য মানি ব্যাগের কোন দরকার থাকার কথা না। তবে আমাদের বয়েসের দুই এক জনের যে সেই সময়ই চার পাঁচ টাকা পকেটে থাকতো না তা বলা যাবে না। কিন্তু সে হাতে গোনা ছেলেদের সাথে আমাদের তো মেলে না। আট আনা পয়সা মানিব্যাগ থেকে বের করলে মানুষ একটু ট্যারা চোখে তাকায়। কেউ কেউ ঠোঁটের নীচে মুচকি হাসিও দেয়।

তারপর বেশ কিছুদিন গেছে। আমি তখন কলেজে পড়ি। কিন্তু তাতে যে আমার বার্ষিক বাজেট খুব একটা এদিক সেদিক হয়েছে তা না। সময় অনুযায়ী যে রকম হয় আর কি। আগের আট আনার জায়গায় চার পাঁচ টাকা উর্ধে দশ টাকা। কিন্তু আমি তো সেই দশ টাকা দিয়ে অন্তত চারদিন চালিয়ে দিতাম। তো যাই হোক তিন চার টাকার জন্যও তো আর মানিব্যাগ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমার যেহেতু সেটা আগে থেকেই আছে আমি পকেটে নিয়েই ঘুরতাম। মানুষ এখনও আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের মানিব্যাগের দিকে চোরা চোখে তাকায়। আর আমি ভাবি এর একটা সমাধান করতেই হবে। সমাধান কী হতে পারে এ নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। আর চিন্তা করতে করতে চলে গেলাম এক বন্ধুর বাসায়। আমার চিন্তিত মুখ দেখে বন্ধু এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'সমস্যা কী?'

তার দিকে একটু তাকিয়ে চিন্তা করলাম কথাটা কী ভাবে বলা যায় বা আদৌ বলা যায় কিনা? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধু বলে, 'আরে কী হলো, বোবা হয়ে গেলি নাকি?'

'আরে না বোবা হইনি।'

'তাহলে?'

'এমন এক সমস্যা যে, কী ভাবে বলা যায় তাই ভাবছিলাম।'

'ভাবিস পরে আগে বল।'

'সমস্যা আমার মানিব্যাগ নিয়ে।'

প্রথমেই আমার বন্ধু একটা ধাক্কা খেল। তারপর তার কথায় আমি। আমার দিকে প্রায় অবিশ্বাসের দিকে তাকাতে তাকাতে বলে, 'তোর আবার মানি ব্যাগ! আশ্চর্য বিষয়।'

তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন সপ্তম আশ্চর্য কিছু দেখছে। এবারে ধাক্কা খেলাম আমি। তারপরও মনে সাহস এনে বললাম 'কেন আমার মানি ব্যাগ থাকতে নেই নাকি?'

'তা না হয় থাকলো।'

'তাহলে, সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যা মানে হচ্ছে, মানিব্যাগ দিয়ে অন্তত তুই কী করবি বলতো?'

'কী করবো মানে, টাকা রাখবো।'

'তোর আবার টাকা!'

আমাকে মানতেই হলো যে আমার পকেটে যা থাকে তার জন্য মানিব্যাগের কোন দরকার নেই। কিন্তু মানিব্যাগ যখন একটা জুটেই গেছে, তখন একটা কিছু তো গতি করতেই হয়। বন্ধু বুদ্ধি দিল,'এক কাজ কর, টাকার মাপে খবরের কাগজ কেটে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখ।'

'তাতে কী হবে।'

'উহু তুই যে গবেট, তোকে খুলে না বললে বুঝতে চাস না।'

'তাহলে খুলেই বল।'

'ওতে করে মানিব্যাগটাকে বেশ সাঁশালো মনে হবে। মানুষ ভাববে টাকায় ভর্তি।'

আমি তো মহা খুশি, এরকম একটা বুদ্ধি পেয়ে। তবে খুশি আমার শিগ্রিই ঘুচে গেল। সেদিন কলেজে ঢোকার আগে সিগারেটের দোকানে দাঁড়ালাম। একটা সিগারেট নিয়ে কায়দা করে মানিব্যাগটা বের করে পয়সা দিলাম। ঠিক সেই সময় স্বপন হাজির, সাথে তার বান্ধবী। কলেজে ওঠার পর অনেকেরই বান্ধবী জুটছে। আমিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। স্বপন কাছে এসে বলে 'বাপরে তোর মানিব্যাগটা তো হেভি।'

আমি মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। মুচকি একটা হাসি দিয়ে সেটা পকেটে ভরলাম। তবে তার পরের কথায় বুঝলাম 'হেভি' কথাটা ওজন অর্থেই বলা হয়েছে। সে আমার সদ্য ঢোকানো ব্যাগটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'সব কি বড় নোট, না ছোট নোটে ওটার পেট মোটা করেছিস?'

এবারে তার বান্ধবী আইরিন কথা বলে, 'যাই বল সৌম যদি ওটাতে ছোট নোটও ভরে তবুও আমাদের চা খাওয়াতে সমস্যা হওয়ার কথা না।'

এরকম একটা টর্পেডো হঠাৎ আছড়ে পড়তে পারে আমি চিন্তাই করিনি। এমনকি আমাকে কিছু বলারও সুযোগ দিল না। আমার ভ্যাবাচ্যাকা চেহারার ওপরই স্বপন বলে, 'সৌম কি তোমাকে বলেছে নাকি, ওর অসুবিধা হবে? দে সৌম ঐ সামনের রেস্টুরেন্টেই ওকে চা খাইয়ে দে ত।'

আমি কিছু বলার আগেই কোরবাণি হয়ে গেলাম। মনে মনে স্বপনকে একটা গাল দিলাম। কিন্তু একটা মেয়ের সামনে তো নিজেকে নিজেই অপমান করা যায় না। তাই মুখে বললাম, 'চল্ না, আইরিন চা খেতে চেয়েছে এটা কোন ব্যাপার হলো।' আসলে তো সেটা ব্যাপারই। আমার মানিব্যাগ আছে কিন্তু তাতে কোন মানি নেই। সিগারেট খাওয়ার পর তাতে আছে মাত্র ষাট পয়সা। যার পঁচিশ পয়সা আমার বাস ভাড়া, আর বাকিটা আমার বিকালের নাস্তা। রেস্টুরেন্টে ঢুকে স্বপনরা মোগলাই পরাটার অর্ডার দিয়ে দিল। আমি কি ভাবে কি করবো ভাবছি। কোনমতেই আমার মানিব্যাগের রহস্য ফাঁস করা যাবে না। মোগলাইয়ের পর যখন চা চলছে তখন আমি আস্তে আস্তে উঠে ম্যানেজারের কাছে গেলাম। কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, 'আমার একটু সমস্যা হয়েছে। মানে টাকা ফেলে এসেছি।'

ম্যানেজার আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলে, 'তাইলে বিল দিবেন ক্যামতে?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম তার গলার আওয়াজ শুনে, 'আসলে সেটাই তো ভাবছি।'

'ভাবলে কাম হইবো না, মাল ছাড়েন।'

'মাল তো নাই।'

'নাই কইলে হইবো ক্যামতে?'

'না দেখেন আমি তো আপনার এখানে প্রতিদিনই খাই, বিল নিয়ে কোন ঝামেলা করতে দেখেছেন?'

ম্যানেজার এবারে একটু নরম হয়, 'কন কী করতে চান?'

'আমার হাত ঘড়িটা রেখে যাচ্ছি টাকা দিয়ে ফেরৎ নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা দেন দেহি ক্যামুন মাল।'

ঘড়িটা দেখে ম্যানেজার মোটামুটি সন্তুষ্টই হলো। আমি ফিরে গিয়ে ওদের সাথে চা শেষ করলাম। তারপর ওদের বিদায় দিয়ে মনের দুঃখে হেঁটে বাসার দিকে রওনা দিলাম। অবশ্য হাঁটা ছাড়া গতি নাই। এমন করে অন্তত মাসখানেক হেঁটে যাতায়াত করে টাকা জমিয়ে ঘড়িটা ছাড়াতে হবে।

সেই থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গেল। আমি মানিব্যাগ থেকে সব খবরের কাগজ কাটা বের করে ফেললাম। ব্যাগটা আবার আগের মত পাতলা হয়ে যায়। অবশ্য তখন ওতে কয়টা খুচরো পয়সা থাকতো। এখন তো যা হোক গোটা চার পাঁচ টাকা থাকে। তবে টাকা গুলো আমি ব্যাগের বিভিন্ন পকেটে ঢোকানো থাকতো। পিছনের কোন একটা পকেটে দুই টাকা। আড়াআড়ি ডান পাশের একটা পকেট আছে তাতে এক টাকা। আড়াআড়ি বাম পাশেরটায় আট আনা। একেবারে সামনের ছোট্ট ঢাকনা দেয়া পকেটে ত্রিশ পয়সা। এরকম নানা পকেটে পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। এতে সুবিধা হচ্ছে কেউ যদি বেমক্কা ধরে বসে চা খাওয়াতে হবে তাহলে একটা কম পয়সার পকেট দেখিয়ে দিলেই হলো। চা খাওয়ার বায়না তার সেখানেই থেমে যাবে।

তাতে অবশ্য কিছু উপকার হলেও বিপদও কম ছিল না। একবার আমি কলেজে এসেছি রিক্সায়। রিক্সায় আসতে হয়েছে বিশেষ কারণে। সামনে পরীক্ষা আমাদের প্রাক্টিক্যাল খাতা সই করাতে হবে। বাসা থেকে বোটানি, জুওলজি, পদার্থবিজ্ঞান দুই পার্ট, আর ক্যামিষ্ট্রি দুই পার্ট। অনেকগুলো খাতা নিয়ে বাসে যাওয়া মুশকিল। রিক্সায় করে নিয়ে যেতে হবে আবার ফিরিয়ে আনতেও রিক্সা। তাই বাসায় বলে করে দশটা টাকা গ্রান্ট করিয়েছি। কলেজে পৌঁছে ভাড়া দেওয়ার জন্য মানিব্যাগটা বের করেছি। ব্যাগের পেটের ভিতরে হাত দিয়ে দেখি টাকা নেই। অন্য একটা পকেট খুঁজলাম, নাহ্ হদিশ নেই। এরপর একে একে মানিব্যাগের সব পকেটে চিরুনি তল্লাশি চালালাম কিন্তু কোন লাভ হলো না। সব পকেট একেবারে ফক্কা। রিকশা ওয়ালা গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে আড় চোখে আমার দিকে দেখছে। আমি হতাশ চোখে তার দিকে তাকাতেই সে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখছি। এমন সময় সুমনকে দেখি এদিকেই আসছে। কাছে আসতেই

পাকড়াও করলাম। বললাম, 'দেখ না কেমন ফেঁসে গেছি। রিক্সা ভাড়া দিতে পারছি না।'

'রিক্সা ভাড়া দিতে পারছিস না তা রিক্সায় আসলি কেন?'

'আরে রিক্সা ভাড়া দিতে পারছি না মানে এই মুহূর্তে আমার কাছে টাকা নেই।'

'টাকা নেই যখন তখন বাসে আসলি না কেন?'

'আরে (গাধাটা- মনে মনে বললাম) আমার হাতে এত খাতা যে রিক্সা ছাড়া আসার উপায়ই ছিল না।'

'তা না হয় বুঝলাম, তাহলে বাড়ি থেকে ভাড়া নিয়ে তারপর বের হবি।'

'ওরে বাবা তাই তো বের হচ্ছিলাম, কিন্তু বের হওয়ার মুখে টাকাটা নিতে ভুলে গেলাম।'

'ও এই কথা। তা আমি কী করবো?'

'রিক্সা ভাড়াটা একটু দিয়ে দে, পরে তোকে দিয়ে দেব।'

'ভাড়া কত?'

'তিন টাকা।'

'বলিস কি! তোর বাসা থেকে কলেজ পর্যন্ত ভাড়া তিন টাকা হয় কি ভাবে?'

'আরে তিন টাকাই ভাড়া।'

'তুই বললেই হবে নাকি?'

'আরে আমি বলিনি রিক্সা ওয়ালা বলেছে।'

'রিক্সাওয়ালা যা চাবে তাই দিয়ে দিবি নাকি?'

মহা মুছিবতে পড়া গেল। ভাড়ার টাকা আমার, কত দিলাম না দিলাম তাতে তোর কি আসে যায়? কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না, বিগড়ে যেতে পারে। বললাম, 'যাই হোক ভুল হয়ে গেছে এখন তুই টাকাটা দিয়ে দে।'

'তাহলেই হয়েছে।'

'কেন, আমি কি তোর টাকা মেরে দেব নাকি?'

'আরে সে প্রশ্নই আসে না। আমার কাছে তো আছেই বারোআনা।'

গাধাটাকে কী বলতে হয়! তোর কাছে টাকা নেই তো এসব বিরক্তিকর কথা বলার দরকার কী ছিল। সে চলে যেতেই এনামুল হাজির। তাকে আবার সব কথা খুলে বললাম। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করা দিয়ে দিল। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম পরের দিনই তার টকাটা ফেরৎ দেব। যাওয়ার সময় সে বললো- টাকাটা পকেটে রাখিস, মানিব্যাগে রাখিস না, দেখা গেল ফেরৎ দেওয়ার সময় খুঁজে পাচ্ছিস না। এ কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমার মানিব্যাগটা ইতোমধ্যে মোটামুটি ফেমাস হয়ে উঠেছে।

মানিব্যাগের ক্যারিকেচার সেদিনের মত শেষ হওয়ারই কথা, কিন্তু হলো না। দুটো ক্লাস হওয়ার পর আমাদের আর কোন

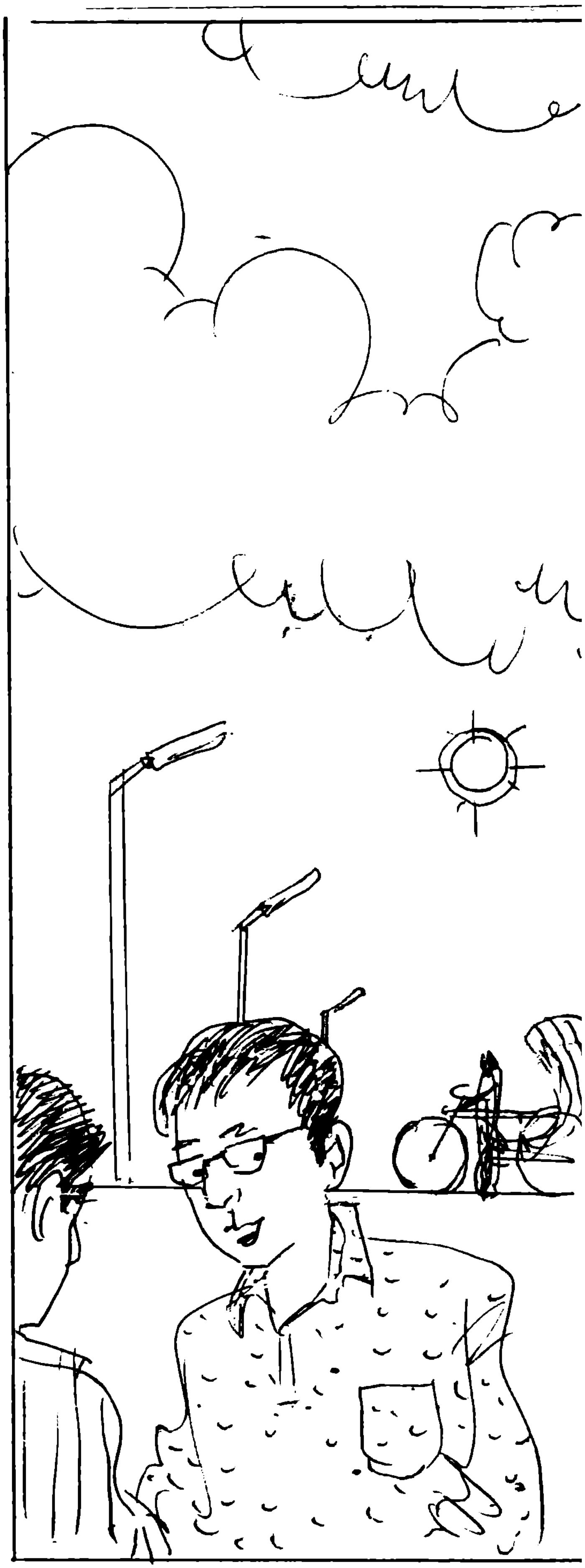

ক্লাস ছিল না। একটু লাইব্রেরিতে ঢুকলাম একটা বইয়ের জন্য। সেটা নিতে গিয়ে চোখে পড়লো আরেকটা বইয়ের ওপর। একটু বসলাম টেবিলে। বইটা উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দিলাম। তারপর হঠাৎ কি মনে হতে মানিব্যাগটা বের করে এ খোপ ও খোপ খুঁজছিলাম। কি আশ্চর্য ভিতরের দিকে একটা ছোট্ট খোপে দেখি সেই দশ টাকার নোটটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম এনামুল আছে কিনা। এখন ওকে তো বলা যাবে না টাকা আছে। তাহলে আবার কী ভাবতে কী ভাববে। বরং এই ভাবেই বাসায় চলে যাব তারপর কাল এসে টাকাটা ফেরৎ দিলেই হলো।

লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে এলাম। বাসায় যাব বলে ভাবছি। হঠাৎ দেখি মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রুমা। পা চালিয়ে তার সামনে গেলাম। আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসি দিল। আমি সুযোগ বুঝে কথা শুরু করলাম, 'কোথায় চললে?' হাঁটতে হাঁটতে সে উত্তর দেয়, 'বাড়িতে যাব ভাবছি।'

এবারে সাহস করে বলেই ফেললাম, 'আমি বাসায় যাব। তার আগে চল না একটু চা খাই।'

কি আশ্চর্য যা কোনদিন ভাবিনি তাই হলো। রুমা রাজি হয়ে গেল।

প্রথম দেখা চায়ের সাথে তাই দুটো মোগলাই পরাটা অর্ডার দিলাম। খেতে খেতে যতটা পারা যায় তার গুনগান করে গেলাম। যা করতে হয় আরকি। সেও সেগুলো বেশ মন দিয়ে শুনলো। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমার একটা হিল্লে হয়ে গেল। তারপর দুজনেই উঠলাম। কাউন্টারে বিল দেয়ার সময় মানিব্যাগটা বের করি। নির্দিষ্ট খোপে আঙুল ঢোকালাম দশ টাকার নোটটার জন্য। সেটা বের করে এগিয়ে দিতেই কাঁধের ওপর হাত পড়লো কার যেন। তাকিয়ে দেখি এনামুল। আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বলে, 'আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তুমি বান্ধবী নিয়ে রেষ্টুরেন্টে খাবা তা তো হবে না।'

আমি তাকে যত বোঝাতে যাই ততই সে ক্ষেপে যায়, 'আমার সাথে বাটপারি করলি কেন আগে বল?'

আমি তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে গিয়ে বলি, 'আসলে আমার ব্যাগে খোপ অনেক গুলো তো...।'

'তোমার ব্যাগের খোপ দেখিয়ে তুমি আর যাকেই পটাও আমাকে পারবে না।'

মহা মুশকিলে পড়া গেল। তাড়াতাড়ি তাকে তার তিন টাকা শোধ করে বললাম আপাতত তোর টাকাটা নে পরে কথা হবে। কারণ আমাদের কথার ফাঁকে রুমা হনহন করে রেষ্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেছে। আমি তার পিছু ধাওয়া করলাম কিন্তু লাভ হলো না। তার আগেই সে একটা রিকশায় উঠে চলে গেল।

আমার প্রথম প্রজেক্ট এভাবে ফেল করলো। আমি পরদিন আবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। রুমা শুরুতেই আমার সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা পেয়েছে যাতে আর কোন মতেই এগুনো যায়নি।'

সৌম থামতেই আমি বলি, 'এর পরও তুমি সেই মানিব্যাগ সাথে রেখেছ?'

সে বলে, 'আরে কি বল, এটা আমার "লাকি" ব্যাগ।'

'কেমন?'

'আরে রুমার সাথে কাটাকাটি হওয়ায় না এমন একটা বিয়ে করতে পেরেছি।'

'কি রকম?'

'বাইরে বের হয়ে কখনো শাড়ি কেনার বায়না করলে এ খোপ ও খোপ দেখিয়ে বলি- দেখ কোন টাকা নেই, আগামী মাসে কিনে দেব। কোন খোপে টাকা আছে সেটা তো আমার জানা। সেটা বাদ দিয়ে সব গুলোই দেখাই।'

'বাহ্ ভাবিকে একটা শাড়ি কিনে দিতে অসুবিধা কোথায়?'

'অসুবিধা কিছু না, আগের সপ্তাহেই একটা কিনেছে। খামাকা আবার কেনার দরকার কী? তা ছাড়া আমার ঐ টাকাটা বিশেষ কাজের জন্য রাখা।'

'তাহলে ব্যাগটা তোমাকে বিশেষ মুহূর্তে বাঁচিয়েও দেয়।'

'সেই জন্যই তো এটাকে ফেলি না।'

এর মধ্যেই আমরা কয়েক দফা চা খেয়ে ফেলেছি। বললাম, 'চল উঠি।'

সেও উঠতে উঠতে বলে 'দাঁড়াও বিল আমি দেব।'

এরপর কাউন্টারের কাছে গিয়ে সে এ খোপ ও খোপ হাতড়াতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে বিড়বিড় করে- কোথায় যে রাখলাম। আমি একটু দেখে পকেট থেকে টাকা বের করে বিলটা দিয়ে দেই। তাকে হাত ধরে বাইরে এনে বলি তুমি টাকা খুঁজতে খুঁজতে এবারে বাড়ি যাও।

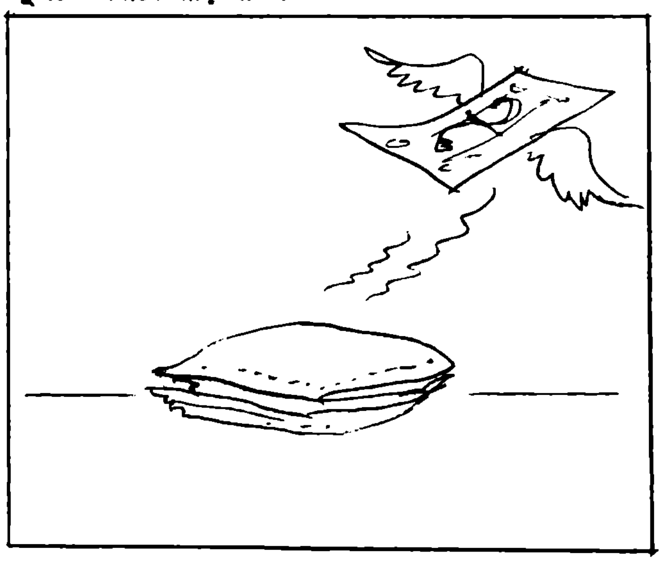

টিভিতে দুই দর্শকের দুইরকম প্রতিক্রিয়া কেন? কি দেখছে তারা...?

টিভিতে দুই দর্শকের দুইরকম প্রতিক্রিয়া কেন?

কি দেখছে তারা...?

আমাদের পোষাক আষাক বা আচার আচরনে সাবধানী হওয়া জরুরী । কারণ আপনি যে পোষাক পরে নিজেকে স্মার্ট ভাবছেন বা যে আচরন করছেন অন্যদের কাছে তা সন্তোষজনক নাও লাগতে পারে । সেই বিষয়ে সচেতন করতে এই ফিচারে কিছু টিপস দেয়া হল...

আসলে আপনি...

কার্টুন- নাসিফ আহমেদ/ লেখা- কামরুল ইসলাম রনি

বাসে যদি কন্ডাক্টর আপনার কাছে ভাড়া না চায় তাহলে বুঝতে হবে আপনার পোষাক আষাকে এবং চেহারায় ' বিদ্রোহী কবির ' হে দারিদ্র তুমি মরে করেছ মহান...' কাব্যের প্রতিফলন ঘটেছে।
দোকানে কিছু কিনতে গেছেন কিন্তু কাস্টমাররা এসে আপনাকেই জিনিষপত্রের দাম জিজ্ঞেস করছে তাহলে বুঝতে হবে আপনার পোষাক আষাক চেহারা বা আচরনে মুদি দোকানদার সুলভ ভাব-ভঙ্গির প্রতিফলন ঘটছে...
ফুটপাত দিয়ে হাটা সময় যদি আশপাশ থেকে লোকজন আপনাকে পথ ছেড়ে দেয় মানে সাইড দিয়ে সরে দাড়ায় তাহলে বুঝতে হবে আপনার পোষাক আষাকে বা আচরনে পাগল সুলভ আচরনের প্রতিফলন ঘটেছে
(মতান্তরে উন্মাদীয় আচরন পুরস্কৃস্টও বলা যায়!)
নাসিফ আহমেদ ,১৪

বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হয়ে গেলে পরে দেশের ফুটবল সাপোর্টাররা তাদের বাড়ি ঘর দোকান আর গাড়িতে যে সব বিদেশী ফ্লাগ লাগিয়েছিলেন সেই ফ্লাগগুলোর কি হবে? বা কি হতে পারে তাই নিয়ে এই ফিচার...

বিশ্বকাপের পরে...

কার্টুন- রাজীব
লেখা- কামরুল ইসলাম রনি

আর্জেন্টিনার ফ্লাগ দিয়ে বিয়ের সামিয়ানা হতে পারে...

ব্রাজিলের ফ্লাগ দিয়ে বেড রুমের বেড সীট হতে পারে...

জার্মানীর ফ্লাগ দিয়ে ড্রইংরুমের' পর্দা হতে পারে...

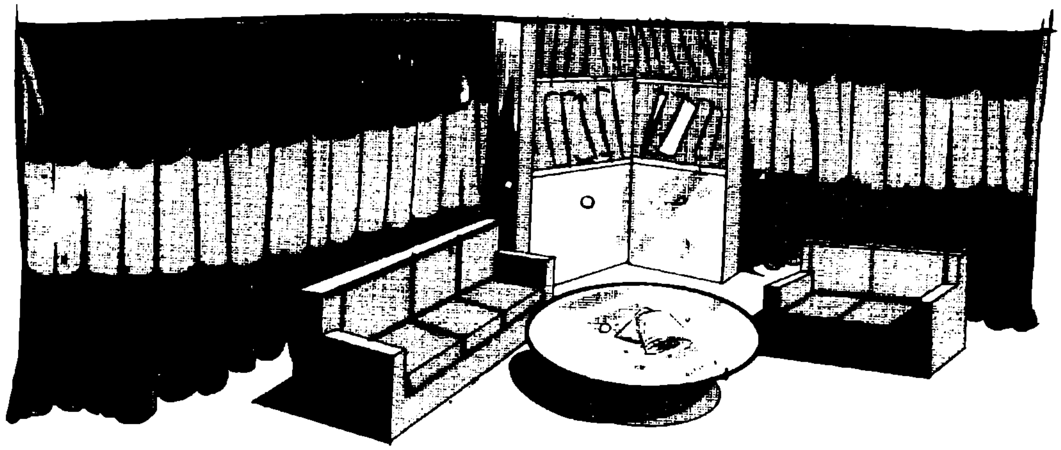

ইতালীর ফ্লাগ দিয়ে বালিশের ওয়্যার...

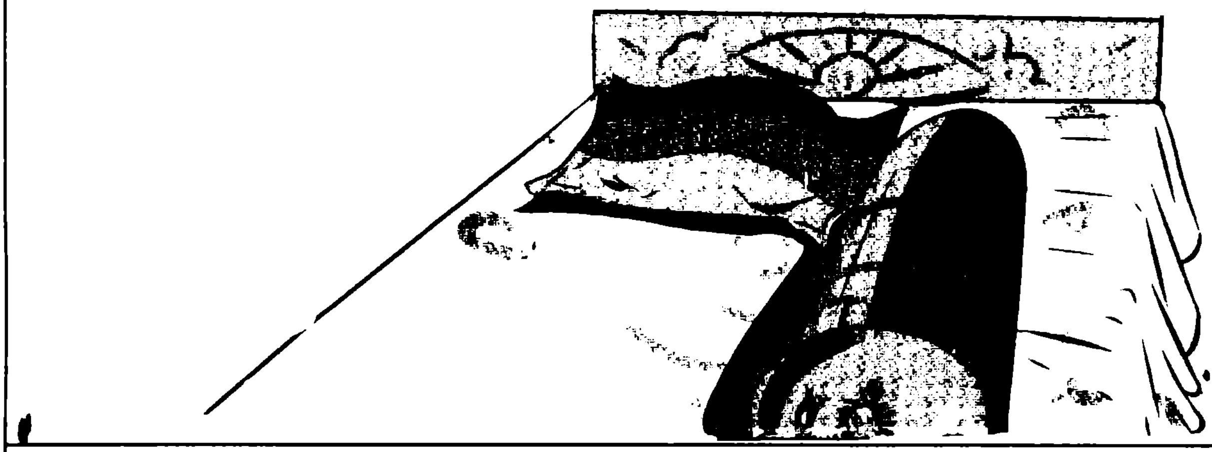

স্পেনের ফ্লাগ দিয়ে টিপডের ঢাকনী

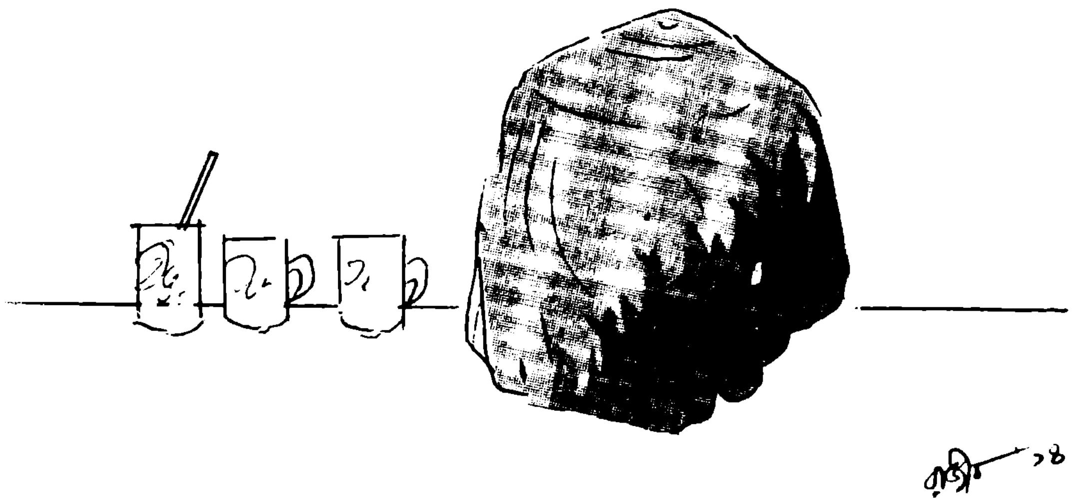

বিদেশী কার্টুন

ষড়যন্ত্র

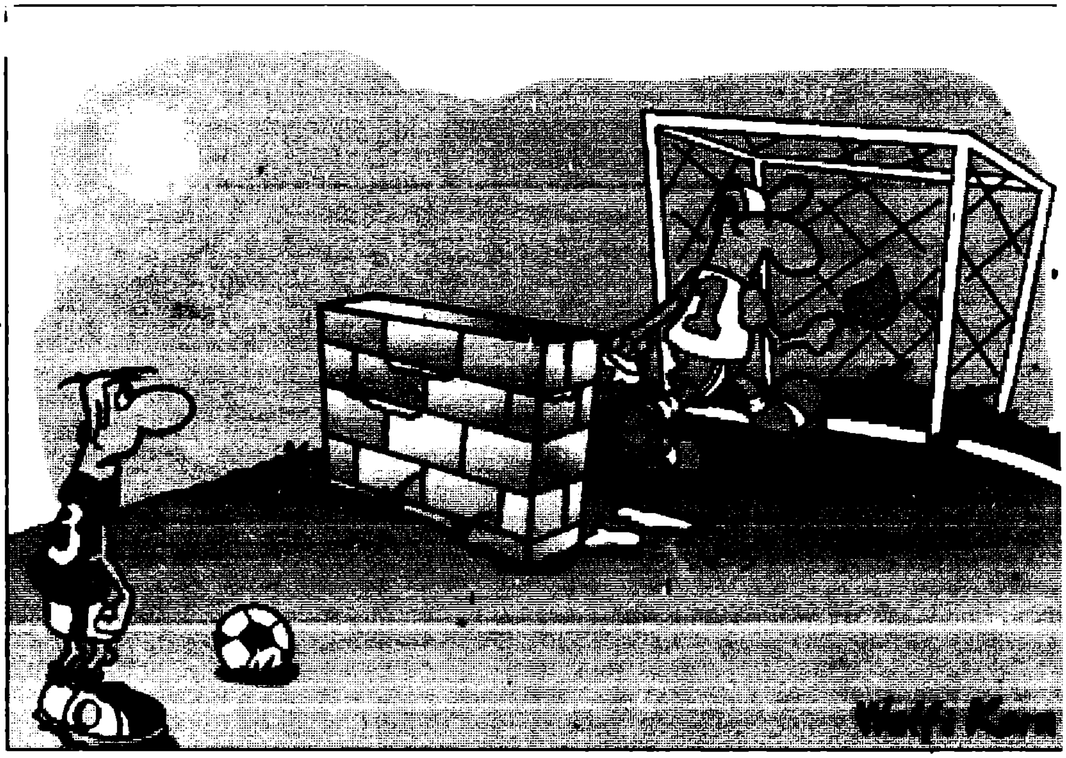

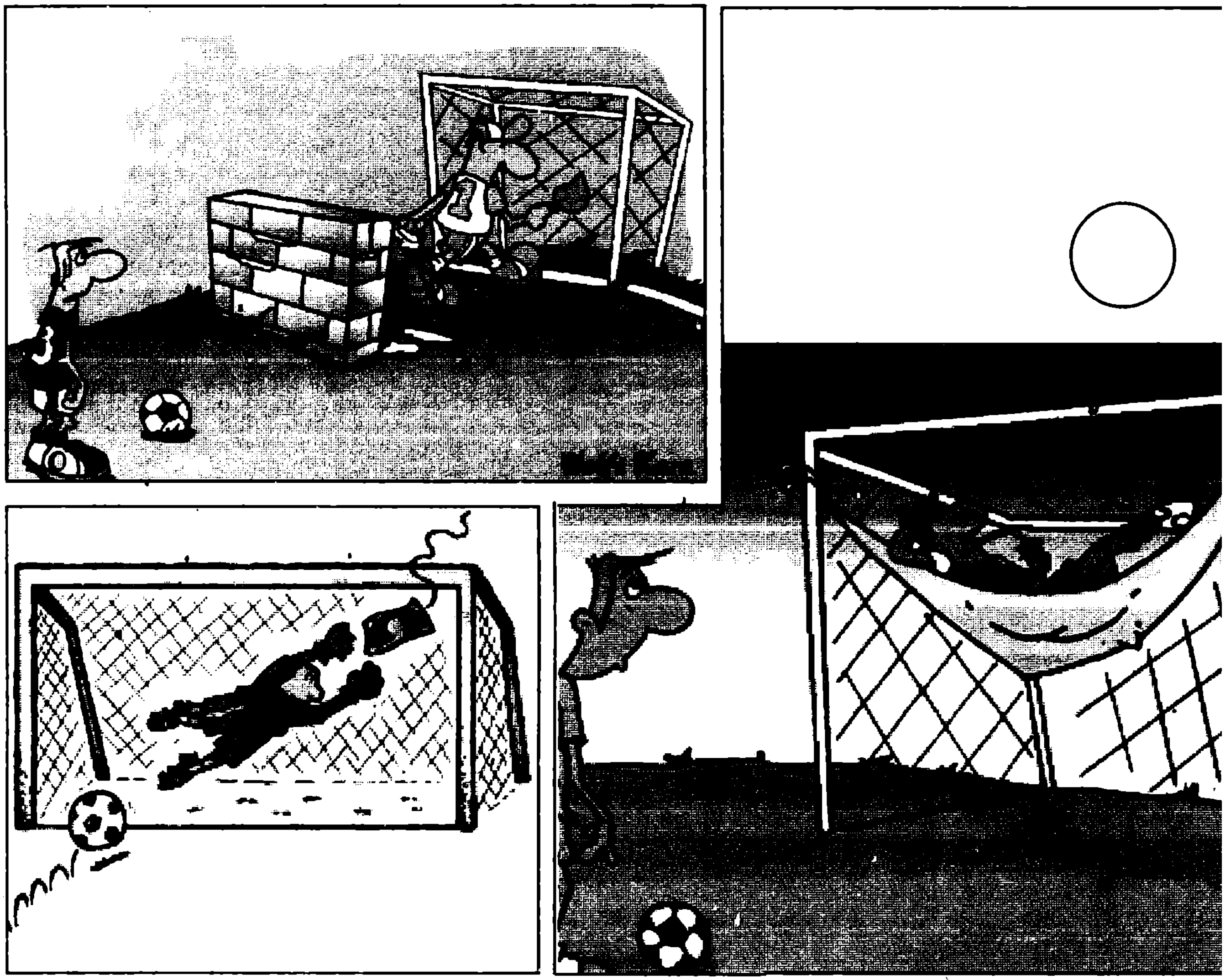

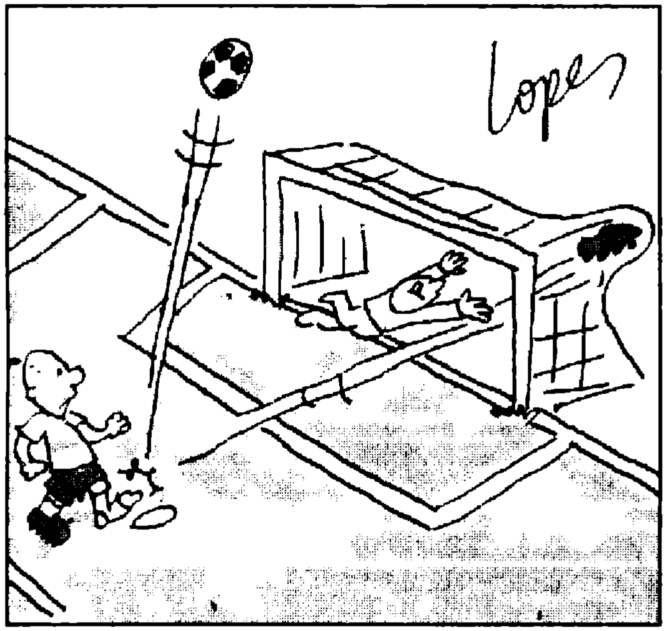
Lopes

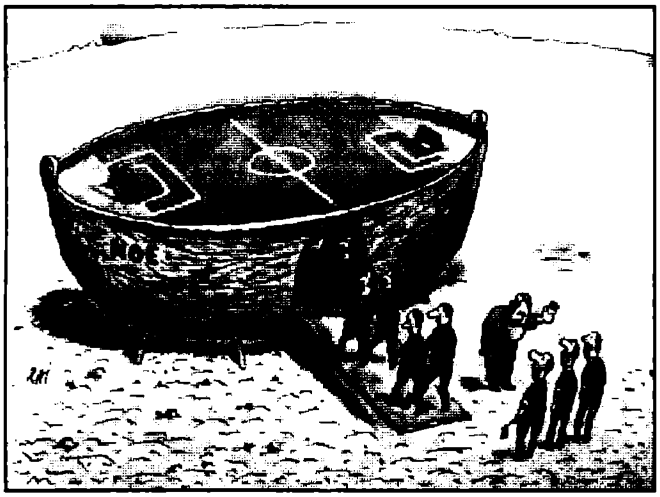

ডাইভিং হেডটা ও এখনো
পুরোপুরি শিখে উঠতে পারে নি!

ঈদ স্পেশাল পূর্ণাঙ্গ

কমিকস্ঃ পল্টু-বিল্টু

সেই ভূত!?

আহসান হাবীব

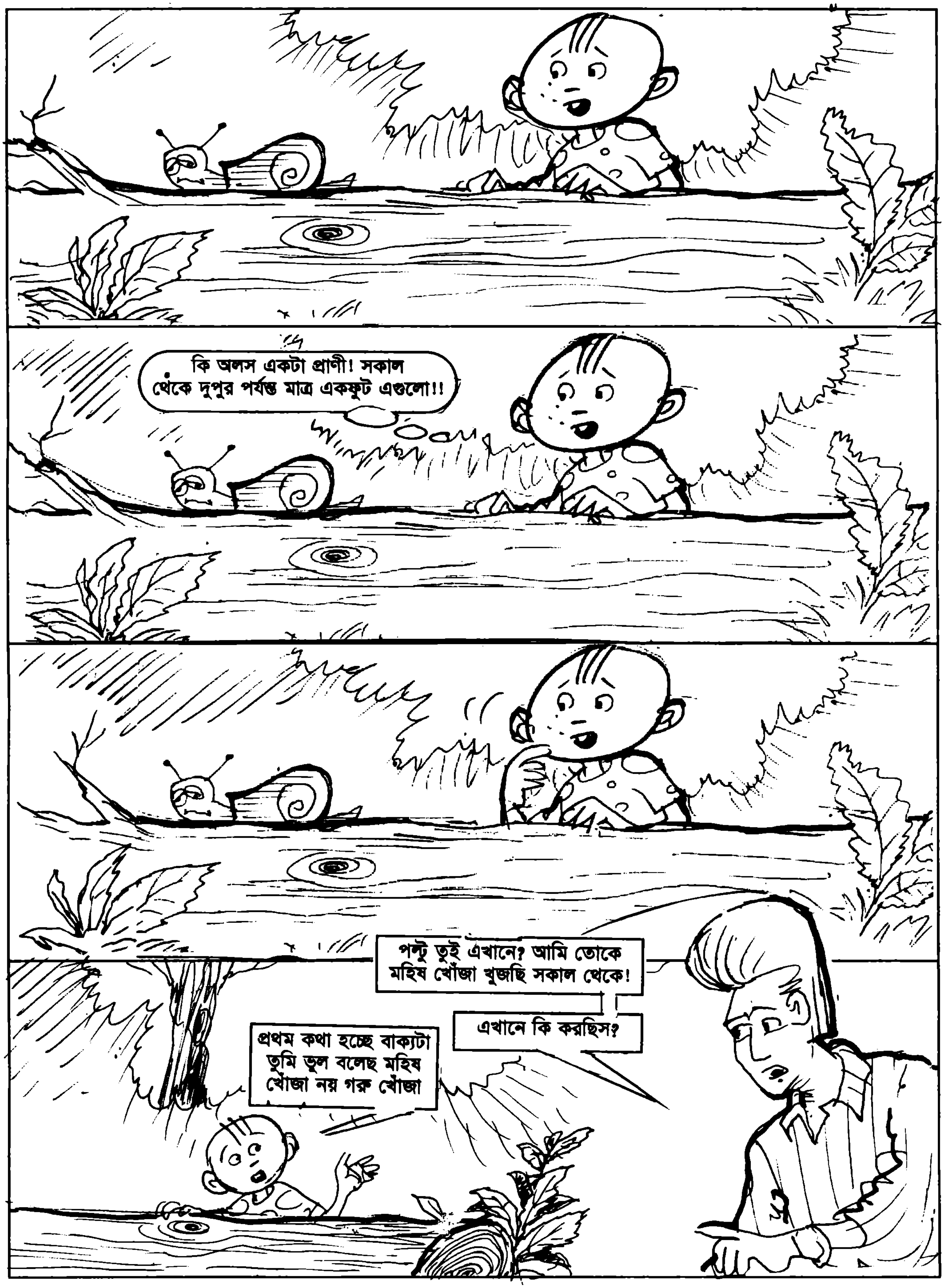
কি অলস একটা প্রাণী! সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাত্র একফুট এগুলো!!
পল্টু তুই এখানে? আমি তোকে মহিষ খোঁজা খুজছি সকাল থেকে!
এখানে কি করছিস?
প্রথম কথা হচ্ছে বাক্যটা তুমি ভুল বলেছ মহিষ খোঁজা নয় গরু খোঁজা

শব্দটা আমি বলিমহিষ খোঁজা কারণ ঢাকা শহরে গরুর মাংস কিনতে গেলে মহিষের মাংস ধরিয়ে দেয় তার মানে কি দাড়াল ঢাকার সব গরু আসলে মহিষ।
আচ্ছা বাদ দে তুই বলতো এই জঙ্গলের মধ্যে কি করছিস?
এই শামুকটাকে দেখ কি অলস একটা প্রানী আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে দেকলাম মাত্র এক ফুট এগুলো!
আর তুই কি? তুই কি কম অলস? সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে আছিস গাধা একটা! চল আমার সাথে...
কোথায়?
ভুলে গেছিস? আজ মাছ ধরার কথা, চল চল...
পুকুর পারে...
!
টোপ গিলেছে... হেইয়ো...!!

ওদিকে আরেক কাহিনী
চেয়ারম্যান সাব চা খায়া যান
চা খেতে বসল চেয়ারম্যান সাহেব
কিরে তুই বুলে আমার টেক্স ঠিকমত দেস না?
দেইতো গত মাসে মিসটেক হয়া গেছে
জি জি আর ভুল হইব না!
আমার লগে ভগি ছগি করিস না মাসের পয়লা টেকা দিবি নাইলে কইলাম দোকান উঠায়া দিমু...
অনেক বড় ইলিশ কিনছে চেয়ারম্যান সাহেব
ওদিকে কিল্টুর বর্শিতে যা ঘটলো বা ঘটতে যাচ্ছে...
আমি সবসময় বাজারের বড় মাছটাই কিনি... কি হইল আমার মাছ কই??

কি হইল আমার মাছ কই!??
কি আচানক কান্ড!
চেয়ারম্যান সাহেব এদিক ওদিক খুঁজে কোথাও মাছ পেল না!
?
?
চেয়ারম্যান সাব আমার একটা সন্দ হইতাছে!
কি?
এই গাছটায় একটা দোষ আছে। এই গাছে একটা মেছো ভূত থাকে। একদিন আমার একটা সোল মাছও দোকান থাইকা নাই হয়া গেছিল
আগেতো কস নাই!
ক্যামনে কই আপনে মুরুব্বী মানুষ ভূত প্রেত বিশ্বাস যান কিনা ...
হুম...এর একটা ব্যবস্থা নিতে হইব... বিষয়ডা ভাইবা দেখি
পরে...
কিরে মকবুল মিছা কথা কইলি ক্যান?
হি হি শালার বদ চেয়ারম্যান। সব দোকান থাইকা টেকা তুলে। ওরে একটা ভূতের ভরকি দিলাম
কিন্তু মাছটা গেল কই?
ওদিকে মাছটা যার কাছে
ওয়াও বিরাট ইলিশ ধরেছি একটা!
পুকুরে ইলিশ? কি বলছো?
আরে হতেই পারে এই পুকুরটা হয়ত নদীর সাথে সংযুক্ত আছে!

কিন্তু ইলিশ মাছটাতো মরা
মরাতো হবেই ইলিশ মাছ কি পানির উপর উঠলে বেঁচে থাকে নাকি?
পানির উপরতো সব মাছই মরা!
ওদিকে অন্য কাহিনী...
মকবুইল্যা সর্বনাশ হইছে!
?
তুইতো সর্বনাশ করছস...
কি?
তুইতো মেছো ভূতের কথা কয়াচেয়ারম্যান সাবের মাথা আউলায়া দিছস! চেয়ারম্যান সাব কইছে এই গাছ কাইটা ফালাইব...
কস কি?
হ... আমি নিজের কানে শুইন্যা আইলাম! আগামী বিষ্যুদধারে গাছ কাটা হইব!
হায় হায় আমি এইডা কি করলাম! এখন কি করমু?
লও বিল্টুর লগে পরামর্শ করি...
পরে...
তার মানে তোমরা বলছ চেয়ারম্যান সাহেব এর ইলিশ মাছ গায়েব হওয়ার পর তুমি বলেছ গাছের মেছো ভূত মাছটা নিয়েছে তারপর তিনি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন!
জি সব দোষ আমার মিছা কয়া ফাইসা গেসি...
কিন্তু ইলিশ মাছটা গায়েব হল কিভাবে? তবে কি ওটাই আমার বর্শিতে...!
এ্যাঁ ইয়ে, ঠিক আছে আমরা গাছ কাটার প্রতিবাদ করব
মানব বন্ধন করব
কিভাবে?

এলাকায় শুরু হল মানব বন্ধন বিল্টুর নেতৃত্বে...
গাছ কাটার প্রতিবাদে মানব বন্ধন!
আমি ওর হাত ধরব
না আমি
ওরে বাপরে পিপড়ে...!
বাবা তোমার বিরুদ্ধে মানব বন্ধন শুরু হয়েছে
?

কার এতবড় সাহস?
সবাই ওকে ডাকে বিল্টু বলে
বিল্টু? দাড়াও বিল্টুর বিটলামি আমি বের করছি... গাছ আমি কাটবই...দেখি কে ঠেকায়...
বিল্টু ভাই মানব বন্ধনে কাজ হয় নাই। চেয়ারম্যান সাব কইছে গাছ কাটবই
তাহলে এবার অন্য বুদ্ধি করতে হবে...
পাম্পারে লাল রং ঢোকাচ্ছ কেন?
সময় হলেই দেখবি
চেয়ারস্যান সাহেব এর লাঠিয়াল বাহিনীর পাহাড়ায় গাছ কাটা হতে যাচ্ছে। ওদিকে পাশের ঝোপে লার রং ভরা পানি নিয়ে বসে আছে বিল্টু...!
হি হি... একটা কোপ দাও আগে...
প্রথম কোপ পড়তেই ঠিক ঐ জায়গাটায় রং ছিটালো বিল্টু...
?
সর্বনাশ গাছ থাইকা রক্ত বাইরাইতাছে

চেয়ারম্যান সাব। গাছে কোপ দিতেই রক্ত বাইরাইছে। ভয়ে সব পলাইছে!
কস কি তাইলো সত্যিই গাছে দোষ আছে। এই গাছ রাখাই যাইব না।
তাইলে এক কাম কর অন্য এলাকা থাইকা করাত্তি আন। রাইতের অন্ধকারে কাটতে হইব... তাইলে রক্ত-মক্ত টের টের পাইব না এইবার আমিও থাকুম...
কেসতো খারাপ বিল্টু ভাই। চেয়ারম্যান সাব কইছে এই গাছ আইজ রাইতের অন্ধকারে কাটব...বাইরে থাইকা করাতি আইনা...
হুম...তাহলে আমাদেরও অন্য খেলা খেলতে হবে!
পল্টু রাতে ঘুমাস না যেন কাজ আছে
রাতের অন্ধকারে...
কাটা শুরু কর জলদি...
হটাৎ অন্ধকার ফুরে বের হল...
ওরে বাপরে ভুউউত!
ওরে বাপরে... মেছো ভুত!! পালা...

সবাই পালালেও চেয়ারম্যান সাহেবের দু'পা যেন মাটিতে গেথে গেল, নড়তে পারছেন না ভয়ে...!
আঁমার গাঁছ কাঁটিস ক্যান?
ভু-ভূল হয়ে গেছে হুজুর...মা মাফ করে দেন...
এঁত সঁহজে মাঁফ হঁবে নাঁ...
আ-আপনি যা বলবেন তাই হবে হুজুর এ-এবারকার মত মাফ করে দেন...
মাঁফ কঁরতে পাঁরি এঁক শঁর্তে এঁখন থেঁকে প্রঁতি বৃঁহস্পতিবার এঁই গাঁছের সঁবচে নিঁচু ডাঁলটায় বাঁজারের সেঁরা মাঁছটা রেঁখে যাঁবি...নঁইলে...বুঁঝিসতো আঁমি কিঁন্তু মেঁছো ভূঁত...
জি জি অবশ্যই...
পরে...
ভয়ঙ্কর মেছোভূত... ইয়া লম্বা...ওরে বাবা! একটুর জন্য জানে বেঁচে গেছি!
ভয়ঙ্কর মেছোভূত... ইয়া লম্বা...ওরে বাবা! বাতাস কর... লবন পানি আন জলদি...
বাবা ভূতটা কত লম্বা হবে?
তা হবে নয় ফিট এর মত...
হুম বিল্টু সাড়ে পাঁচ ফিট আর ওর সাগরেদ পল্টু সাড়ে তিন ফিট...একুনে নয় ফিট!
ওদিকে বিল্টুর বাসায়...
ওহ তোর এত ওজন আগে বুঝিনি জলদি ঘাড় থেকে নাম!
?

বিল্টু ভাই চা খান...বিরাট ডরাইছে চেয়ারম্যানে। কেমনে কি করলেন?
বলা যাবে না সিক্রেট। গাছ কাটাতো বন্ধ হল...
পল্টু ঐ দেখ
এখন থেকে আমাদের আর মাছ ধরতেও হবে না বাজারও করতে হবে না। প্রতি বৃহস্পতিবারে ফ্রি ফ্রি বড় মাছ...হি হি
কিন্তু ওদিকে...
হুম গাছ থেকে তাহলে মাছ নিয়ে যায় মেছো ভুত না বিল্টু ভুত এখন সব পরিস্কার হল...
পরে...
লাঠিয়াল বাহিনী ঐ বিল্টু টাকে চোখ বেধে তুলে নিয়ে আসবি আমার গুম ঘরে,কেউ যেন টের না পায়...।
জি চেয়ারম্যান সাব
মিঃ বিল্টু এবার দেখবে ঘুঘুর ফাঁদ কত প্রকার ও কি কি...
হঠাৎ এক রাতে...
?

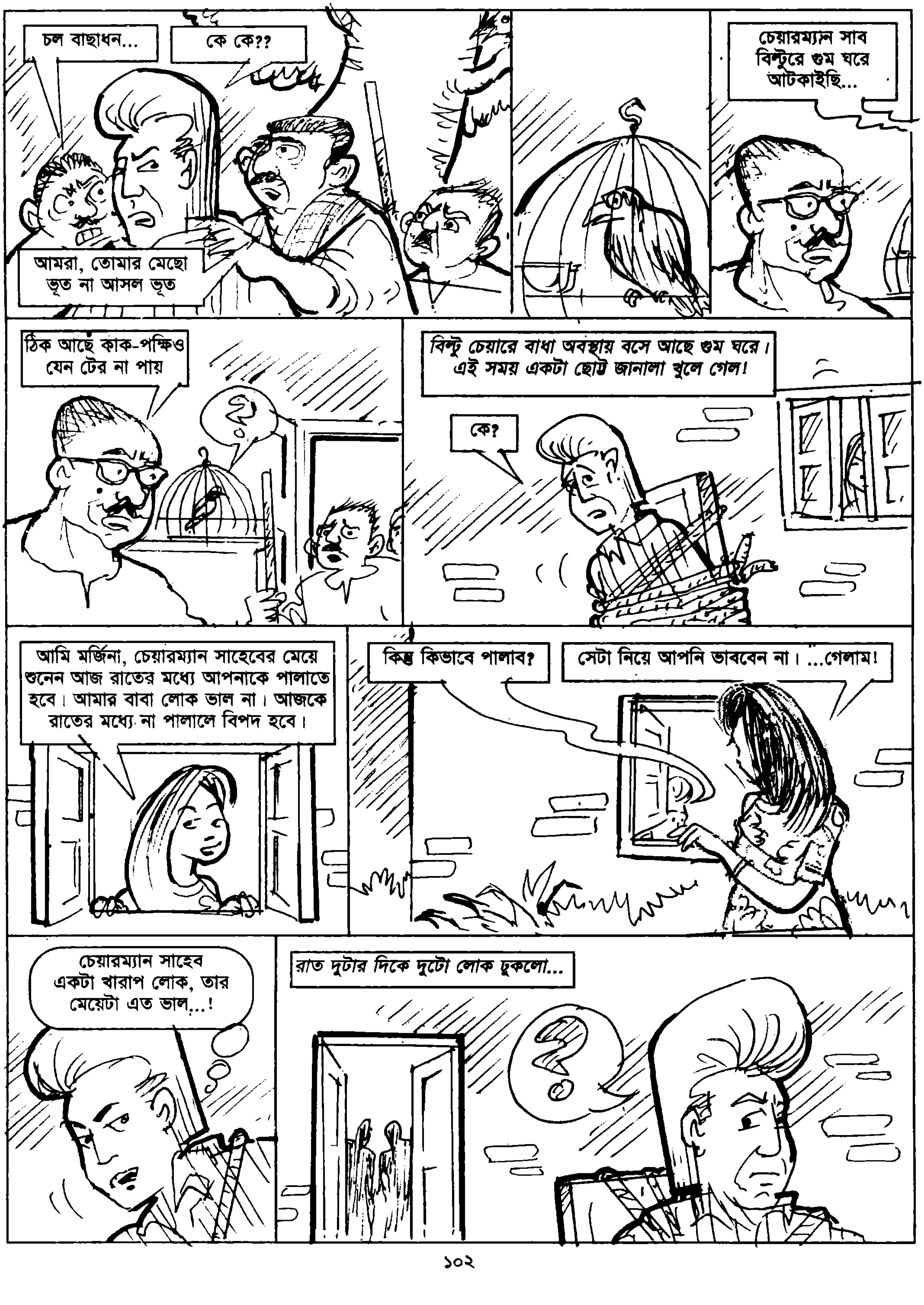
চল বাছাধন...
কে কে??
আমরা, তোমার মেছো ভূত না আসল ভূত
চেয়ারম্যান সাব বিল্টুরে গুম ঘরে আটকাইছি...
ঠিক আছে কাক-পক্ষিও যেন টের না পায়
বিল্টু চেয়ারে বাধা অবস্থায় বসে আছে গুম ঘরে। এই সময় একটা ছোট্ট জানালা খুলে গেল!
কে?
আমি মর্জিনা, চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে শুনেন আজ রাতের মধ্যে আপনাকে পালাতে হবে। আমার বাবা লোক ভাল না। আজকে রাতের মধ্যে না পালালে বিপদ হবে।
কিন্তু কিভাবে পালাব?
সেটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। ...গেলাম!
চেয়ারম্যান সাহেব একটা খারাপ লোক, তার মেয়েটা এত ভাল...!
রাত দুটার দিকে দুটো লোক ঢুকলো...

ওরা আমাকে হাত পা বেধে বস্তায় ভরে রেখে গেছে পরে কি করবে?মর্জিনা কি সত্যি শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারবে? কি ভাবে?
ওদিকে...মর্জিনা...
গুম ঘরের চাবিটা জোগার করতে হবে আগে
গুম ঘরের পাহাড়ায় একজন। ওর কাছেই আছে চাবিটা।
ওর পকেটেই চাবিটা আছে একটা বুদ্ধি করতে হবে
একশ টাকার নোট দিয়ে একটা প্লেন বানালো মর্জিনা!
তারপর প্লেনটা উড়িয়ে দিল...
পাহাড়াদার দেখলো...!
?
ঝুকে একশটাকার প্লেনটা নিতে যাওয়ার সময় পকেট থেকে চাবিটা পড়ে গেল!
একশ টাকা!

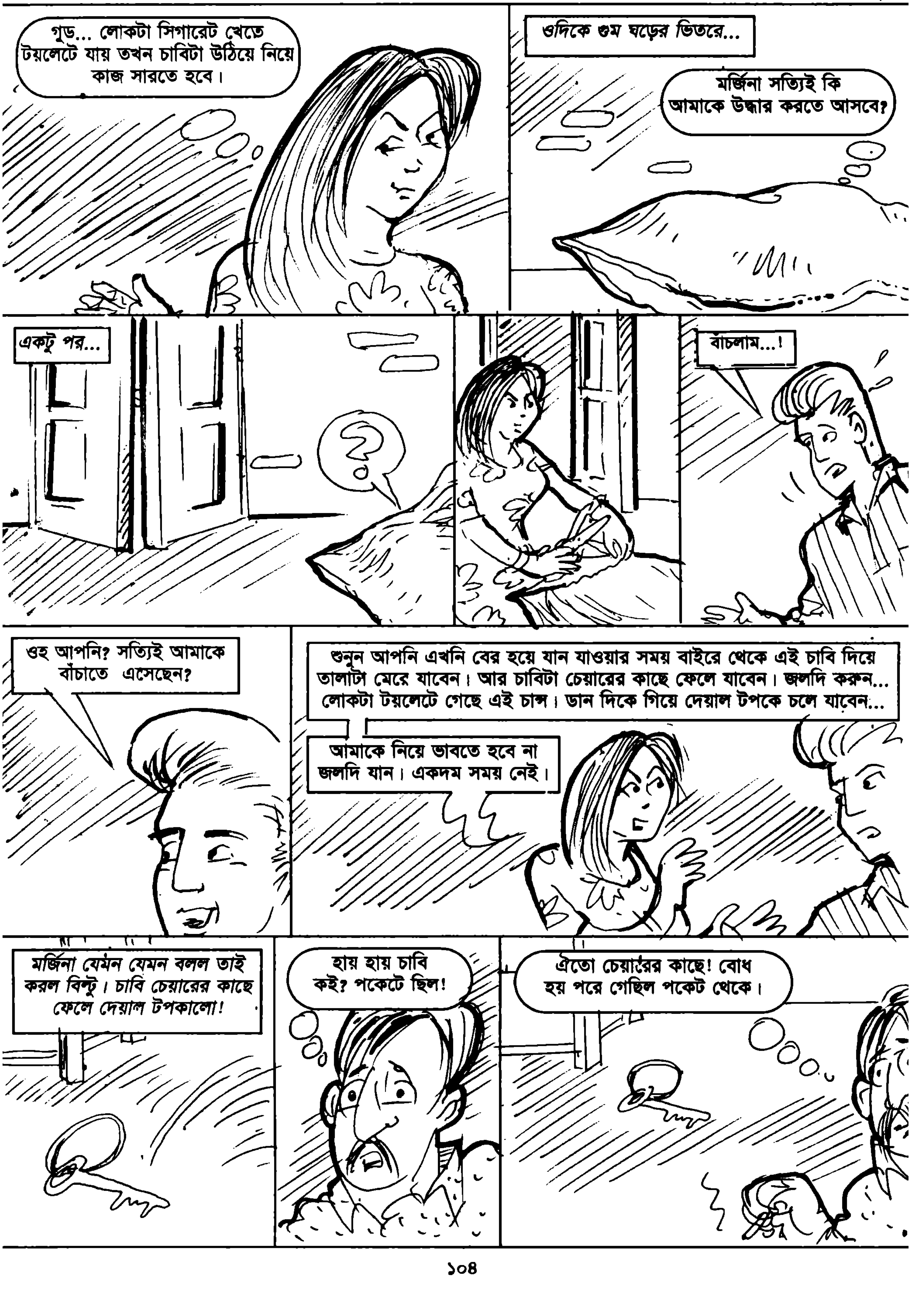
গুড... লোকটা সিগারেট খেতে টয়লেটে যায় তখন চাবিটা উঠিয়ে নিয়ে কাজ সারতে হবে।
ওদিকে গুম ঘড়ের ভিতরে...
মর্জিনা সত্যিই কি আমাকে উদ্ধার করতে আসবে?
একটু পর...
?
বাঁচলাম...!
ওহ আপনি? সত্যিই আমাকে বাঁচাতে এসেছেন?
শুনুন আপনি এখনি বের হয়ে যান যাওয়ার সময় বাইরে থেকে এই চাবি দিয়ে তালাটা মেরে যাবেন। আর চাবিটা চেয়ারের কাছে ফেলে যাবেন। জলদি করুন... লোকটা টয়লেটে গেছে এই চান্স। ডান দিকে গিয়ে দেয়াল টপকে চলে যাবেন...
আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না জলদি যান। একদম সময় নেই।
মর্জিনা যেমন যেমন বলল তাই করল বিল্টু। চাবি চেয়ারের কাছে ফেলে দেয়াল টপকালো!
হায় হায় চাবি কই? পকেটে ছিল!
ঐতো চেয়ারের কাছে! বোধ হয় পরে গেছিল পকেট থেকে।

শোন...গুম ঘরের বস্তাটা নদীতে ফেলায়া দিয়া আয় কাক পক্ষিও যেন টের না পায়
জি হুজুর!
কিন্তু কাক-পক্ষি টের পেল আর টের পেল পল্টু!
বিল্টু ভাই তুমি কোথায় ছিলে? দুদিন কোন খোঁজ নেই...
সে অনেক কাহিনী!
বিল্টু ভাই একটু আগে দেখলাম চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে একটা বস্তায় করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে... আমার মনে হল...
কি মনে হল?
বস্তার ভিতর মানুষ!
কি বলছিস তুই...?? জলদি তোর সাইকেলটা দে...!
সাইকেলের সামনে চাকা নেই ওটা লাগাতেই যাচ্ছিলাম
দরকার নেই। এতেই চলবে...মনু মিয়া তোমার গ্যাস বেলুনগুলো দাও...পরে দাম নিও...

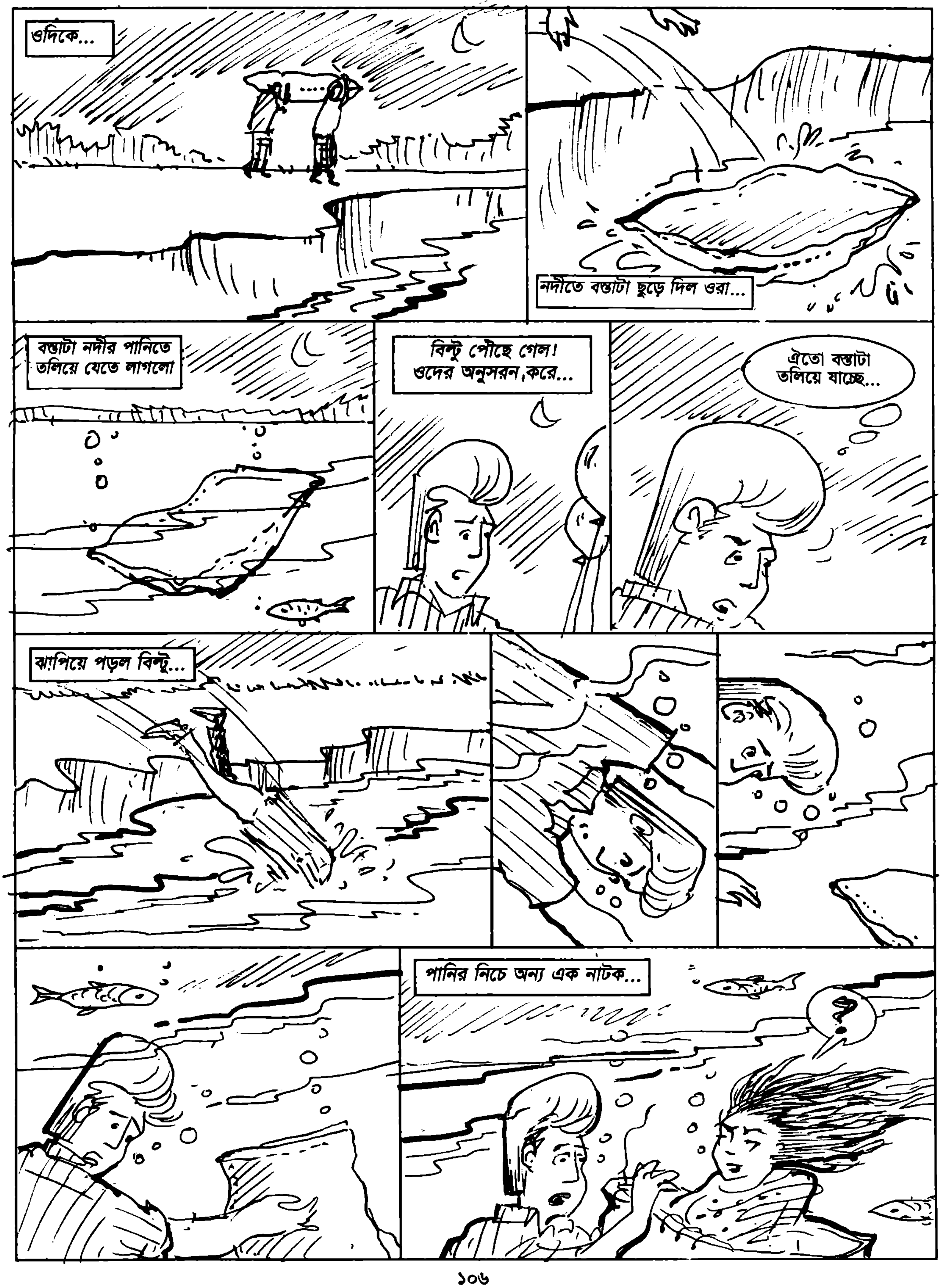
ওদিকে...
নদীতে বস্তাটা ছুড়ে দিল ওরা...
বস্তাটা নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে লাগলো
বিল্টু পৌঁছে গেল! ওদের অনুসরন করে...
ঐতো বস্তাটা তলিয়ে যাচ্ছে...
ঝাঁপিয়ে পড়ল বিল্টু...
পানির নিচে অন্য এক নাটক...
?

ওদিকে চেয়ারম্যান সাহেব...
হে হে বিল্টু মিয়া আমার সাথে মাছ নিয়া মশকরা করছিলা এইবার তুমি মাছের খাদ্য হইবা...
কর্তা বিল্টুরেতো এলাকায় দেখা গেছে!
কি কস? তাইলে বস্তায় কারে নিয়া গেল??
কি বল বউ? মর্জিনা যাবে কই?
শুনছেন মর্জিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না...
আপনার গুম ঘরে মর্জিনার হাতের ভাঙা চুরি পাওয়া গেছে...
এইসব কি বল তুমি?? ঐ মকবুল চলতো...
চেয়ারম্যান সাহেব ছুটলেন নদীর পারে...
আমাকে বাঁচালেন কেন?
এ আপনি কি করছিলেন আমাকে বাঁচিয়ে নিজে মরতে যাচ্ছিলেন?
যে বাবা মানুষ মেরে ফেলতে চায় তার মেয়ে হয়ে বাঁচতে চাই না...

হঠাৎ...
মর্জিনা... মা আমায় ক্ষমা কর আমায় ক্ষমা কর...(কান্না)
বিল্টু তুমিও আমায় ক্ষমা করে দিও (কান্না)
এ্যা...আমার সাইকেলটা কই?
পরদিন...
খবর হুনছস? চেয়ারম্যান সাবতো ভালো মানুষ হয়া গেছে... কারো কাছ থেকে ফাও ট্যাক্স খায় না!
হ এলাকায় ভাল ভাল কাজ শুরু করতাছে!
যাক সব ভাল যার শেষ ভাল!
ওহ বিল্টু ভাই এখানে ইটের ভাটায়? আর আমাকে বলল আমাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে... হুম... বিল্টু ভাইকে মনে করাই তাহলে...
ভাগ্যিস বিল্টু ভাই আমাদের ইট ধাক্কার খেলার জায়গায়টায় বসেছে মর্জিনা আপুকে নিয়ে...
এবার...

ঠক ঠক ঠক ঠক ঠক...ঠক ঠক...ঠক...
?
আউ!!
এ নিশ্চয়ই ফাজিল পল্টুটার কাজ!
হি হি...
আজ যাই মর্জিনা... পল্টুকে নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা...ওটাই মনে করাল!
মাছ ধরতে যেতে হবে না। বাবা বলেছে তোমার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ বট গাছের নিচের ডালে সবসময় মাছ থাকবে
এ্যাঁ কেন?
কারণ তুমিতো মেছে ভূত... হি হি...
পরে...
বর্শি ছাড়াই মাছ ধরবে মানে?
ঐ দেখ...
!
এ্যাঁ...মাছটা গেল কই??!
শেষ!

কতিপয় উন্মাদীয় গোল যা বিশ্বকাপে হতে পারত কিন্তু হয় নি!

উন্মাদীয় গোল-১

হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে গ্যালারীতে বসে থাকা 'ম্যারাডোনাসামার ফ্যান ক্লাবের' উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতির হিপ পকেটে সেখান থেকে বল বাউন্স করে গিয়ে লাগবে... কর্ণার ফ্লাগে... সেখান থেকে বল গিয়ে ঢুকবে,মাঠের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা মিনি টর্নেডোর ভিতর...সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে!

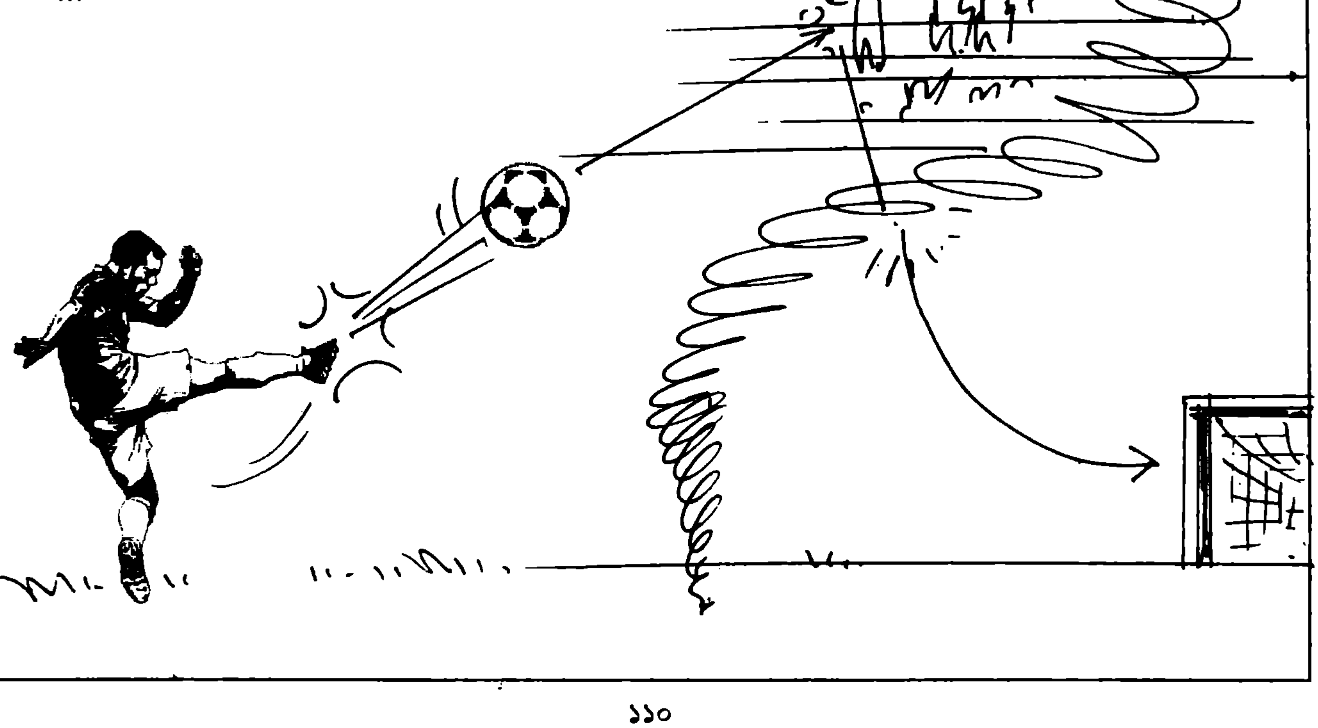

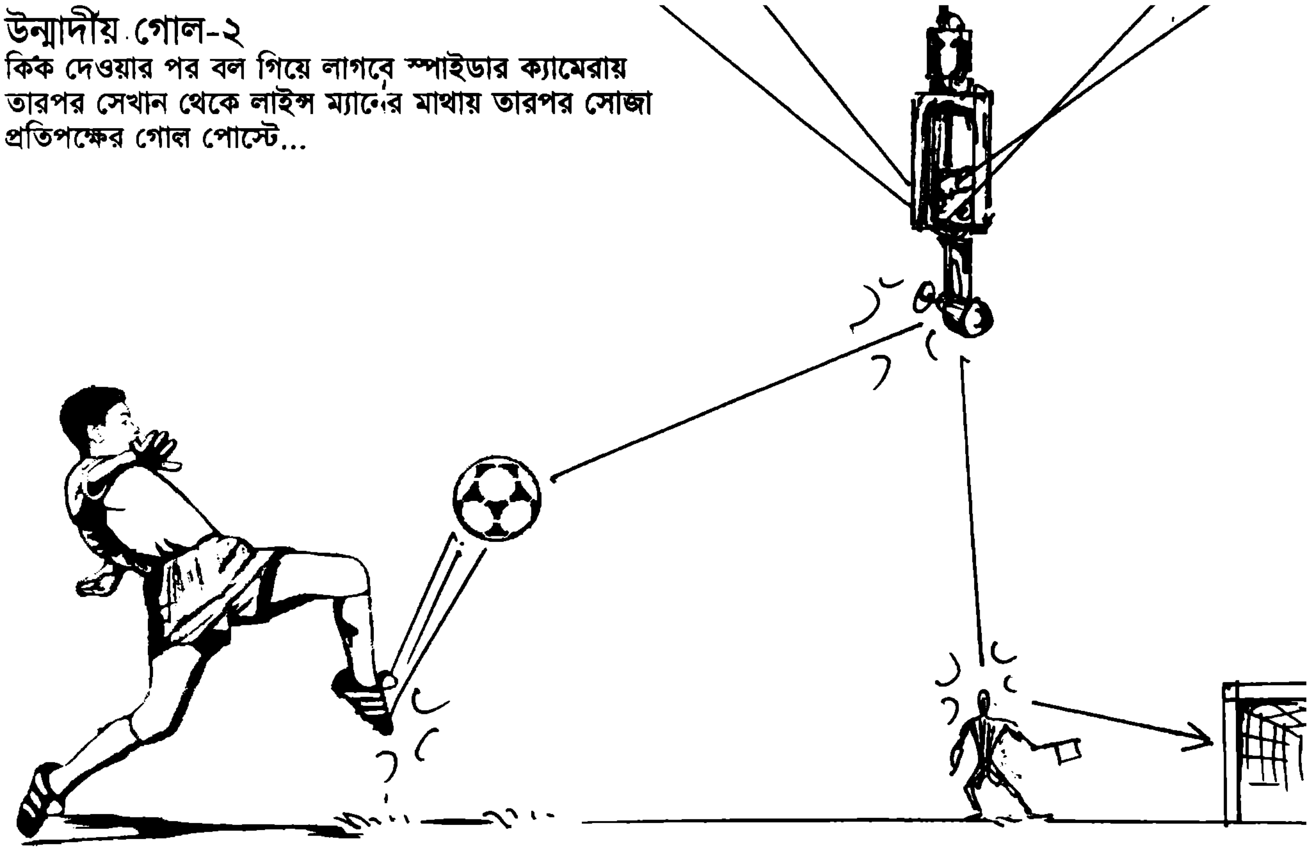
উন্মাদীয় গোল-২
কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে স্পাইডার ক্যামেরায়
তারপর সেখান থেকে লাইন্স ম্যানের মাথায় তারপর সোজা
প্রতিপক্ষের গোল পোস্টে...

উন্মাদীয় গোল-৩
হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে উড়ন্ত জ্যাপলিনে তারপর
সোজা নিজের গোলপোস্টের বারে...সেখান থেকে রেফারির মাথা হয়ে
সোজা প্রতিপক্ষের গোল পোস্টে...

উন্মাদীয় গোল-৪
ব্যাক ভলি দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে প্যাভেলিয়নের বসে থাকা
কোচের মাথায় সেখান থেকে লাল কার্ড পেয়ে ফিরে আসা ক্ষুব্ধ
প্লেয়ারের কামড় খাওয়া কাধে সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে...
7

উন্মাদীয় গোল-৫
হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে গ্যালারীতে বসে থাকা ক্রিড়া
সাংবাদিকের 'সাহিত্যপূর্ণ মগজে' সেখান থেকে...মাঠের ভিতর দিয়ে শর্টকাট
মারা কাউয়ার পুচ্ছ দেশে সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে...

বৃদ্ধ দাদুরা প্রায়ই বলে 'আমাদের সময়... 'ইত্যাদী ইত্যাদী গল্প চলতেই থাকে । তাদের কখনো চ্যালেঞ্জ করা হয় নি । এ যুগের নাতী যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে দাদু কি উত্তর দিবে? দেখা যাক না পরের পৃষ্টায়...

দাদুকে চ্যালেঞ্জ!

[redacted]

কার্টুন- তন্ময়

বৃদ্ধ দাদুরা প্রায়ই বলে 'আমাদের সময়... 'ইত্যাদী ইত্যাদী গল্প চলতেই থাকে। তাদের কখনো চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। এ যুগের নাতী যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে দাদু কি উত্তর দিবে? উত্তর এই পৃষ্টায়...

দাদুকে চ্যালেঞ্জ!

কার্টুন- তন্ময়

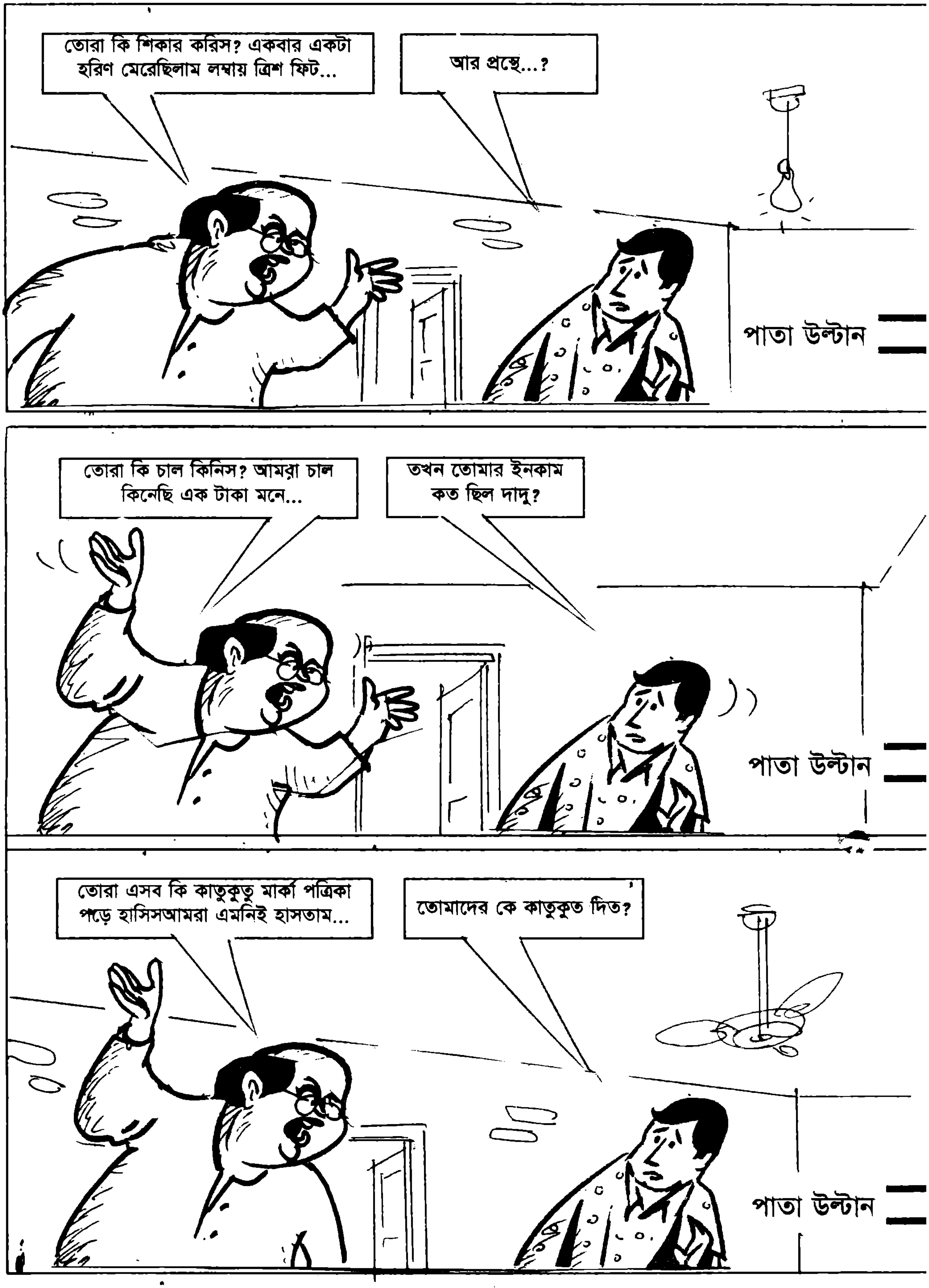
তোরা কি শিকার করিস? একবার একটা হরিণ মেরেছিলাম লম্বায় ত্রিশ ফিট...
আর প্রস্থে...?
পাতা উল্টান
তোরা কি চাল কিনিস? আমরা চাল কিনেছি এক টাকা মনে...
তখন তোমার ইনকাম কত ছিল দাদু?
পাতা উল্টান
তোরা এসব কি কাতুকুতু মার্কা পত্রিকা পড়ে হাসিসআমরা এমনিই হাসতাম...
তোমাদের কে কাতুকুত দিত?
পাতা উল্টান

এ্যাঁ...ইয়ে...প্রস্থে দুই ইঞ্চি...
তাইলেতো মনে হয় দাদু তুমি এ্যালিয়েন হরিণ শিকার করেছিলে!
তোর দাদুর ইনকাম? তোর দাদু ছিল গ্রামের বাধাইম্মা । এক পয়সা ইনকাম ছিল না । আমার তোর বড় আব্বা ঘাড়ে ধরে আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়....
?
গোয়াল ঘরে বসে থাকতাম গরুর লেজের বারিতে দিব্যি সুরসুরিতে...
?

ওয়েস্টার্ন

গুড ব্যাড এন্ড পাগলী!

গ্রন্থনা- হাসান খুরশীদ রুমী

উন্মাদ ভাইজান ঝাকি দিয়া ফালানোর আগেই জলদি জলদি নামেন এই পাগলীরে বিশ্বাস নাই
আরে এই পাগলীরে সাইজ করতেইতো আমি আসছি...
বুজছি...!
যাক ঝাকি দিয়া ফালাইছি...এখন ভাগি আমার ভাড়া লাগবনা...
উফফফ!! বদের বদ ঘোড়া...!
ইয়াাাা ... তোমাগো খাইছি আইজকা...!!!
কাম সারছে তুমি আবার কোন মাইকেল? মেকাপ ছাড়া
আবার কথা কয়...সসের বোতলটা বাইর করো...
ম্যাডাম ঐ ফাউলের হাত থেকে বাচতে হলে আমাদের একজোট হতে হবে...
কিসের ফাউল? ও হচ্ছে ঘাউল...
ওকে সাইজ করতে আমি একাই যথেষ্ট... (ঢিশা!)
আআআআআ...

তুমি আমাকে রক্ষা করছ ঠিক আছে...কিন্তু তুমি আন্ডার এ্যারেস্ট
এ্যারেস্ট করে কোথায় নিবে? শেরিফের কাছে?
না শেরিফের কাছে না, কাজী অফিসে আই লাভ ইউ আই ডার্লিং...তোমার মত একটা তেজী মেয়েকেই খুঁজছিলাম...আমি!
কিন্তু তোমার মত ম্যাদামারা পুরুষ যাকে ঘোড়া ঝাকি দিয়ে ফেলে দেয় তার সাথে আমি কাজী অফিসে যেতে চাই না
হুম...এই উন্মাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই ভাল!?
ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন ওটা ঘোড়া ছিল না । ওটা ছিল এঅডিসির গাধা মেকাপ নিয়ে ঘোড়া হয়েছিল...হি হি...
শোন টালি বালি না করে এই এলাকা ছাড় । একটা ঘোড়া দিচ্ছি... আমার লোকজন আসার আগেই কেটে পর... আর ভাল কথা যে কাজীর কাছে নিতে যাচ্ছ সে আমার বিলাভড হাজব্যান্ড... ক্লিয়ার...???
একেবারে কৃষ্টাল ক্লিয়ার... যাই বরং ঈদ সংখ্যা উন্মাদটা শেষ করি গিয়া...সুইট হার্ট ফেস বুকে আছতো...? (আমি কিন্তু নাই!!)

উন্মাদীয় মিউজিয়াম...!

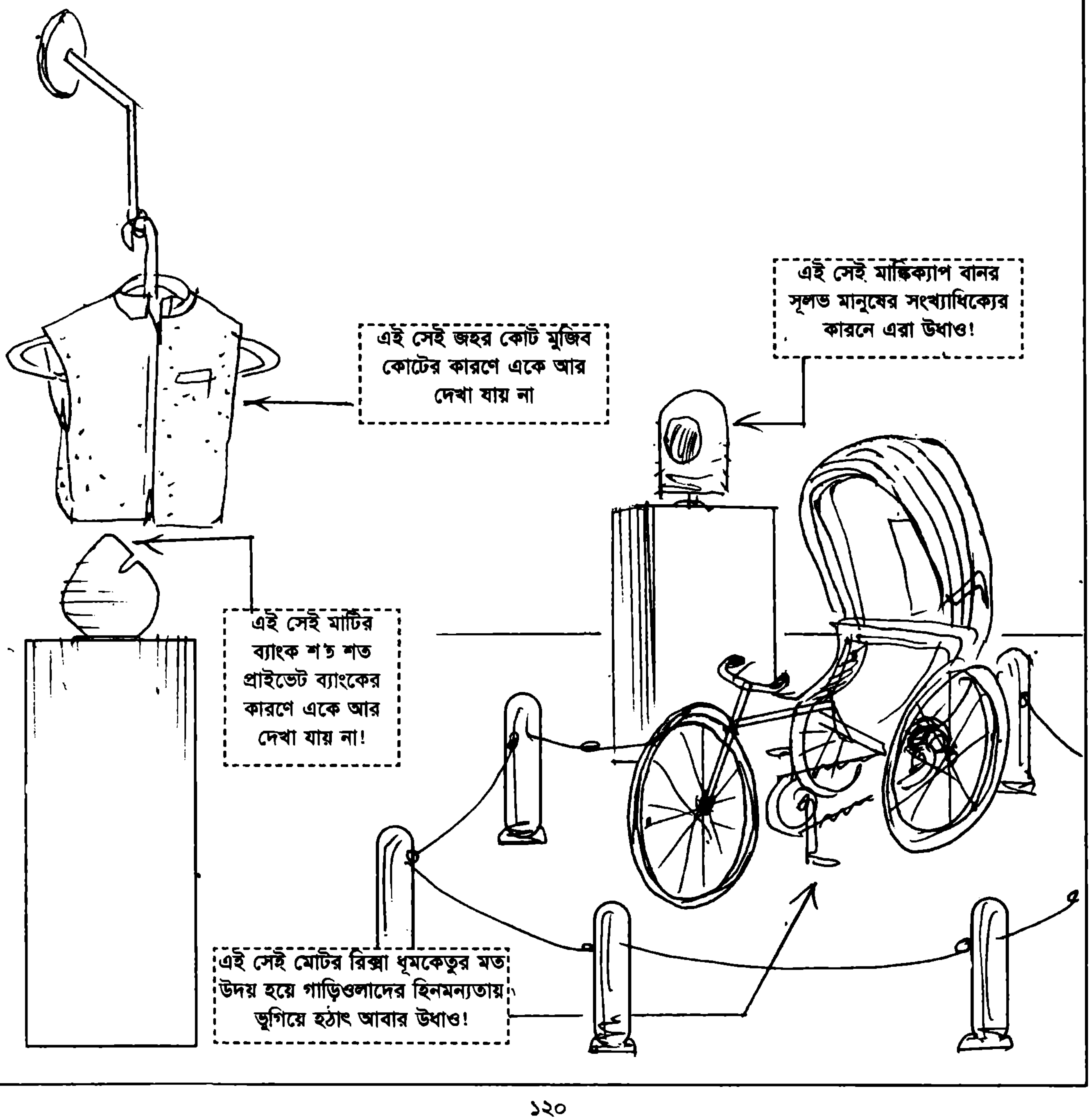
এই সেই জহর কোট মুজিব কোটের কারণে একে আর দেখা যায় না
এই সেই মাটির ব্যাংক শ'ত শত প্রাইভেট ব্যাংকের কারণে একে আর দেখা যায় না!
এই সেই মাঙ্কিক্যাপ বানর সূলভ মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারনে এরা উধাও!
এই সেই মোটর রিক্সা ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে গাড়িওলাদের হিনমন্যতায় ভুগিয়ে হঠাৎ আবার উধাও!

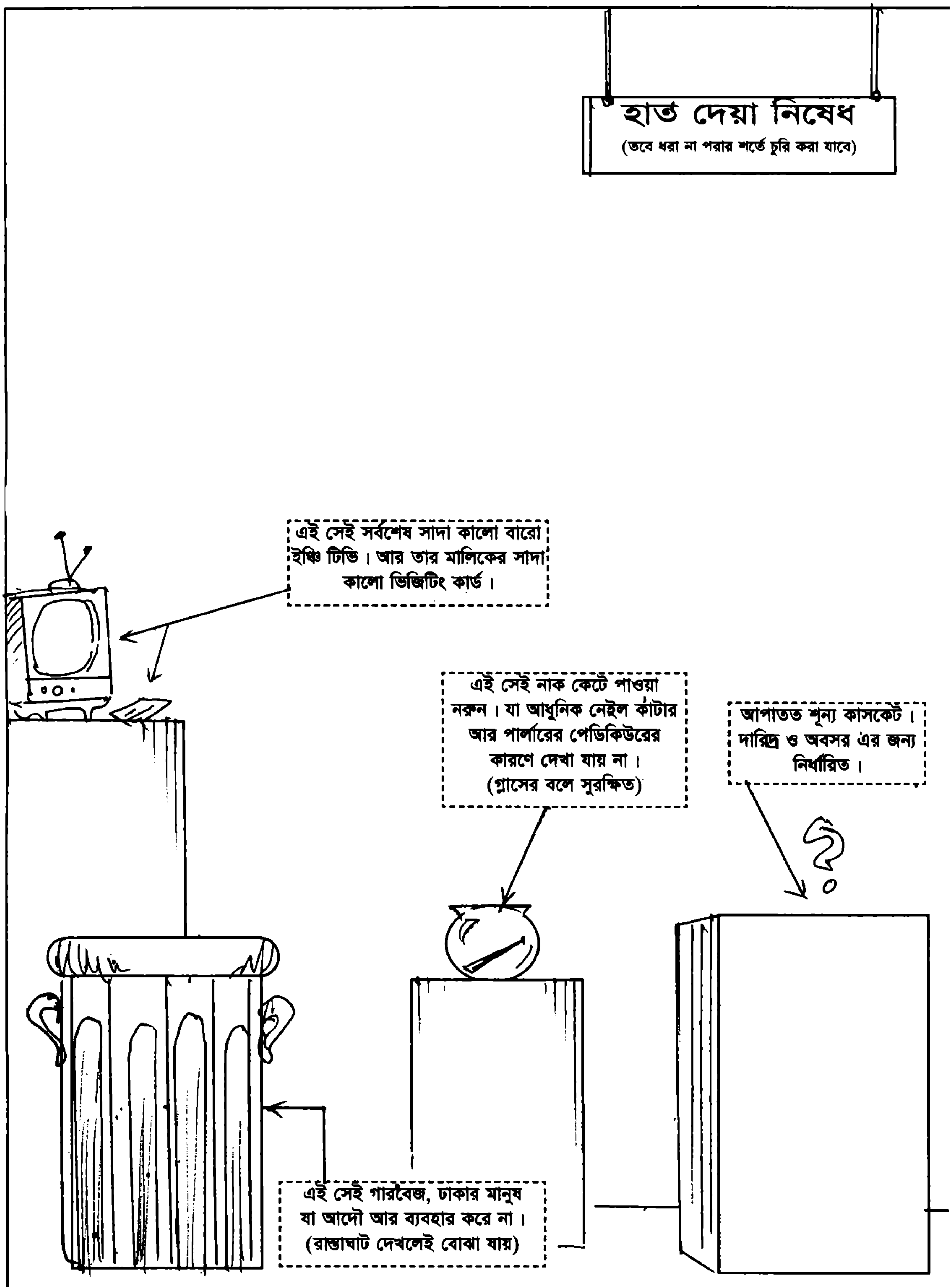
হাত দেয়া নিষেধ
(তবে ধরা না পরার শর্তে চুরি করা যাবে)
এই সেই সর্বশেষ সাদা কালো বারো ইঞ্চি টিভি। আর তার মালিকের সাদা কালো ভিজিটিং কার্ড।
এই সেই নাক কেটে পাওয়া নরুন। যা আধুনিক নেইল কাটার আর পার্লারের পেডিকিউরের কারণে দেখা যায় না। (গ্লাসের বলে সুরক্ষিত)
আপাতত শূন্য কাসকেট। দারিদ্র্য ও অবসর এর জন্য নির্ধারিত।
এই সেই গারবেজ, ঢাকার মানুষ যা আদৌ আর ব্যবহার করে না। (রাস্তাঘাট দেখলেই বোঝা যায়)

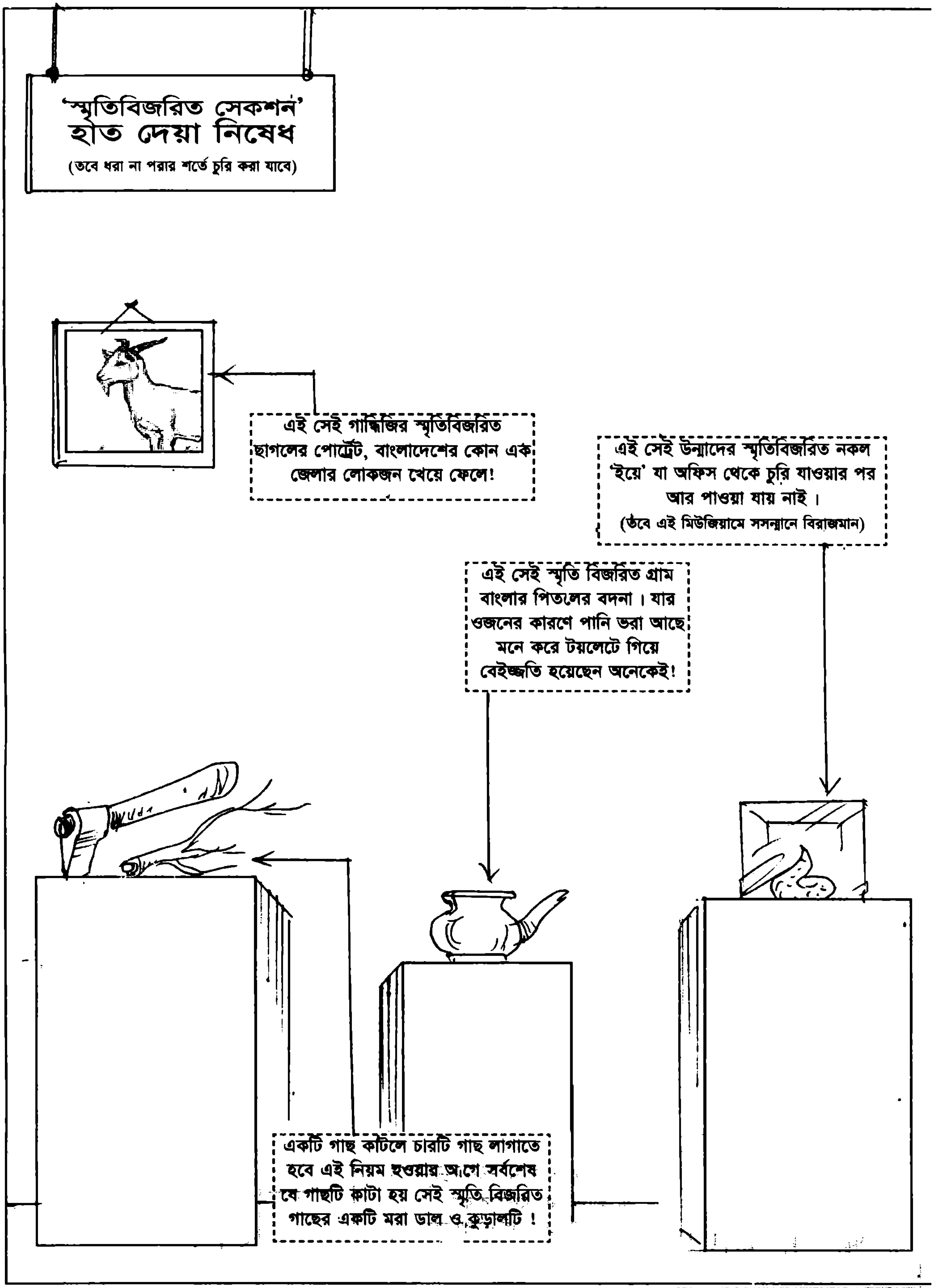
'স্মৃতিবিজরিত সেকশন'
হাত দেয়া নিষেধ
(তবে ধরা না পরার শর্তে চুরি করা যাবে)
এই সেই গান্ধিজির স্মৃতিবিজরিত ছাগলের পোর্ট্রেট, বাংলাদেশের কোন এক জেলার লোকজন খেয়ে ফেলে!
এই সেই উন্মাদের স্মৃতিবিজরিত নকল 'ইয়ে' যা অফিস থেকে চুরি যাওয়ার পর আর পাওয়া যায় নাই।
(তবে এই মিউজিয়ামে সসন্মানে বিরাজমান)
এই সেই স্মৃতি বিজরিত গ্রাম বাংলার পিতলের বদনা। যার ওজনের কারণে পানি ভরা আছে মনে করে টয়লেটে গিয়ে বেইজ্জতি হয়েছেন অনেকেই!
একটি গাছ কাটলে চারটি গাছ লাগাতে হবে এই নিয়ম হওয়ার আগে সর্বশেষ যে গাছটি কাটা হয় সেই স্মৃতি বিজরিত গাছের একটি মরা ডাল ও কুড়ালটি!

রোমেন রায়হানের ছড়ড়া...

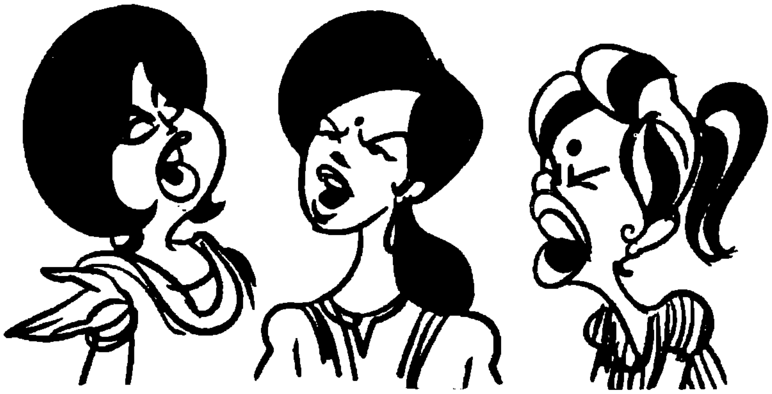

ইলাসেট্রেশন- তন্ময়

নেগেটিভ

আমি ভাই গোবেচোরা, নই রুই-কাতলা
চেহারাটা ভাঙাচোরা, মানিব্যাগ পাতলা।
অনার্স থার্ডইয়ার- বাংলার ছাত্র
অভ্যাস প্রেমে পড়া মেয়ে দেখামাত্র।
প্রেমহীন জীবনটা একেবারে মিথ্যে
টোপ ফেলা শুরু হল বাংলাসাহিত্যে।
গিফট নিয়ে খেয়ে দেয়ে করে টালবাহানা
প্রোপোজ করেই ছ্যাঁকা। রাজি নয় শাহানা
একে একে 'না' বললো ঝরনা, সখিনা
তারপরও এ হৃদয়ে হাওয়া বয় দখিনা।

বাংলা বিভাগ শেষ। বন্ধুরা বলাতে
নিজের বিভাগ ছেড়ে যাই চারুকলাতে।
ঢুকতেই পরিচয়- চালু মেয়ে বর্ণা
ওর হাত ধরা চাই, দিয়ে যাই ধরনা।
ক্লাস ফেলে চারুকলা ঘনঘন যাচ্ছি
একসাথে ফুচকা, চটপটি-লাচ্ছি।
প্রেম নিবেদন করি ইনিয়ে বিনিয়ে
বুঝলো না একবারও কথা বলি কি নিয়ে!

পাশের বাসার মেয়ে নাম তার সামিনা
যতক্ষণ ছাদে থাকে ছাদ থেকে নামি না।
মন করে আনচান তাকে যদি না দেখি
ছাদে উঠি। আংকেল ঝাড়ি দেয়- 'ছাদে কি?'
পা বলে যাসনে রে! মন বলে উঠিতে
ভয়ে ভয়ে ছাদে উঠি প্রাণ নিয়ে মুঠিতে।
ছয় মাস ছাদে উঠে জানা গেল- সামিনা
প্রেমিক খুঁজছে, তবে সে প্রেমিক আমি না।

কিছুদিন ভেঙে পড়ি। তাই বলে খুব কি
তাকিয়ে হাসল নাকি ভূগোলের লুবনা!
উৎসাহে পিছু পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে...
সব বৃথা। লুবনার চোখ নিচু, মাটিতে!

ভার্সিটি বাসে ফিরি, বাস সহযাত্রী-
ববকাট রুবিনা, গণিতের ছাত্রী।
আগে আগে বাসে উঠি, সিট রাখি আগলে
জীবনটা মধুময় পথে জ্যাম লাগলে...
'প্রেমের সাগরে আমি ডুবি না'
রাখ ঢাক ঝেড়ে ফেলে বললো সে রুবিনা!

বোটনির কণা, টিনা, জুলজির কারিনা
কেন যে হয় না রাজি বুঝতেই পারি না।
কতজন জোড়া জোড়া আইল্যান্ড, পার্কে
আমার এ হাল কেন জিজ্ঞাসি স্যারকে।
স্যার বলে হাসিমুখে, 'বুঝছ!
চেহারা বা মানিব্যাগ একেবারে তুচ্ছ।
মেয়েগুলো নেগেটিভ, নাম শেষে 'না' আছে'
এটাই আসল কথা, লাভ নাই বাহাসে।

টাক প্রকাশ

সাহিদ হোসেন

উর্বর মাথায় পাতা ঝরা হেমন্তের আগমন ঘটেছিল ছাত্র জীবনের শেষ দিকে। ঋতু বদলের নিয়ম ভেঙ্গে হেমন্ত অব্যাহত রইলো। ছাত্রত্বের শেষ আর চাকরির শুরুর মাঝের বেকার সময়টুকুতে কেশ পতনের গতি বৃদ্ধি পেলো। মরুকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হলো। বন্ধু-স্বজনরা উদ্বিগ্ন। টাক মাথা ছেলের বিয়ে হবে কী করে? অতএব টাকের বিস্তারের সাথে প্রতিযোগিতা করে কনে দেখা চলতে লাগলো।

বেশি দেখতে হলো না। কাঙ্খিত জনের দেখা মিললো সহজেই। ততদিনে অবশ্য চুলের ঘনত্ব হ্রাস পেয়ে মাথার অবয়ব বয়সের সাথে বেমানান একটা রূপ নিতে শুরু করেছে। বিয়ের দিন পাগড়ি পরার সুবিধাতো রয়েছেই। কিন্তু বিয়ের আগে-পরের অনুষ্ঠানগুলোতে বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বন্ধুর পরামর্শে হেয়ার স্টাইল বদলাতে হলো। এক পাশের চুল লম্বা করে মাঝের শূন্যস্থানটুকু পূরণ করে দেয়া হলো।

বিয়ে হয়ে গেলো নির্বিঘ্নে। বুকের ভেতর সুখ পায়রার ডানা ঝাপটানি। চোখ মেলে দেখি পুষ্প কাননে রঙিন প্রজাপতির ওড়াওড়ি। এর মাঝেও একটা উৎকণ্ঠা রয়েই গেলো। টাক প্রসঙ্গটা কখন আলোচনার এজেন্ডায় চলে আসে। নব পরিনীতা এ ব্যাপারে নির্বিকার। যত ভয় আমার চপলা, বাকপটু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী শ্যালিকা বিন্দুকে নিয়ে। নামে মাইক্রো পর্যায়ের হলেও চলনে বলনে ম্যাক্রোকেও হার মানায়।

কিছুদিন ছোটোখাটো খুনসুটি ছাড়া তেমন কিছুই ঘটলো না। এদিকে টাকের পরিসর বৃদ্ধির কারণে হেয়ার স্টাইলের কার্যকারিতা কমতে শুরু করেছে। কারণ শাক দিয়ে ইলিশ মাছ ঢাকা সম্ভব হলেও কৈ মাছ ঢাকা কঠিন।

মাসখানেক পর বিন্দুর শাখামৃগ স্বভাব প্রকাশ পেতে শুরু করলো। খাবার টেবিলে বসে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দুলাভাই আপনি কি কখনো বেলতলায় গিয়েছেন?

আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কম। কথার ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না। হেসে জবাব দিলাম, না, বেলতলায় কখনো যাওয়া হয়নি।

তাহলে একবার যাবেন। একবারের বেশী নয় কিন্তু- বিন্দুর কথার খোঁচাটা এবার বোধগম্য হলো। তাৎক্ষনিকভাবে যতটা না বিব্রত হলাম, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বিন্দু ওর ছোট ভাই পল্টুকে সাথে নিয়ে আমার উপর কটাক্ষ নিপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলো ক্লান্তিহীন। টাক হয়ে উঠলো শ্বশুরীয় ভ্রাতা-ভগ্নীর বিনোদন আর আমার বিড়ম্বনার কারণ। বিন্দুর নির্যাতনে ভাবি, শ্বশুর বাড়িতেই যাবোনা। কিন্তু শাশুড়ির আদর আর চমৎকার রান্নার লোভ সামাল দিতে পারিনা বলে সপ্তাহান্তে একবার না গিয়ে পারিনা। আর প্রতিবারই বিন্দু তার সৃজনশীল বাঁদরামো দিয়ে আমাকে উত্যক্ত করে। ভাবি, ওর নাম বিন্দু না হয়ে যদি বৃত্ত হতো, তাহলে কী সর্বনাশটাই না হতো!

বিন্দুর নির্যাতনের কয়েকটি নমুনা:

এক.

একদিন শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি বিন্দু বাসায় নেই। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে মনের আনন্দে আয়েশ করে সোফায় বসে পত্রিকা পড়তে লাগলাম। কিন্তু আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বিন্দু এলো এবং যথারীতি আমার সামনে বসে পড়লো।

আরে দুলাভাই, কেমন আছেন ?

ভালো, তুমি ভালো আছো?

ভালো আছি। আর শোনেন, ঘরের ভেতর ভালোই আছেন। বাইরে যাবেন না খবরদার, বাইরে ভীষণ গরম। একেবারে টাক ফাটা রোদ।

দুই.

আমার বাসায় এলো বিন্দু আর পল্টু। ওদের খুশী করার জন্য পিৎজা, আইসক্রীমসহ ওদের পছন্দের খাবার নিয়ে এলাম। উত্যক্ত হওয়ার ঝুঁকি যদি তাতে কিছু কমে। খাওয়ার পর টিভি দেখতে বসলাম। পল্টুর হাতে রিমোট কন্ট্রোল। বিন্দুর পক্ষে বেশীক্ষন চুপ করে থাকা সম্ভব হলোনা। পল্টুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, রিমোটটা দে তো পল্টু। চ্যানেল ডি-তে একটা টাক শো হচ্ছে।

-টাক শো না আপু, টক শো, পল্টু বললো।

- ও আমি ভেবেছিলাম বুঝি . . .

তিন.

শ্বশুর বাড়ীতে খেতে বসেছি। উপাদেয় খাবারের স্বাদ আর সৌরভ উপভোগ করছি। একটু পর বিন্দু খানিকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলো আমি প্রমাদ গুনলাম। ও এখন কিছু একটা বলবে যা আমার জন্য যথেষ্ট সুখশ্রাব্য নাও হতে পারে। কন্ঠে শিক্ষক সুলভ গাম্ভীর্য এনে পল্টুকে জিজ্ঞেস করলো, ' বলতো, টাকশাল ইংরেজি কী?'

টাকশাল বলতে গিয়ে টাক জোরে আর শাল আস্তে উচ্চারণ করলো। আমি প্রতিবাদ করলাম। নালিশ করলাম শাশুড়ির কাছে- দেখেছেন আম্মা?

শাশুড়ি বিন্দুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাবেন তার

আগেই আক্রমণে বিন্দু।
"আম্মা কী দেখবেন? আমি তো আপনার টাকের ইংরেজী জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করেছি টাকশাল ইংরেজী। শোন পল্টু, টাকশাল ইংরেজি হচ্ছে Mint. আর টাকের ইংরেজিও জেনে রাখা দরকার। পরীক্ষায় যদি Essay লিখতে দেয়- Your Brother in Law, তাহলে তো লিখতে হবে। টাক ইংরেজি হচ্ছে Bald
আমাকে Bold Out করে হিন্দী সিরিয়ালের খলনায়িকার মত কটাক্ষ হেনে খটখট পা ফেলে চলে গেলো বিন্দু।
এভাবেই দিন যায়, বছর ঘুরে আসে। টাক বিনোদনের নিত্য নূতন কৌশল অব্যাহত রাখলো বিন্দু। শিষ্য পল্টুর মাধ্যমে আমার উপর প্রয়োগ করলো এসব কৌশল।
একটি আদর্শ টাকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়, চকচকে টাকের উপর ফোরোসেন্ট আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কৌণিক অবস্থান, বৈদ্যুতিক তারের উপর বসা নাগরিক কাক প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে কেন উন্মুক্ত টাক ক্ষেত্রকেই বেছে নেয় - এমনই আরো অনেক জটিল সমস্যা সমাধানের গুরু দায়িত্ব পড়লো পল্টুর উপর। বিন্দুকে নিরস্থ করার জন্য আমার নিরীহ স্ত্রী এবং শাশুড়ির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হলো। আমিও একটু একটু করে? এসবে অভ্যস্থ হতে শুরু করলাম। এমন সময় ঘটলো একটি বিস্ফোরক ঘটনা, যা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।
কয়েকদিন যাবত বিন্দু চুপচাপ। ব্যাপারটিকে আসন্ন ঝড়ের পুর্বাভাস বলেই মনে হচ্ছে। একদিন বিকেলে শ্বশুরালয়ে বিন্দুমুক্ত পরিবেশে ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছি। হঠাৎ বন্ধুবাহিনী নিয়ে হৈহৈ করে ঢুকে পড়লো বিন্দু। এদের অনেককেই আমি চিনি। তবু বিন্দু সবাইকে এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি হাসি হাসি মুখ করে ঝড় মোকাবেলার উপায় খুঁজতে লাগলাম।
যথারীতি বাক্যবান বর্ষণ করতে শুরু করলো বিন্দু।
"শোনেন দুলাভাই, আজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।"
"কিন্তু আমাকে যে এখনই যেতে হবে। জরুরী একটা মিটিং আছে," পলায়নের একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলাম।
"তার চেয়ে জরুরী এখানকার মিটিং। আজ আমরা তথ্য অবমুক্তকরণ এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করবো।"
"বাহ, বেশ তো!" বিন্দুর সুমতি দেখে পুলকিত হলাম।
"আমিই মূল বক্তব্য রাখবো। অন্যরা পরে কথা বলার সুযোগ পাবেন," বিন্দু শুরু করলো।
"দুলাভাই আপনি জানেন, দেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। তথ্য জানা জনগনের অধিকার। ঔপনিবেশিক আমলের গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আইন অনুয়ায়ী তথ্য গোপন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আপনি দিনের পর দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনার মাথায় উপর অবারিত টাক প্রান্তর আপনি কয়েক গাছা চুল দিয়ে আবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন। আমরা, এই আমজনতা (Mango Public) আপনার টাকের প্রকৃত রূপদর্শন তথা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।
দ্বিতীয়ত আপনি জানেন, সম্পদের সুষম ব্যবহার টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এই যে আমার বন্ধু শেফালী- কোমর ছাড়ানো চুল ওর সম্পদ। রাস্তায় শপিং মলে, পার্টিতে, ক্যাম্পাসে ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওর চুলের দিকে। দেখে মুগ্ধ হয়। আমার ধারনা আপনিও মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকান। আপনার সম্পদ হচ্ছে আপনার টাক। ওই দৃষ্টিনন্দন টাক ঢেকে রাখার চেষ্টা করে আপনি সম্পদের অপচয় করছেন। টাকের সৌন্দর্য দর্শন থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। অতএব টাক উন্মোচন এখন সময়ের দাবী। কী বলিস তোরা?"
"ঠিক, ঠিক," কলরব করে উঠলো সবাই।
"ইয়ে বিন্দু, আমার একটু ফ্রেশ রুমে. " পলায়নের দ্বিতীয় চেষ্টা করলাম।
"নো কোথায় যাওয়া চলবে না। এই তোরা দুইজন দুলাভাইয়ের দুই পাশে দাঁড়া। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবো। এই সভা সিদ্ধান্ত নিচেছ যে অনতি বিলম্বে দুলাভাইয়ের টাক উন্মোচনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে। এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই টাক প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মোড়ক উন্মোচন করবেন খ্যাতিমান মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব জনাব বাবুল হায়াত। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার .
কোনঠাসা হতে হতে আমি যখন খাদের কিনারে ঠিক তখনি দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার মত আর্বিভূত হলেন আমার শ্বাশুড়ি আম্মা, আর আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন দুবৃত্ত শাখামৃগ বাহিনীর কবল থেকে।
পরিশিষ্ট:
সংকট থেকে উত্তরণের একটা পথ খুঁজে নিয়েছি আমি। সেদিন এক বিদেশী বায়ার-এর সাথে মিটিং করতে গেলাম এক পাঁচতারা হোটেলে। ন্যাড়া মাথা বায়ারকে দেখে আইডিয়াটা মাথায় এলো। হেয়ার স্টাইল আবার চেঞ্জ করে আমি এখন পুরোপুরি কেশমুক্ত। বিন্দুকে আর বাঁদরামোর সুযোগ দেয়া চলবে না। রিক্শায় বসে খোলা বাতাসে ফুরফুরে মেজাজে আমি এখন যাচিছ শ্বশুর বাড়ী। আমি এখন ভারমুক্ত, ভাবনাহীন।
একটু ভাবনা তবু রয়ে গেলো। আগেই বলেছি আমার বুদ্ধি কম। বুঝতে পারছি না বিন্দুর সাথে লড়াইয়ে আমি জিতলাম না হেরে গেলাম। হারজিতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। পন্ডিত ব্যক্তিরা আমাকে চিন্তামুক্ত রাখার জন্য দুটো বানী রেখে গেছেন।
১) যদি আমি জিতে থাকি তাহলে - সত্যের জয় অনিবার্য।
২) যদি হেরে গিয়ে থাকি তাহলে - পরাজয়ে ডরে না বীর।

স্বামী স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনে কত কথাই না হয়... কিন্তু কিছু কিছু কথা খুবই টিপিক্যাল, প্রায়ই হয়ে থাকে। স্ত্রীর বেলায় স্বামী কিভাবে পিছলে যায় বা স্বামীর বেলাতেই বা কি ঘটে দেখা যাক না...!

স্বামী বনাম স্ত্রী

কার্টুন- হিরক

তোমার একটা চিঠি এসেছে উপরে লেখা 'বিশেষ গোপনীয়'
চিঠিতে কি লিখা ছিল বলে ফেল...
গিন্নী তোমাকে এত সুন্দর লাগছে বম্বের নায়িকা ফেল মেরে যাবে...
কতটাকা ধার লাগবে সেটা জলদি বলে ফেল...
নিশ্চয়ই আজ সিগারেট খেয়েছ? মুখে গন্ধ পেলাম...
কিযে বল, আজ দুই সিগারেট খোর বন্ধু এসে ভুস ভুস করে আমার মুখের উপর ধূয়া ছারতে লাগলো, আমাকে বলে তুই একটা ধরা...আমি বলি কি বলিস আমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ...
HEROK

আদীমকালের প্রাণীরা বেঁচে থাকলে...আমরা যা করতে পারতাম...!

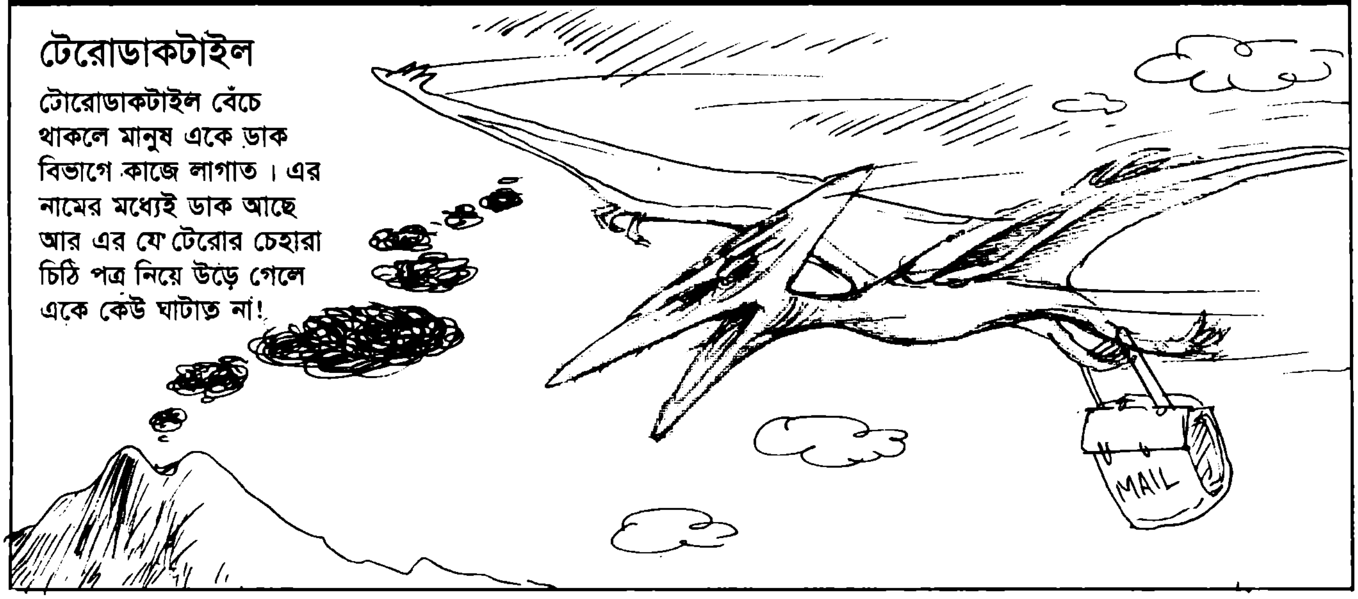

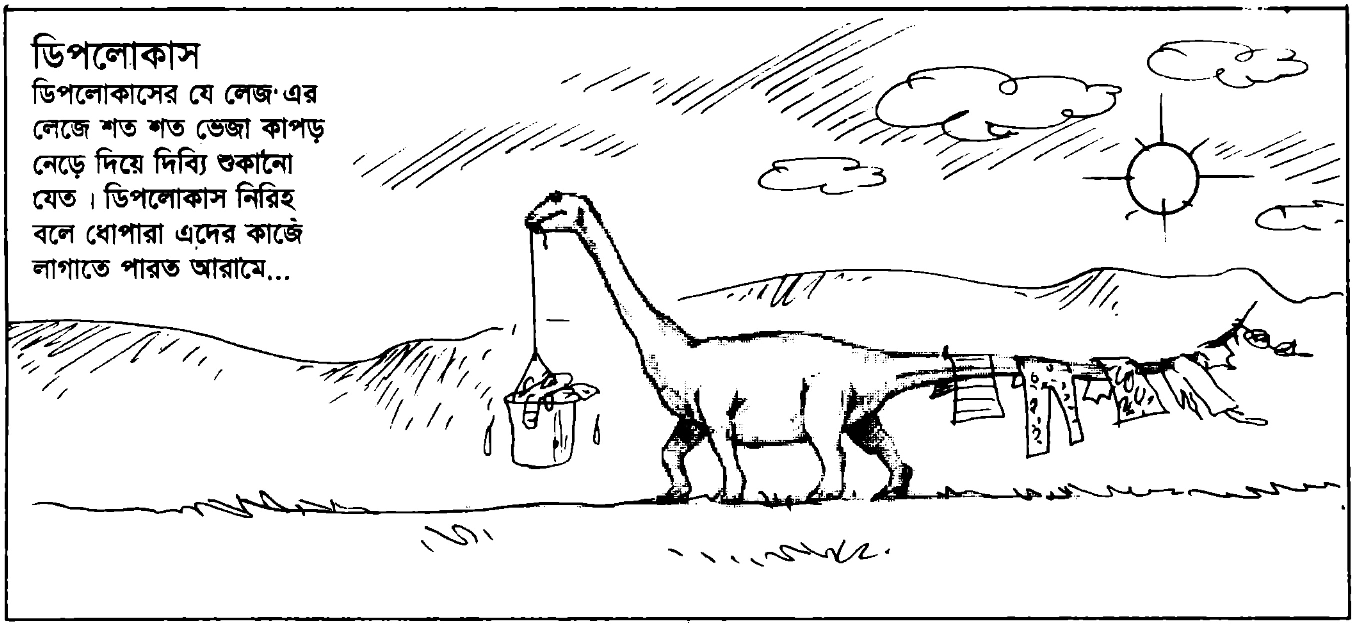

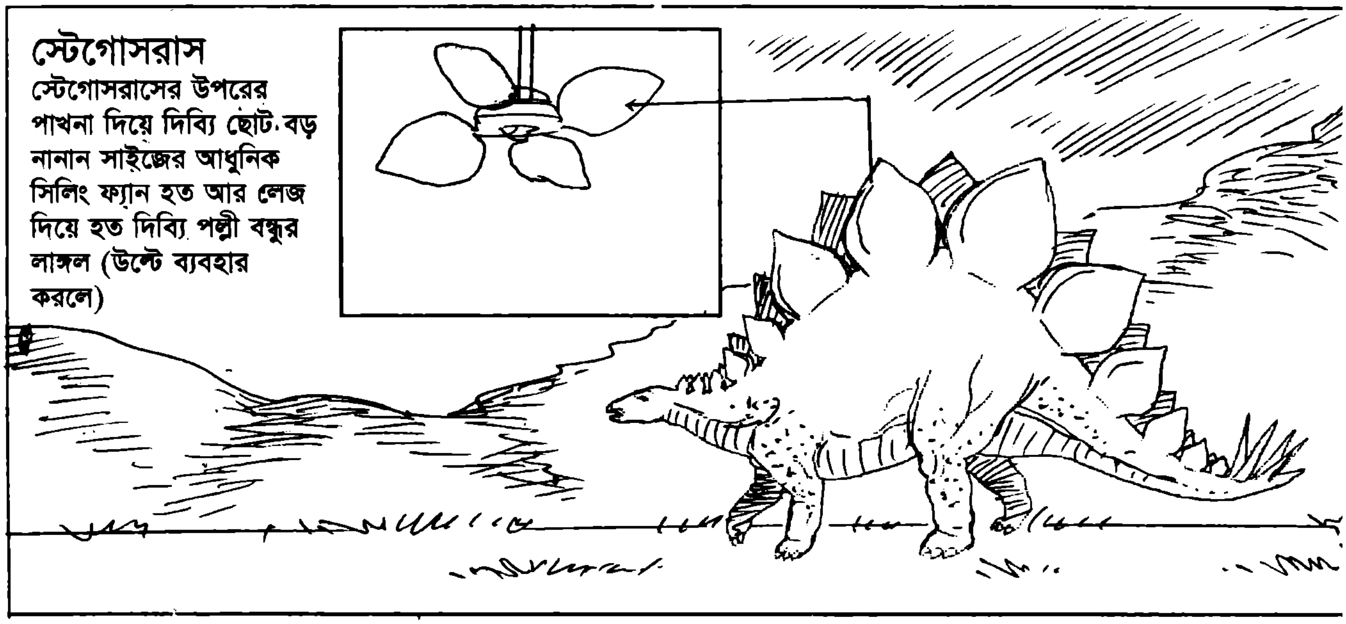
স্টেগোসরাস
স্টেগোসরাসের উপরের পাখনা দিয়ে দিব্যি ছোট-বড় নানান সাইজের আধুনিক সিলিং ফ্যান হত আর লেজ দিয়ে হত দিব্যি পল্লী বন্ধুর লাঙ্গল (উল্টে ব্যবহার করলে)

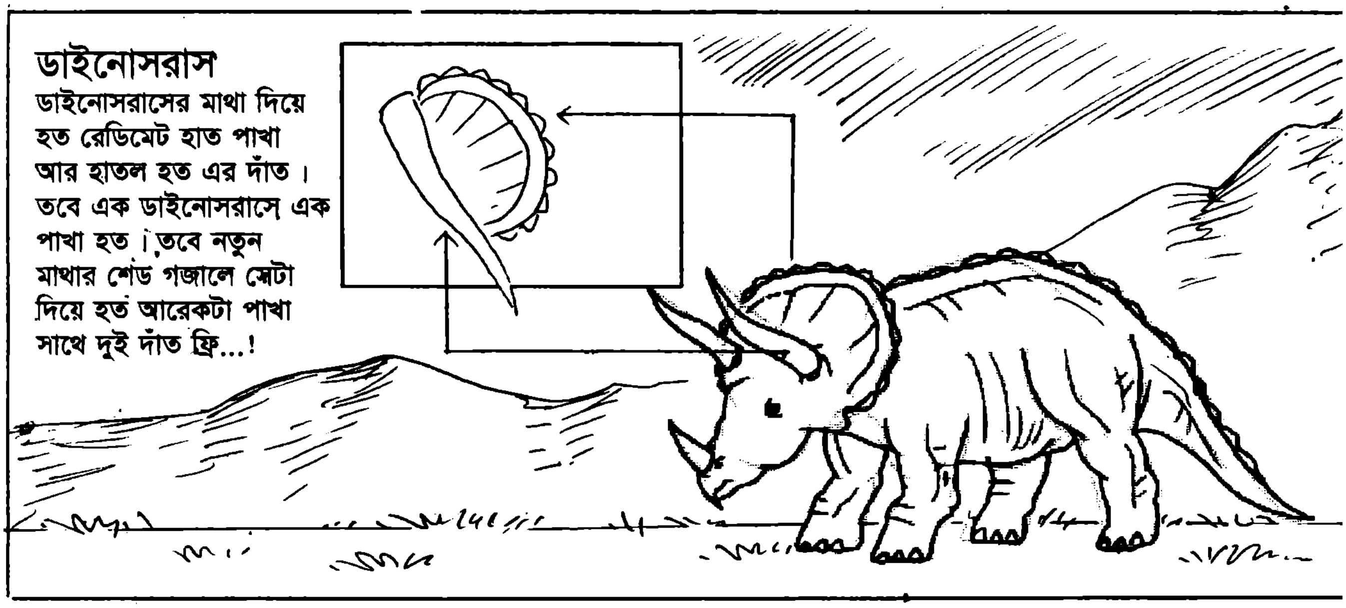
ডাইনোসরাস
ডাইনোসরাসের মাথা দিয়ে হত রেডিমেট হাত পাখা আর হাতল হত এর দাঁত । তবে এক ডাইনোসরাসে এক পাখা হত । তবে নতুন মাথার শেঁড গজালে সেটা দিয়ে হত আরেকটা পাখা সাথে দুই দাঁত ফ্রি...!

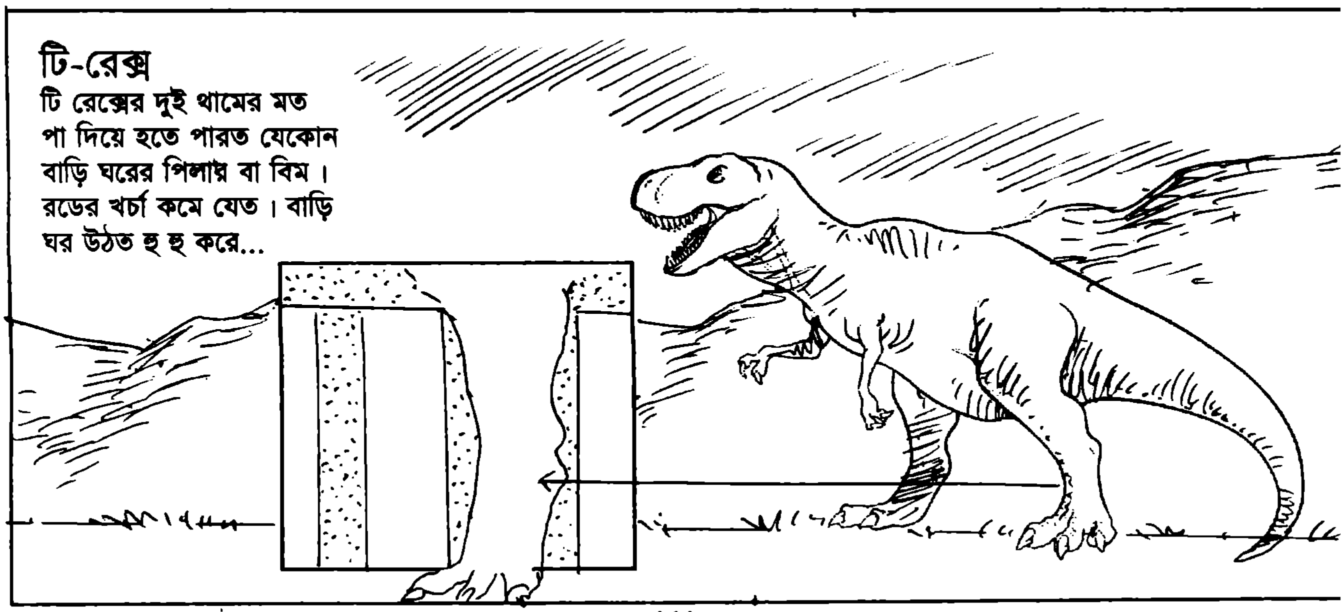
টি-রেক্স
টি রেক্সের দুই থামের মত পা দিয়ে হতে পারত যেকোন বাড়ি ঘরের পিলার বা বিম । রডের খর্চা কমে যেত । বাড়ি ঘর উঠত হু হু করে...

ফুটবলঃ
কোলাজ কার্টুন!

ধরছি শালারে...তোমরা গোল দাও...!
ছার ছার... গোলটা দিয়া লই...!
আল-াহএকটা গোল যেন করতে পারি...
C.RONALDO
কাম সারছে! মাঠে এ্যালিয়েন নাইমা গেছে...

ওয়ার্ল্ড কাপে একদিন

আহসান হাবীব

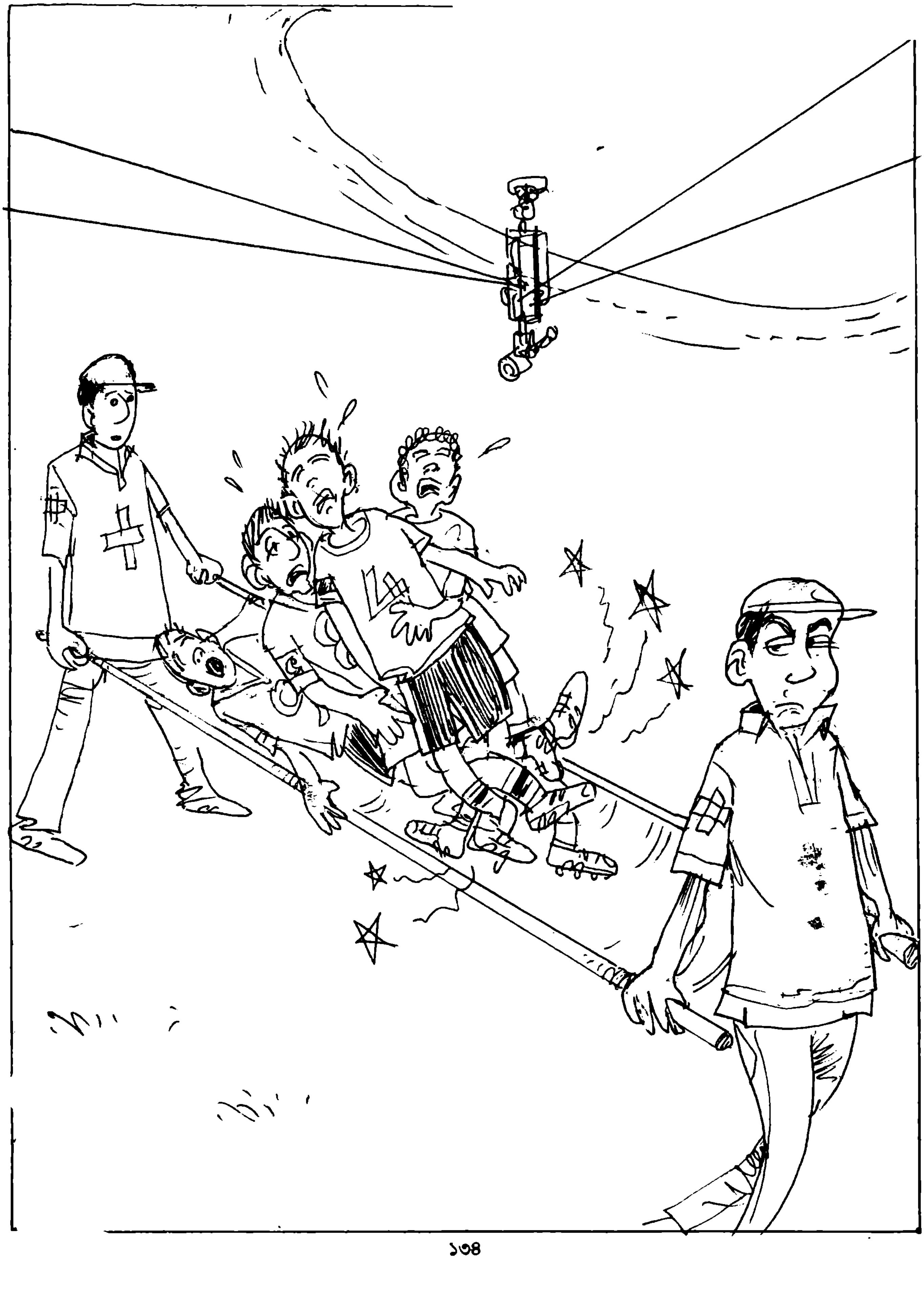

ফলমূলে ফর্মালিন দেয়া এখন একটি কুটির শিল্প হয়ে উঠেছে। জনজীবন ভয়াবহরকম হুমকির মুখে। এমতাবস্থায় আমরা যেটা করতে পারি অন্যান্য জায়গায় ফর্মালিন ছিটিয়ে দিতে পারি যা পরবর্তীতে কাজে লাগবে। সেই অন্যান্য জায়গা কি হতে পারে তাই নিয়ে এই ফিচাররররর...

কোথায় ফর্মালিন দেয়া যেতে পারে!

লেখা- তৌফিক রিপন

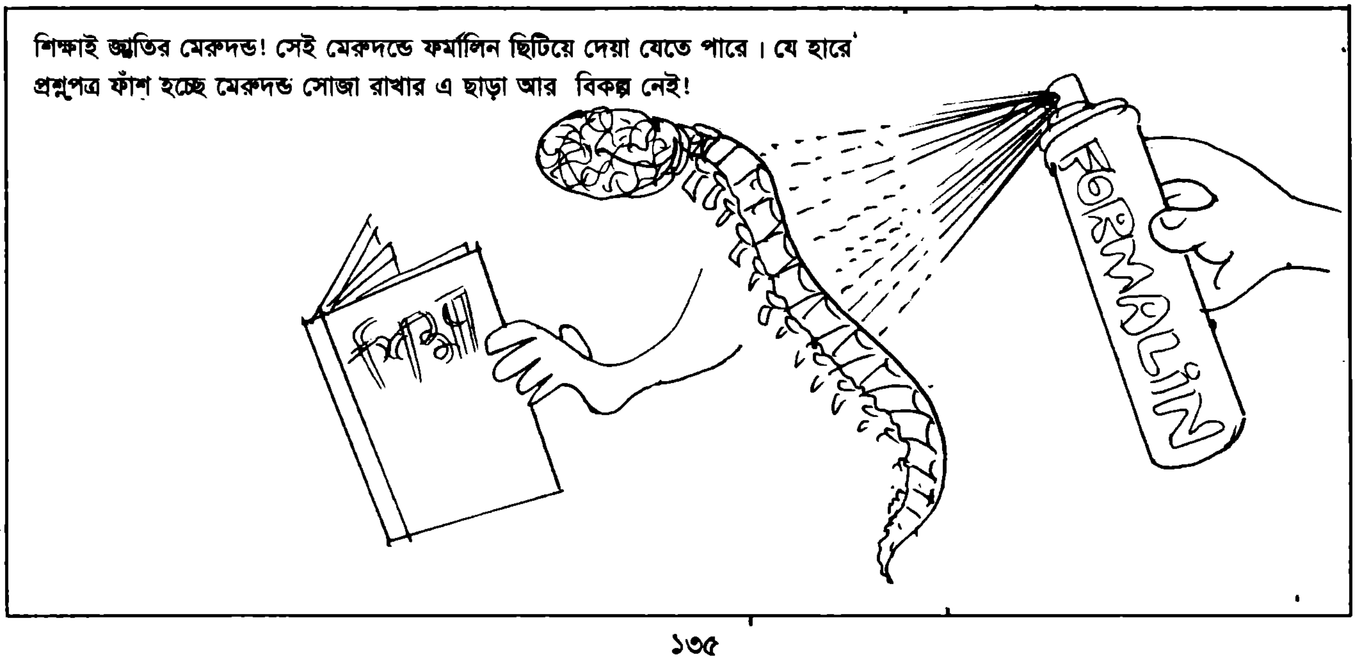

***(বলাই বাহুল্য এসবই কিন্তু স্রেফ উন্মাদীয় পদ্ধতি। কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্কের পাঠকদের জন্য প্রযোজ্য)**

রাস্তা তৈরী হওয়ার পর তাতে ফর্মালিন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে তাতে রাস্তার আর খোয়া উঠবে না সারা বছর।

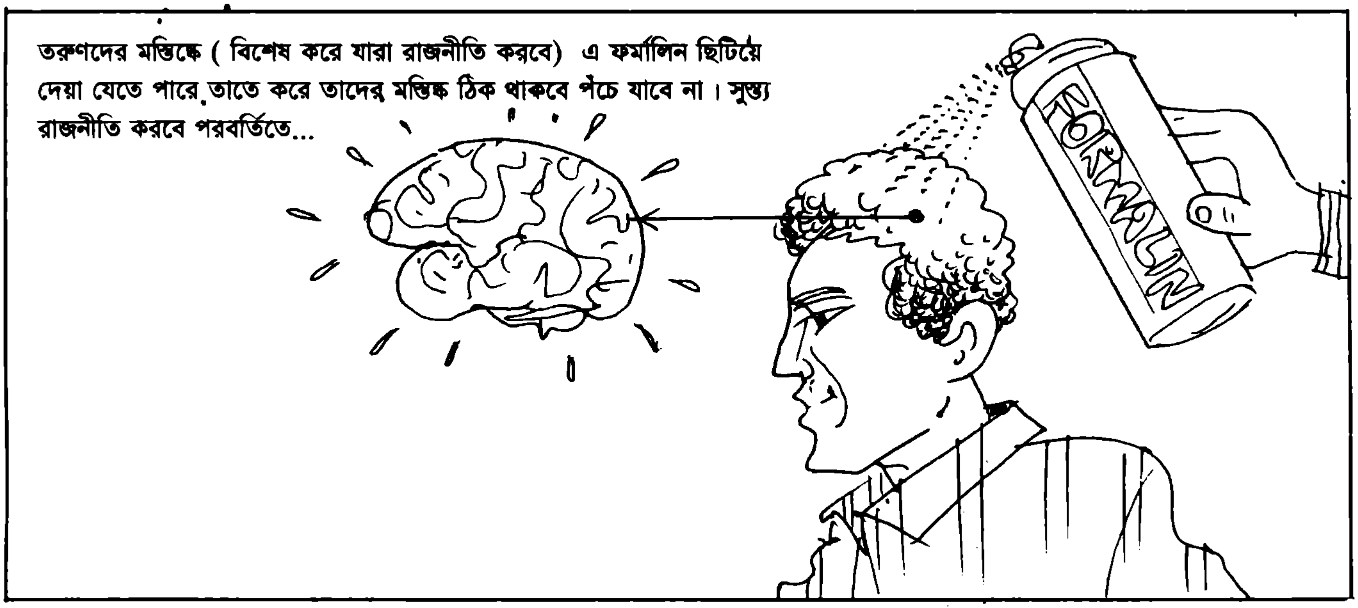
তরুণদের মস্তিষ্কে (বিশেষ করে যারা রাজনীতি করবে) এ ফর্মালিন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে তাতে করে তাদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকবে পঁচে যাবে না। সুস্থ্য রাজনীতি করবে পরবর্তিতে...
FORMALIN

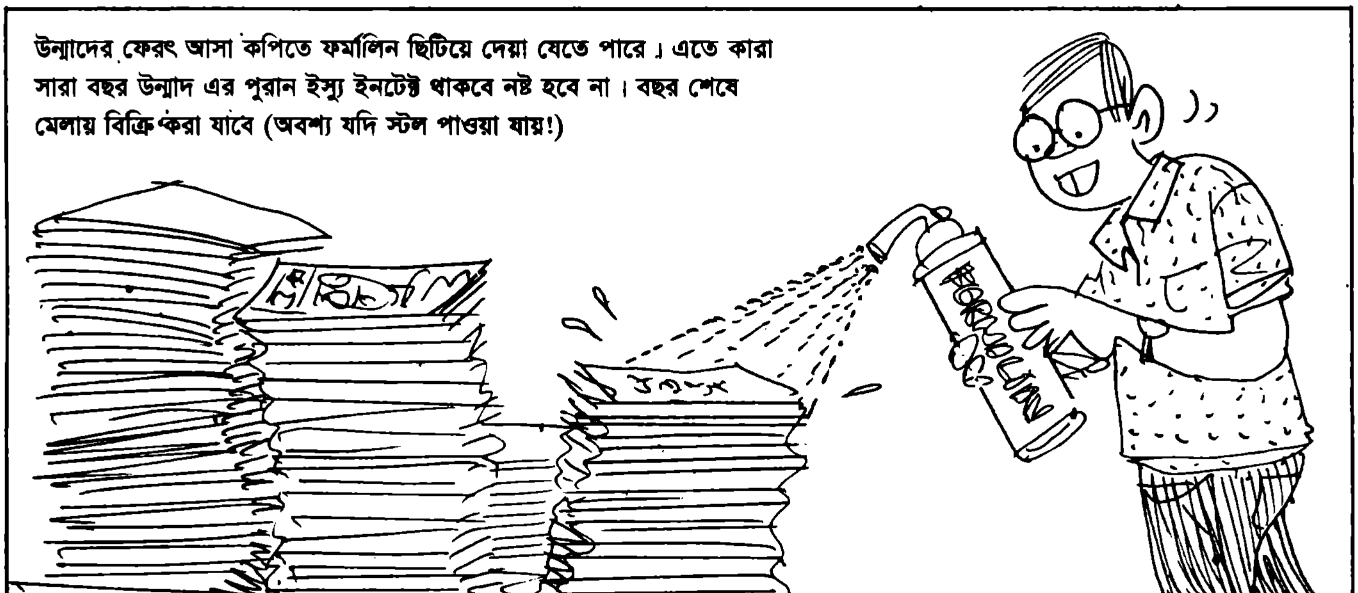
উন্মাদের ফেরৎ আসা কপিতে ফর্মালিন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে কারা সারা বছর উন্মাদ এর পুরান ইস্যু ইনটেক্ট থাকবে নষ্ট হবে না। বছর শেষে মেলায় বিক্রি করা যাবে (অবশ্য যদি স্টল পাওয়া যায়!)
FORMALIN

তুই দেখি সব জানিস!
কার্টুন- পাভেল
বলতো মেয়েরা কোন মাসে কথা কম বলে?
ফেব্রুয়ারী মাসে কারণ ঐ মাসে একদিন কম।
বলতো সাপ কেন টাট্টু করতে চায় না?
কারণ সাপ সবসময় খোলস পাল্টায়
বলতো বিড়াল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হলে নাম কি হত?
ম্যাও সেতুং

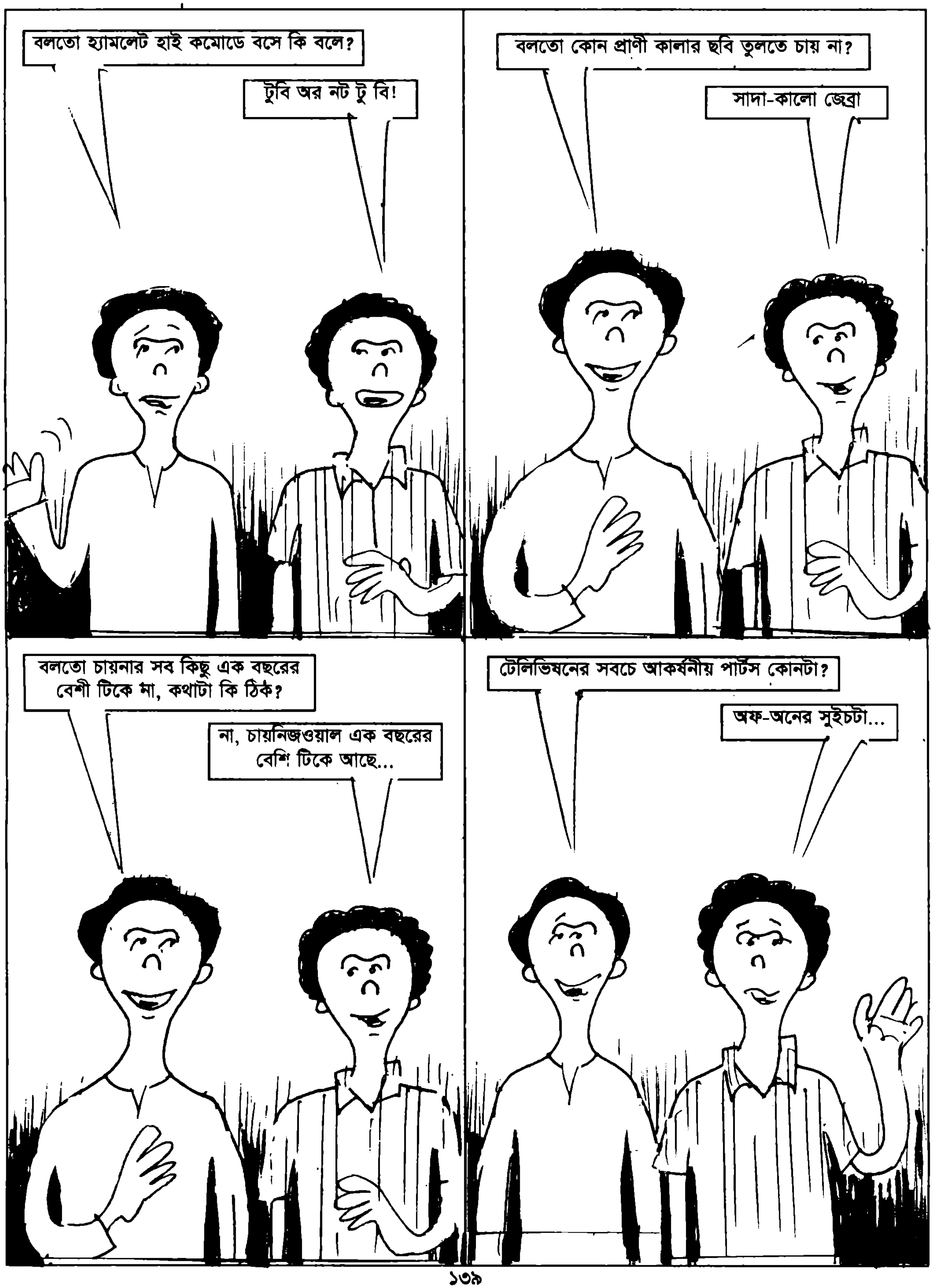

বলতো হ্যামলেট হাই কমোডে বসে কি বলে?
টুবি অর নট টু বি!
বলতো কোন প্রাণী কালার ছবি তুলতে চায় না?
সাদা-কালো জেব্রা
বলতো চায়নার সব কিছু এক বছরের বেশী টিকে মা, কথাটা কি ঠিক?
না, চায়নিজওয়াল এক বছরের বেশি টিকে আছে...
টেলিভিষনের সবচে আকর্ষনীয় পার্টস কোনটা?
অফ-অনের সুইচটা...

রিক্সা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক অনিবার্য বাহন । এর যে চালক সেও আমাদের জীবনের এক অনিবার্য সঙ্গি । কিন্তু তাকে চিনে উঠা সবসময় কঠিন হয়ে উঠে... । তাকে সঠিকভাবে চেনার জন্য এই বিশেষ গবেষনা ধর্মী ফিচাররর...!!

~~রিকশাওয়ালাকে চিনুন!~~
~~রিকশাওয়ালাকে চিনুন!~~
রিকশাওয়ালাকে চিনুন!

কার্টুন- আহসান হাবীব

রিক্সাওয়ালা যদি আপনার দিকে ফিরেও না তাকায় তাহলে বুঝতে হবে সে কোন নবাব বংশের লোক। তার ফাদার সাইড বা মাদার সাইডে কেউ বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিল!
‘নিউ মার্কেট যাবেন ভাই ?’ বলার পর রিক্সাওয়ালা যদি বলে ‘চলেন যাই:..’ তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ইবনে বতুতার রক্ত প্রবাহিত যেকোন দুর্গম জায়গায় যেতে সে সদা প্রস্তুত...
ভাড়ার প্রসঙ্গে রিক্সাওয়ালা যদি বলে ‘দিয়েন ইনসাফ করে...’ তাহলে বুঝতে হবে গন্তব্যে পৌঁছে আপনার কাছে পুরা বেইনসাফি ভাড়া চাইবে...আপনি ধরা খাবেন নির্ঘাত!

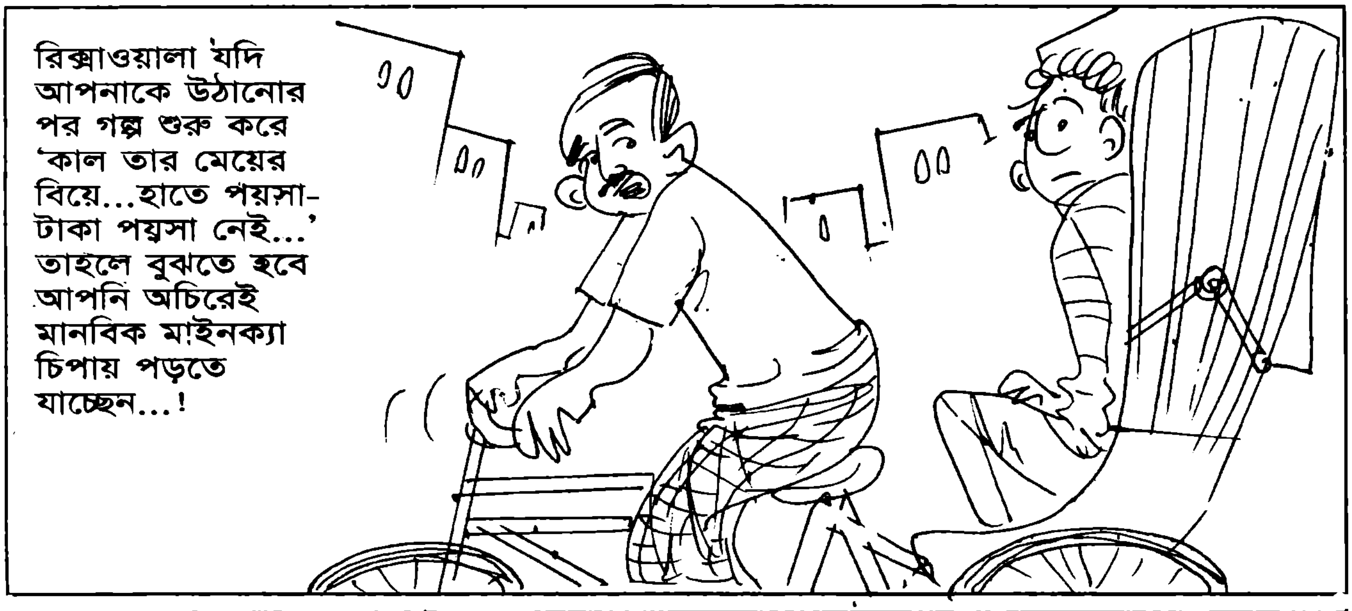
রিক্সাওয়ালা যদি
আপনাকে উঠানোর
পর গল্প শুরু করে
'কাল তার মেয়ের
বিয়ে...হাতে পয়সা-
টাকা পয়সা নেই...'
তাহলে বুঝতে হবে
আপনি অচিরেই
মানবিক মাইনক্যা
চিপায় পড়তে
যাচ্ছেন...!

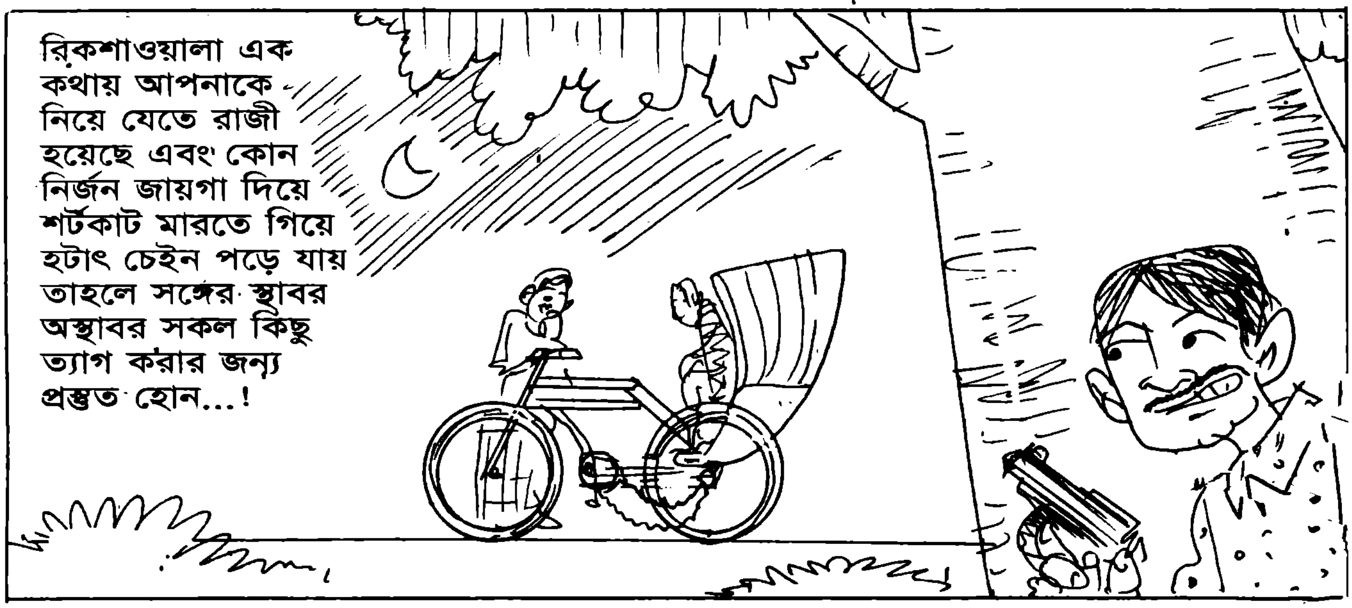
রিকশাওয়ালা এক
কথায় আপনাকে
নিয়ে যেতে রাজী
হয়েছে এবং কোন
নির্জন জায়গা দিয়ে
শর্টকাট মারতে গিয়ে
হটাৎ চেইন পড়ে যায়
তাহলে সঙ্গের স্থাবর
অস্থাবর সকল কিছু
ত্যাগ করার জন্য
প্রস্তুত হোন...!

মিরপুরে উন্মাদ
অফিসে যাওয়ার কথা
শুনে রিকশাওয়ালা
যদি আকুল হয়ে
কাঁদতে শুরু করে
তাহলে বুঝবেন সে
একসময় উন্মাদের
একনিষ্ঠ পাঠক
ছিল...এবং উন্মাদের
যাবতীয় দর্শন বিশ্বাস
করে আজ সে...

উন্মাদীয় সমস্যা ও সমাধান...

খ্যাত অখ্যাতদের...!

এডলফ হিটলার

আমার সমস্যা হচ্ছে আমার সঙ্গে আছে মেরেলিন মনরো। ভালই সময় কাটাচ্ছি কিন্তু বুঝতে পারছি না আমার সঙ্গে এই সুন্দরী কেন? পৃথিবীতে এত ইহুদী মেরে আমারতো থাকার কথা নরকে...

- আপনি নরকেই আছেন। শাস্তি টা হচ্ছে মনরোর আপনারটা এখনো শুরু হয় নাই।

আইনস্টাইন

আমি স্বর্গেই আছি। তবে মুশকিল হচ্ছে কোন বিজ্ঞান গবেষনা করতে পারছি না। স্বর্গের লোকজন নোবেল প্রাইজের টাকার হিসাব চাচ্ছে। কি করি?

- নরক থেকে একজন সেইরকম আয়কর উকিল হায়ার করুন।

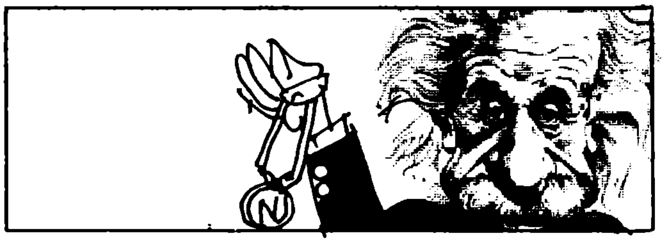

মার্কটোয়েন

লেখালেখির কারণেই বোধহয় স্বর্গেই আমার স্থান হয়েছে কিন্তু মুশকিল বা সমস্যা যাই বলুন না কেন সেটা হচ্ছে আমার নাম নিয়ে, মার্কটোয়েন আমার ছদ্মনাম হওয়ায় স্বর্গের লোকজন ঝামেলা করছে। বলছে আসল নামে এন্ট্রি করতে হবে নইলে নরকে পাঠিয়ে দিবে। কি করি সমাধান দিন...

- বুঝতে পেরেছি আপনি ভাল বাটে পরেছেন। আপনি আপনার নাম সংক্রান্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন ফ্যাক্স করে.(সাথে কিছু নগদ ক্যাশও বিকাশ করুন)। আমরা এখান থেকে 'জেনুইন ডুপ্লিকেড' কপি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিব...

মীরজাফর আলী খা

আমি নরকেই আছি তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু বড্ড নিঃসঙ্গ আপনাদের দেশ থেকে শুনেছি অনেকেরই আসার কথা কিন্তু এখনও কেউ আসছে না কেন?

আসবে আসবে...ধৈর্যনং ধরনং তিষ্ট!

মার্কনি

আমার সমস্যা হচ্ছে ...রেডিও আবিস্কার করেতো মনে হচ্ছে ফাটা বাঁশের চিপায় পড়ছি। সবাই বলছে আমার আগেই আপনাদের স্যার জগদিশ চন্দ্র বসু নাকি আবিস্কার করেছিলেন। আমি নাকি চুরি করেছি। এখন এখানে সবাই আমাকে রাতদিন অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। কি করি?একটা সমাধান দিন

- কি আর করবেন? স্বর্গ থেকে নরকে আত্মগোপন করুন। (স্যার জগদিশের ছদ্মবেশ নিতে পারেন)

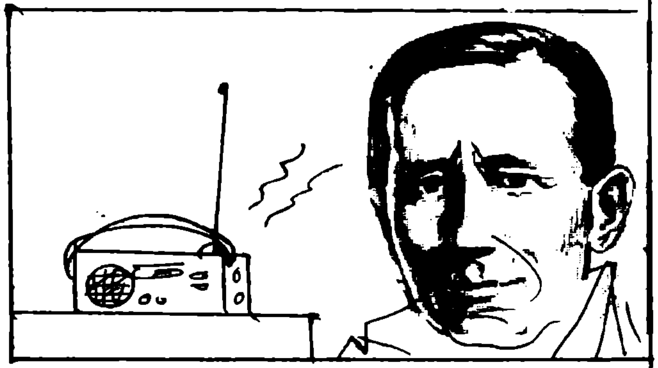

মাও সেতুং

আমিতো ভাই বিরাট অসুবিধায় আছি। কোন কক্ষুনে যে বলেছিলাম 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস...' এখন এখানে বন্দুকের নলের মুখেই আছি। কমিউস্টি বলেতো নরকেই আছি আর বুঝেনতো নরকে সব টপ টেররা আছে তাদের গান পয়েন্টে আছি এর থেকে বাঁচার বুদ্ধি কি? জলদি জানান ...সমাধান দিন...

- আরে এটা কোন বন্দুক আগে বুঝেন। কার্টুনের ব্যাঙ ব্যাঙ বন্দুক হওয়ার ব্যাপক সম্ভবনা আছে। তাহলেতো বেঁচেই গেলেন।

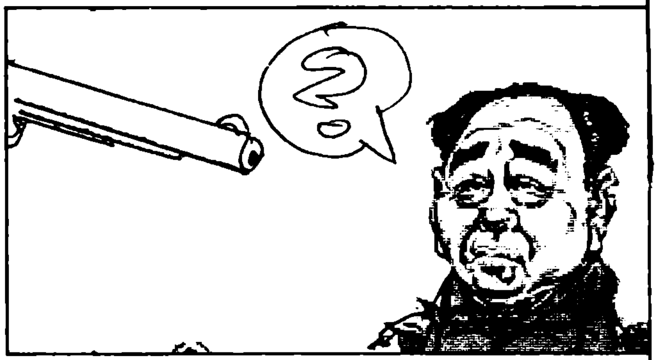

সালভাদার দালি

আমিতো ভাই বিরাট সমস্যায় আছি স্বর্গ-নরকের বার্ষিক ক্রিড়ায় দড়ি টানাটানিতে দুদিক থেকে দু দল রশি টানবে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু স্বর্গ নরকে রশি না'পাওয়ায় এখন নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার গোফ ধরে দু দল টানবে দুদিক থেকে। একদিকে নরকের লোকজন আরেক দিকে স্বর্গের, এমতাবস্থায় এ বিপদ থেকে বাঁচার বুদ্ধি কি? জলদি সামাধান দিন...

- কোন ব্যাপার না বাঙালী হাসির গল্পের সেই বিখ্যাত নাপিত এখন স্বর্গেই আছে। তাকে ই মেইল করে দিচ্ছি ও গিয়ে আপনার গোফ সাইজ করে দিবে। বাটার ফ্লাই গোফ ছাটবেন না কি ছাটবেন সেটা ঠিক করে নিন।

ম্যাক্সিম গোর্কি

পৃথিবীতে থাকতে দু'বার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে আমাকে নরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শুনছি। নরকে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা শুনেছি ওখানে নেই। একটা ল্যাপটপ বা আই প্যাড কি কোন ভাবে পাওয়া যায়? ব্যাবস্থা করতে পারেন? সমাধান দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব। চাই কি আপনার উন্মাদেও মাঝে মাঝে লিখতে পারি। কোন সন্মানীও আমি চাই না আপনাদের কাছ থেকে...

- এতো মহা জ্বালায় ফেললেন। আমাদের অফিসের পিসিটাই পাঠাতে পারতাম কিন্তু প্রচুর ভাইরাস। তবে আপনি এক কাজ করুন একটা এন্টি ভাইরাস এর সিডি জোগার করুন আর এদিক থেকে দেখি আমি আমাদের অফিসের পিসিটা পাঠাতে পারি কিনা।

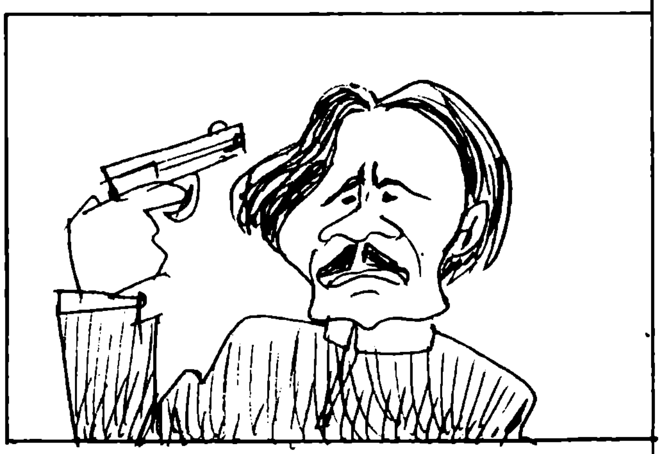

পাইপদেখে যায় চেনা

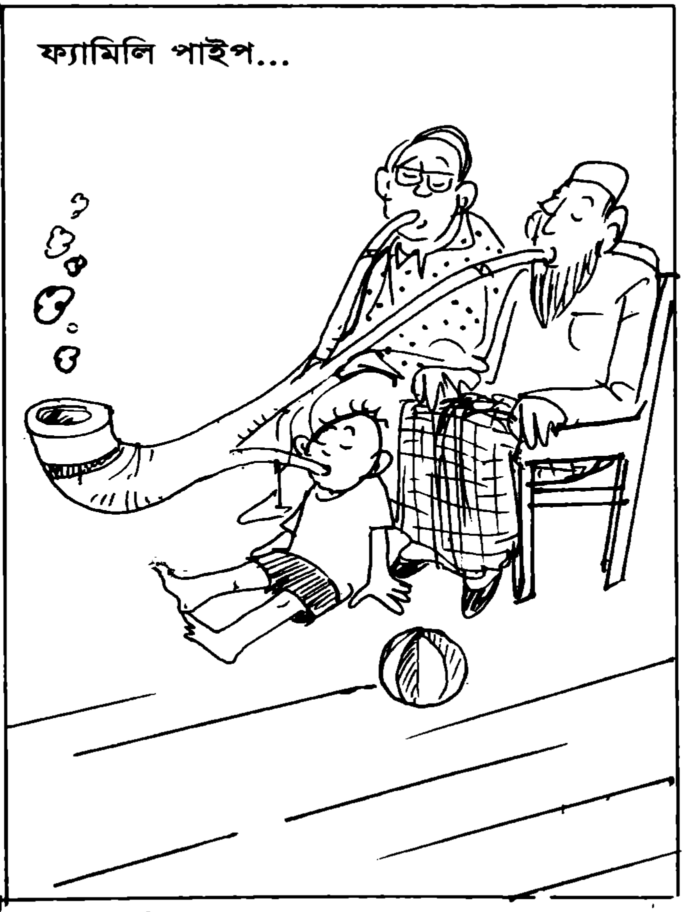

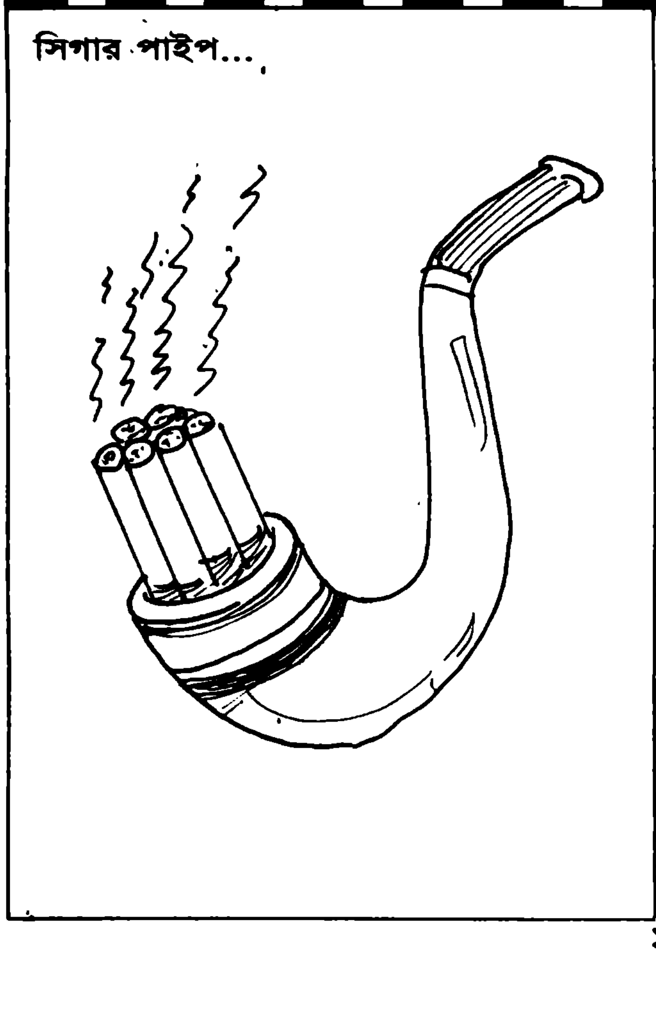

হরর পাইপ...
গারবেজ পাইপ...
এটমিক পাইপ...
উন্মাদীয় পাইপ...

রম্য নাটক

একদা এক নারীবির্বজিত কবি-[অবশেষে] প্রেমে পড়িল...!

আহমেদ মামুন

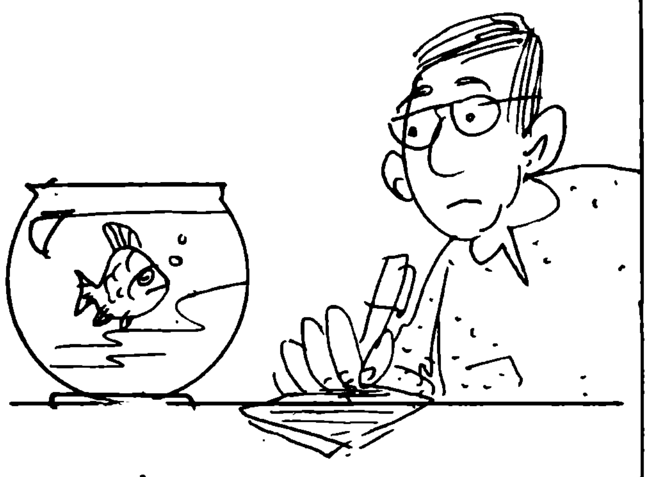

দৃশ্য-০১

(রাস্তার মোড়। মোড়ে দড়িয়ে এলাকার পতিনেতা আজাদ, ও তারা চ্যালা নুরুসহ আরো তিন চারজন ছেলে আড্ডা দিচ্ছে। পাশে দিয়ে যাচ্ছে কবি আবদুল মজিদ)

আজাদঃ আমাদের কবি সাহেব না?

নুরুঃ হ, বস। শান্তি শ্যাষ, আয়া ব্যারব্যার শুরু করব!

মজিদঃ কি করছ বন্ধুরা?

আজাদঃ দোস্ত আইজ্কা কাইল তো তোর দেখাই পাইনা। কই থাকোছ?

মজিদঃ আজ কবিতা উৎসব ছিলো। সেখানে গেছিলাম।

আজাদঃ কবিতা পাঠ করলি?

মজিদঃ তুইতো জানিস আমি নীভৃতচারী কবি। এই সব সেমিনারে কবিতা আবৃত্তি করে নিজেকে জাহির করা আমার স্বভাব না।

আজাদঃ জানি এখন পর্যন্ত কোন পত্রিকায় তোর কবিতা ছাপা হয় নাই।

মজিদঃ ছাপা হয় নাই। এইটা ঠিক না। আমি কোন পত্রিকায় লেখা পাঠাই নাই। আমি এই জনপ্রিয়তা, অটোগ্রাফ, সভা এসবে বিশ্বাসী না। কবিতা হল মনের খাদ্য।

নুরুঃ মামা আপনে ঠিক বলছেন। কবিতা হইল খাদ্য। তবে আমার ধারণা আপনার কবিতায় ভিটামিন আছে। নিরামিষি না।

মজিদঃ আমি কবিতা লেখি ভেতর থেকে। নিরামিষি হবে কেন?

নুরুঃ মামায় হইলো আমাদের এলাকার গর্ব। আশে পাশে কোন এলাকায় কবি নাই। শুধু এই আমাদের এলাকায় একটা কবি আছে মামা একটা কবিতা শুনান। যেন মনে ব্যাপক ভাব আসে।

মজিদঃ এখন কবিতা পাঠের সময়। আর এইটা কবিতা পাঠের পরিবেশ হইলো। তবুও যখন অনুরোধ করেছিস..

(মজিদ খাতা বের করে একটা কবিতা আবৃত্তি করবে।)

মজিদঃ নদীর পাশে খোলা মাঠ।
মাঠের বুকে কচি সবুজ ঘাষ।
ঘাসের গন্ধে মন উদাস।
আমার পথ হাটা ক্লান্তি
মুছে যায় ঘাসের গন্ধে
আমি ফিরে আসি বার বার...

নুরুঃ মামা কবিতার নাম কি?

মজিদঃ নামটা পুরোপুর ঠিক করি নাই। তবে ঘাস দিবো নয়তো ক ঘাস দিব।

নুরুঃ মামা আমার জ্ঞান কম তয় কবিতাটা আমি ঠিকই ঠায়োর কইর ফালাইছি। বুঝছি কার জন্য কবিতা লিখছেন!

মজিদঃ কার জন্য লিখছি?

নুরুঃ গরুর। মানে গরুর মনের কথা লিখছেন। আমনে অনেক বড় কবি। গরুর সমাজ, গরুর মন নিয়া ভাবেন।

মজিদঃ এই জন্যই তোগোরে কবিতা শুনাই না।

নুরুঃ মামা আমি নিজের অজান্তে কোন দোষ কইরা ফালাইছি।

মজিদঃ আমি কি গরুর সমাজের কবি?

নুরুঃ আমি কি বলছি? আমি বললাম আপনি গরুর মনের কথা নিজে দিলে জায়গা দিয়া কবিতা লেখছেন?

মজিদঃ তুই ব্যাটা আস্তা খবিশ।

আজাদঃ দোস্ত তুমি রাগ হও আর যাই হও। আমাদের বয়সি কবিদের কবিতা হইবো নারী নিয়া। প্রেম নিয়া। কি আমি ঠিক বলছি না?

মজিদঃ আজ কালকার সময়ের প্রেম হইলো ভন্ডামি। আমি ভন্ডামি নিয়া কবিতা লিখি না।

আজাদঃ দোস্ত তোর যদি আমাগো লগে চলতে হয় তাইলে প্রেমের কবিতা লেখতে হইবো।

নুরুঃ হ মামা লেখতে হইবে। আমনের কবিতা আমরা এসএমএস আকারে পাঠামু আশেপাশের এলাকার মেয়েদের কাছে। টাটকা এসএমএস। আমাদের প্যাচটিজ বারবো। এলাকারও সম্মান বারবো। ফুটপাতের গাইডের পুরান এসএমএস সব কমন। দেখলে চিনা যায়। মামা আমনে আমাগো দিকে তাকায়া অন্ততো দুই চাইর প্রেমের কবিতা রচনা করেন।

মজিদঃ নুরু ।০ক বলছে । তোকে প্রেমের কবিতা লিখতেই হইবো । নয়তো তোকে আমরা বয়কট করবো ।
আজাদঃ একজন কবির স্বাধীনতা আছে তার ইচ্ছে মতো লেখার ।
নুরুঃ মামা আপনে যদি প্রেমের কবিতা না লেখেন । আমরা গণ অনসন দিমু । সবাই না খায়া থাকুম । আপনি একটা প্রেমের কবিতা পাঠ কইরা অনসন ভাঙবেন ।
মজিদঃ তোরা অনসন দিয়ে মরে গেলে এসে জানাজা পড়ে যাবো । তবুও আমি প্রেমের কবিতা লিখবো না ।
নুরুঃ মামা আমনে কবি হয়া এমন নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনলেন । আমি মনে ব্যাপক কষ্ট পাইছি ।
আজাদঃ এখন শেষ কথা হইলো তোর আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হইলে অবশ্যই প্রেমের কবিতা লেখতে হবে । নয়ত সম্পর্ক শ্যাষ ।
মজিদঃ ঠিক আছে । শেষ ।
(মজিদ খাতা ব্যাগের মধ্যে ভরে প্রস্থান করবে । ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে আজাদ বলবে ।)
আজাদঃ ব্যাটা আবুল কবি!
নুরুঃ আবার ভাব লয় ।

দৃশ্যান্তর-০২

(আজাদ নিজের মোবাইল খুলে দেখে ১১টা মিস কল উঠে আছে । আজাদ কল ব্যাক করে ।)
হামিদাঃ আমি কয়টা মিস কল দিয়েছি ।
আজাদঃ সরি ।
হামিদাঃ আমি বলছি আমি কয়টা মিস কল দিয়েছি ।
(আজাদ মোবাইলের দিকে তাকায় ।)
আজাদঃ এগারোটা ।.
হামিদাঃ এখন এগারো বার সরি বলো ।
আজাদঃ সরি, সরি... ...
(হামিদা মুখে হাসি টেনে ।)
হামিদাঃ হয়েছে । এখন বল কি করছিলে?
আজাদঃ আমার এক কবি বন্ধু আছে । কবিতা লেখে ।
হামিদাঃ কবিতো কবিতাই লিখবে ।
আজাদঃ আরে ওর বিষয় হইলো ও কবিতা লেখবে প্রেমের কবিতা লেখবে না ।
হামিদাঃ তা কিসের কবিতা লিখে?
আজাদঃ কি সব হাবিজাবি গাছ-গাছালি লতাপতা নিয়া কবিতা লেখে ।
হামিদাঃ তাতে তোমার কি ও থাকুক লতাপাতা নিয়া ।
আজাদঃ আমার কথা হলো আমাদের বয়সি একটা ছেলে কেনো প্রেমের কবিতা লিখবে না ।
হামিদাঃ কেন সংসদে আইন পাস হয়েছে তরুণ কবিদের অবশ্যই প্রেমের কবিতা লিখতে হবে ।
আজাদঃ শোন এই বিষয়টা যদি পাশের মহল্লায় জানাজানি হয় । আমাদের মহল্লায় একজন কবি আছে সে লতাপাতা নিয়ে কবিতা লিখে । তাহলে কি হবে জানো?
হামিদাঃ কি হবে?
আজাদঃ সবাই বলবে আমরা তৃনভোজি । লতাপাতা খাই, তাই লতাপাতা নিয়া কবিতা লেখি । আমাদের গরু ভাববে না?
হামিদাঃ তোমাদের লোকাল কবি কি লতাপাতা ছাড়া কবিতা লিখতে পারে না?
আজাদঃ আরে না । আজ কবিতা লিখছে-
মাঠের বুকে কচি সবুজ ঘাস ।
ঘাসের গন্ধে মন উদাস ।
হামিদাঃ আচ্ছা তোমার কবি মোবাইল ব্যাবহার করে?
আজাদঃ করে । তুমি ফোন দিতে যেয়ো না । হেভি ঝাড়ি খাইবা ।
হামিদাঃ তুমি নাম্বারটা দাওনা । আমাকে ঝাড়ি দিবে না ।
আজাদঃ আচ্ছা আমি ওর নাম্বার তোমাকে এসএমএস করে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।
হামিদাঃ ওকে বাই ।

দৃশ্যান্তর-০৩

(মজিদ টেবিলে বসে কবিতা লিখছে । তার টেবিলে একটা ছোট্ট মাছের জার । সেখানে একটা মাছ । মাছের দিকে তাকিয়ে থেকে মজিদ খাতায় লিখে । হঠাৎ তার ফোন বেজে উঠে ।)
মজিদঃ হ্যালো স্লামুআলাইকুম ।
হামিদাঃ ওয়ালাইকুম আসলামা ।
মজিদঃ জ্বি আপনি কাকে চাচ্ছেন?
হামিদাঃ আমি কবি আব্দুল মজিদকে চাচ্ছি?
মজিদঃ আপনি কে বলছেন?
হামিদাঃ আমি কবি আব্দুল মজিদকে চাচ্ছি?
মজিদঃ আমি আব্দুল মজিদ ।
হামিদাঃ আপনি কবি আব্দুর মজিদ!
মজিদঃ জ্বি । কেন বলুন তো ।
হামিদাঃ স্যার আমি আপনার একজন ভীষণ ভক্ত । আপনার কবিতা আমার এতো ভালোলাগে যে আপনাকে আমি বুঝাতে পারবো না ।
মজিদঃ আপনি আমার কবিতা কোথায় পড়েছেন?
হামিদাঃ কেনো পত্রিকায়!
মজিদঃ আমার কোন কবিতা পত্রিকায় তো ছাপা হয়নি ।
হামিদাঃ না হলে আমি পড়েছি কোথা থেকে? আপনি পত্রিকায় কবিতা লিখেন না?
মজিদঃ অনেক কবিতা পত্রিকায় পাঠিয়েছি । কিন্তু ছাপা হয় নাই । অবশ্য আমি নিয়মিত পত্রিকা পড়ি না ।
হামিদাঃ হয়ত আপনার লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে । আপনার চোখে পড়ে নাই ।
মজিদঃ তা হতে পারে ।
হামিদাঃ হতে পারে কি, হয়েছে! আমি আপনার কবিতা পড়ে পত্রিকা অফিস থেকে আপনার কোন নাম্বার কালেক্ট করেছি । বিশ্বাস হলো?
মজিদঃ আপনি আমার কি কবিতা পড়েছেন?
হামিদাঃ লতা লতা...
মজিদঃ কলমি লতা ।
হামিদাঃ জ্বি ঠিক ধরেছেন কলমি লতা । আপনি খুব সুন্দর লিখেন । আমার অনুরোধ কোন অবস্থায়ই লেখা ছাড়বেন না ।
মজিদঃ ঠিক আছে আপনার অনুরোধ আমি রাখার চেষ্টা করবো ।

আপনার নামটা বললেন না?
হামিদাঃ আজ কবিতা লিখছেন?
মজিদঃ আমার টেবিলে একটা গোল্ড ফিস আছে। ভাবছি গেল্ড ফিস নিয়ে একটা কবিতা লিখবো।
হামিদাঃ আমি ফোন করে আপনার লিখার মাঝে ডিস্টার্ব করলাম না তো? ঠিক আছে লিখতে থাকুন।
মজিদঃ দয়া করে আপনার নাম বললেন?
হামিদাঃ আমার নাম হামিদা।
মজিদঃ খুব সুন্দর নাম।
হামিদাঃ ধন্যবাদ স্যার। আমি মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করলে আপত্তি করবেন না তো?
মজিদঃ না না কি যে বলেন। আপনি যখন খুশি ফোন করবেন।
হামিদাঃ ধন্যবাদ স্যার।

দৃশ্যান্তর-০৪

(আজদের মোবাইলে হামিদার মিস কল আসে। সে কল ব্যাক করে।)
হামিদাঃ তোমাদের লোকাল কবি আব্দুল মজিদের সাথে কথা বললাম।
আজাদঃ ঝারি টারি আবার খাওনাইতো?
হামিদাঃ ঝাড়ি দিবে। আমার ফোন পেয়ে আনন্দে গদ্গদ।
আজাদঃ বল কি মজিদ তোমার ফোন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা?
হামিদাঃ বলি কি একবারে তরল হয়ে গেছে।
আজাদঃ তুমি তো আবার প্রেমে পড়ে যাও নাই তো?
হামিদাঃ কেন প্রেমে পড়লে তোমার সমস্যা আছে?
আজাদঃ সমস্যা নাই তবে একটা ওয়ার্নিং দিবা। ধর এক সপ্তাহ আগে জানাইবা।
হামিদাঃ কেনো সোনা?
আজাদঃ তাহলে একটা ছ্যাকা খাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে থাকবো। প্রস্তুতি থাকলে কষ্টটাকে প্রটেশনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে পারবো।
হামিদাঃ কি রকম প্রস্তুতি নিবে শুনি?
আজাদঃ গাড়ি দেখছো। গাড়িতে একটা অতিরিক্ত চাকা থাকে। যদি মনে কর টায়ার বাষ্ট হয়। অতিরিক্ত চাকা দিয়া গাড়ি চলে। তুমি চলে গেলে আমকেও তো চলতে হবে। ধর এক সপ্তাহ চেষ্টা করলে একটা নতুন প্রেম গুছিয়ে ফেলতে পারবো।
হামিদাঃ তোমাদের এই স্বভাবের জন্যই আব্দুল মজিদ প্রেমের কবিতা লেখেনা।
আজাদঃ এই যুগের প্রেমের কবিতা হবে এখনকার মতো। ও এই প্রেম নিয়া কবিতা লিখবে-
তুমি চলে গেছ
আমার গাড়ির টায়ার বাস্ট
দুঃখ কষ্ট আমাকে ছোয় নি
পেছনে আছে আরো একধিক
নতুন টায়ার।
হামিদাঃ এইটা কবিতা না গালি?
আজাদঃ তুমি দেখি আব্দুর মজিদের ভাষায় কথা বলছো। ও সম্পর্ক তাইলে তলে তলে চলছে।
হামিদাঃ চলছে চলবো। তোমার সমস্যা আছে? এখন ফোন রাখো। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

দৃশ্যান্তর-০৫

(নুরু রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে অন্যের মোবাইল থেকে ব্লু-টুথের মাধ্যমে গান আনবে।)
নুরুঃ দোস্ত মমতাজের ঐ গানডা দে। ঐ যে নান্টু ঘটকের কথা শুইন্যা, অল্প বয়সে করলাম বিয়া পোলাতো নয়রে আগুনেরেই ঢোলা। তাড়াতাড়ি দে এই গানডা শুনলে সইলের মধ্যে হিট আয়া পড়ে!
(এমন সময় আজাদের ফোন আসে।)
আজাদঃ তুই কই?
নুরুঃ বস আমি মোড়ে আছি।
আজাদঃ আমার বাসায় আয়।
আজাদঃ দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

দৃশ্যান্তর-০৬

(আজাদ আধ শোয়া হয়ে শুয়ে আছে। সে মোবাইলে গেম খেলছে। নুরু পাশে চেয়ারে বসা।)
নুরুঃ তাইলে বস ঘটনা হইল আমাগো কবি প্রেমে পড়ছে।
আজাদঃ তোরে বলি কি? ঘটনা সত্যি।
নুরুঃ আপনার বেয়াইন তাইলে আপনারে ফালায়া মজিদের প্রেমে . ব্যাকুল।
আজাদঃ কথা শুনে তাই মনে হইলো।
নুরুঃ তাইলে তো বস আপনে মনে ব্যাপক কষ্ট নিয়া আছেন।
আজাদঃ কষ্ট কিসের রে? প্রেম করতে করতে আর ছ্যাকা খাইতে খাইতে আমি গেছি পাথর হইয়া। এহন ছ্যাকা খাইলে দুঃখ লাগে কেন দুঃখ পাইলাম না এইডা ভাইবা।
নুরুঃ তাইলে আমারে ডাকছেন কি জন্য?
আজাদঃ তুই মজিদের বাড়িতে যা। গিয়ে দেখ ব্যাটায় প্রেমে পড়ে কেমন খাবি খায়। ভুলেও বুঝতে দিবি না আমরা জানি।
নুরুঃ ঠিক আছে। আমি যাবো।
আজাদঃ শুধু যাবি না। ওর সাথে লেজের মত থাকবি।
নুরুঃ বস আমি তার সাথে সারাদিন থাকবো, এমন শাস্তি দিয়েন না। এরতনে আমারে নিয়া আফগানিস্থানে পাঠায়া দেন।
আজাদঃ ক্যানো?
নুরুঃ সে সারাদিন কবিতা শুনায়। তার কবিতা শুনলে ইচ্ছা করে সুসাইড খাই।
আজাদঃ কয়টা দিন কষ্ট কইরা শোন। আমার উপকারক্কর।
নুরুঃ বস আপনার জন্য আমি সব করতে পারি। আমি থাকুম কবির সাথে। সারাদিন।
আজাদঃ গুড বয়, যা মামা।

দৃশ্যান্তর-০৭

(মজিদ অস্থির হয়ে ভাবে। মোবাইলের দিকে বার বার তাকায়। নুরু

প্রবেশ করে

মজিদঃ নুরু তুই এখন, কি ব্যাপার?

নুরুঃ মামা আমনের কবিতা শুনতে না পারলে আমার পেটের ভাত হজম হয়না। পেটের ভাত চাউল হইয়া থাকে। এইডা আপনে বুঝেন না!

মজিদঃ তুই আমার কবিতা এত ভালোবাসিস!

নুরুঃ কি যে বলেন। আমার মাথা মইধ্যে সারাদিন আমনের কবিতা চক্কর দিতে থাকে।

মজিদঃ সত্যি!

নুরুঃ গত পড়শু আমনের কবিতা শুনাইলে "বিলাইর পাও ম্যাও!"। এত উন্নত কবিতা কেউ লিখতে পারবো না।

মজিদঃ "বিলাইর পাও ম্যাও" এই কবিতা আমি কবে শুনাইলাম?

নুরুঃ ক্যান গত পরশু রাইতে।

মজিদঃ কি কছ আমার মনে পড়ছে না।

নুরুঃ ঐ যে প্রথম লাইন হইলো-

বিলাইর পাও ম্যাও।
রক্ত চাই!

মজিদঃ আরে ওটা হইলো-

বাঘের থাবা হালুম।
রক্ত চাই!

নুরুঃ মামা আমি কম জ্ঞানী মানুষ সব মনে রাখতে পারি না। তবে আমনের কবিতা চেয়ে ভালো কবিতা কেউ আমারে দেখাই পারবো না। এইডা মামা আমার চ্যালেঞ্জ।

মজিদঃ তুই সত্যি মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস, কবিতা লেখার উৎসাহ পাই। মনে হয় কবিতা লেখা সার্থক।

নুরুঃ মামা আমনে যদি তিন চাইরডা প্রেমের কবিতা লেখতেন কেউ আমনের পুরুস্কার পাওয়া ঠেকাইতে পারবো না।

মজিদঃ আমি তো পুরুস্কার পাওয়ার জন্য লেখিনা। আমি লেখি তোদের ভালো লাগার জন্য। তোদের ভালোবাসাই আমার বড় পুরুস্কার।

নুরুঃ তা মামা ঠিক বলছেন।

(মজিদ তার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে।)

মজিদঃ আচ্ছা নুরু তোর জীবনে এমন হয় যে, কেউ ফোন করে বলল আমি আপনাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো। তারপর আর ফোন করে না।

নুরুঃ এই কথা ছেলে বলেছে না মেয়ে বলেছে?

মজিদঃ ছেলে বলেছে।

নুরুঃ এইতো কইলেন মাথা হট হইবার মতো কথা। এই কথা কইলে এমন গালি দিমু। ঐ সিম জীবনের তরে বন্ধ কইরা ফালাইবো।

মজিদঃ আর যদি কোন মেয়ে বলে।

নুরুঃ তাইলে মামা আমার জীবন ধন্য। আমিই ওরে ফোন কইরা বিরক্ত করতে করতে জীবন জ্বালাপালা কইরা ছাড়ুম।

মজিদঃ এইটা কোন ভদ্রতা হইলো।

নুরুঃ মাইয়া মাইনষে আমারে ফোন কইরা বিরক্ত করবো। আর আমি ফোন লইয়া ঘুমাইম এইডা কোন ভদ্রতা হইলো।

মজিদঃ আচ্ছা আর কোন উপায় কি নাই।

নুরুঃ মামা আমনের অন্তর যদি ঐ মাইয়ার জন্য ফালায় (লাফায়) তাইলে মিস কল দেন।

মজিদঃ মিস কল দেওয়া এইটাও অভদ্রতা।

নুরুঃ আমনে ভদ্রতার দোকান খুলছেন। আমি দোকান খুলি নাই। আমার পরামর্শ আমনের পছন্দ হইবো না।

মজিদঃ ব্যাটা তোরাতো সারাদিন মোবাইলে এই মেয়ে সেই মেয়ের সাথে কথা চালাইতেই থায়োস। তাই তোর কাছে পরামর্শ চাইলাম। তুই রেগে যাচ্ছিস কেনো?

নুরুঃ মামা মেয়ে কি গ্রামের?

মজিদঃ তাতো জিজ্ঞাসা করিনি।

নুরুঃ মামা আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে। আপনে একটা কাজ করেন। তার মোবাইল নম্বরে তিনশ টাকা পাঠায়া দেন।

মজিদঃ টাকা পাঠাবো?

নুরুঃ হ মেয়ে মানুষ মোবাইলে টাকা নাই তাই আপনারে বিরক্ত করতে পারতাছে না। এই দিকে আমানে মন যে উথাল পাথাল সেইডাও বুঝতে আছে না।

মজিদঃ ফাও কথা বলবি না।

নুরুঃ না না মামা আমনে যতই লুকান দেখে মনে হইতাছে আপনার অন্তর পুইরা ছারখার হইতাছে।

মজিদঃ এখন ভাগ আমি কবিতা লিখবো। যা ভাগ।

নুরুঃ আমনে আমারে তাড়ায়া দিতে আছেন মনে ব্যাপক কষ্ট পাইতেছি।

মজিদঃ এই দশ টাকা দিলাম। যা চা খেয়ে আয়।

নুরুঃ আর পাঁচটা টাকা দেন। চাও খাই মোবাইলে দশটা টাকা ভরি।

মজিদঃ যা ৫টাকা দিলাম। এখন ভাগ।

নুরু বেরিয়ে যায়। মজিদ তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে।

দৃশ্যান্তর-০৮

(মজিদ হেটে মোবাইলের দোকানে যায়। ৩০০টাকা দেয়।)

মজিদঃ মামা জলদি ৩০০ টাকা এই নাম্বারে পাঠান।

(দোকানি তার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকাবে।)

মজিদঃ আমার বন্ধু ফোন করে বলল ভীষণ বিপদে পড়েছে।

দোকানিঃ মামা এগুলা আমি বুঝি। কবিরা থাকে কৃপণ। কখন কবি উদার হয় সেইটা আমার মুখস্থ।

মজিদঃ মামা আমনে আমারে বিশ্বাস করলেন না।

দোকানিঃ মামা আমি বুঝি। তুমি ঘামতাছো ক্যান? তুমিতো কোন অপরাধ করো নায়। ফাও টাকা পাইয়া যাইবো।

(মজিদ দ্রুত প্রস্থান করে। সে নিজের মোবাইল রেখে চলে যাবে। দোকানি পেছন থেকে ডাকবে।)

দোকানিঃ মামা এই মামা! তুমি তোমার মোবাইল নিয়া যাও। কল আয়া পড়বো।

মজিদঃ ধন্যবাদ, মামা ধন্যবাদ।

(মজিদ ফিরে এসে মোবাইল নেয়। দোকানি মাথা ঝুলায় আর হাসে।)

দৃশ্যান্তর-০৯

(মজিদ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। ফোন আমার অপেক্ষায় থাকে। সে সাহস করে ফোন করে। দেখে হামিদার মোবাইল বিজি।

হঠাৎ তার মোবাইলে হামিদার কল আসবে।)
হামিদাঃ হ্যালো স্লামুআলাইকুম।
মজিদঃ হ্যালো। কেমন আছেন আপনি?
হামিদাঃ জ্বি ভালো। আমি আবার বিরক্ত করছি।
মজিদঃ না, না কি যে বলেন।
হামিদাঃ তা কবিতা কত দূর?
মজিদঃ এইতো লিখছি।
হামিদাঃ আচ্ছা একটা কবিতা শুনান।
মজিদঃ হাসি তার লাগে ভালো
মিশে আছে প্রাণে
দাও মনে জীবনের আলো...
হামিদাঃ কি কবিতা লিখছেন। কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগছে।
মজিদঃ না বিষয়ডা হইল তিন লাইনের কবিতার প্রত্তিটা লাইনের প্রথম অর দিয়ে তোমার নাম হয়।
হামিদাঃ এখন আমাকে বুঝাতে চাইছেন আমার নামটা খাপছাড়া। না!
মজিদঃ না, না ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন। আমি হয়তো ভালো কবিতা লিখতে পারি না।
হামিদাঃ তাইলে আপনি খাপছাড়া কবি!
মজিদঃ আপনি আমার ভক্ত। আপনি আমার পাঠক। আপনিই চুড়ান্ত বিচারক।
হামিদাঃ আপনি যখন আমার নাম নিয়ে একটা খাপ ছাড়া কবিতা লিখেই ফেলেছেন। অবশ্যই এটা অপরাধ করেছেন। করেছেন না?
মজিদঃ আপনি বললে অবশ্যই করেছি।
হামিদাঃ এখন আপনার শাস্তি হওয়া উচিত।
মজিদঃ আচ্ছা আপনি যে শাস্তি দিবেন আমি মাথা পেতে নিবো।
হামিদাঃ আপনার শাস্তি হলো আরেকটা সুন্দর কবিতা লিখে আমাকে শুনাবেন। মিষ্টি প্রেমের কবিতা। লিখবেন?
মজিদঃ অবশ্যই লিখবো।
হামিদাঃ আমি ফোন করলে প্রথমে আমাকে কবিতা শুনাবেন কেমন।
মজিদঃ ঠিক আছে।
হামিদাঃ রাখি সোনা!
(হামিদা ফোন রেখে ফোনের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গায়।)

দৃশ্যান্তর-১০

(রাস্তার মোড়। আজাদ, নুরু, আরো তিন চারজন ছেলে দাড়িয়ে দাড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। আজাদের সামনে একটা ছেলে মাথা নীচু করে আছে। আজাদ তার কাধে হাত দিয়ে বলবে।)
আজাদঃ হুমায়ূন তুমি নাকি মন খারাপ করে থাকো। তোমার মামাতো বোন্নের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করো না। সারা দিন মন খারাপ করে বিছানায় পড়ে থাকো।
হুমায়ূনঃ ভাই আমার ক্ষুধা লাগেনা।
নুরুঃ বস ওরে ধামন্দায় পাইছে। ছ্যাকা খাইলে এই রোগ হয়। আমারও খালাতো বইনের বিয়া হইছিল মতো ধামন্দায় পাইছিলো। ভিটামিন খাইলে সাইরা যায়। আমার মনে পড়লে ভিটামিনডার নাম কইতে পারুম।
আজাদঃ তুই চুপ কর। শোন প্রেমিকাকে মনে করবা টিভি চ্যানেল। তোমার হাতে একটা রিমোট আছে। তুমি যখন তখন পাল্টাইবা। এই যে আমারে দেখছো মন খারাপ করতে। মন খারাপ করবা না। মনে থাকবো।
হুমায়ূনঃ ঠিক আছে ভাইয়া।
(মজিদ পাশ দিয়ে হেটে যায়। পাঞ্জাবী গায়। কাধে চটের ব্যাগ। মজিদ ওদের দেখে না দেখার ভান করে চলে যায়।)
আজাদঃ মজিদ না। আরে ও ভাগছে কেন। যা নুরু ওকে ধরে নিয়ে আয়।
(নুরু মজিদকে জোড় করে ধরে নিয়ে আসে।)
আজাদঃ মামা কবিতা টবিতা পড়ো। শুনি। ছোট ভাই হুমায়ূন ছ্যাকা খেয়েছে। তার শক্তির দরকার। তোমার কবিতা শুনলে শক্তি পাইবো।
নুরুঃ হ, মামা হুমায়ূন ছ্যাকা খেয়ে এখন আর ক্ষুধা লাগে না। না খায়া আছে। আমনের কাছে খাদ্য সংক্রান্ত কোন কবিতা থাকলে পাঠ করেন। আমনের কবিতা শুনলে আমি বাজি ধরতে পারি হুমায়ূনের ক্ষুধা লাগবো।
মজিদঃ আমি কবিতা ছেড়ে দিয়েছি।
আজাদঃ দেখি তোর ব্যাগে কি?
(মজিদ ছ্যাত করে রেগে উঠবে। সে ব্যাগ আটকে ধরবে।)
নুরুঃ মামা লাভ লেটার?
মজিদঃ নুরু ফালতু কথা বলবি না।
নুরুঃ তাইলে একটু দেখান। আপনার লাভ লেটার পড়লে মনে শান্তি বিরাজ করবো।
মজিদঃ নুরু ব্যাগ ছাড় নয়ত খুন খারাপি হয়ে যাবে।
আজাদঃ তোর ব্যাগের মধ্যে কি আছে যে দেখানো যাইবো না।
মজিদঃ বললাম তো দেখা যাইবো না।
আজাদঃ এই তোরা ওর ব্যাগ চেক কর।
(মজিদ ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। আজাদ নুরুকে ধমকাবে।)
আজাদঃ ব্যাটা এমন এমন করে। তোরা তিনজন থাকতে ও ব্যাগটা নিয়া পালায় ক্যামনে।
নুরুঃ বস আমিতো চেষ্টার কমতি করি নাই। তোরা বল করছি।
আজাদঃ চুপকর।
(আজাদ দুচিন্তায় মাথা নাড়ায়।)

দৃশ্যান্তর-১১

(মজিদ ঘরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ব্যাগ থেকে এক তোড়া কাগজ বের করে বিছানার নিচে রাখে। ও বসে পানি খায়। মোবাইলে কল আসে।)
হামিদাঃ এমন হাপাচ্ছেন কেন?
মজিদঃ আরে বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছি।।
হামিদাঃ কি হয়েছে?
মজিদঃ আমি ঘোষণা করেছি এই জীবনে প্রেমের কবিতা লিখবো না। অথচ তোমার জন্য একটা প্রেমের কবিতা লিখেছি। যদি ওরা জানতে পারে। তাহলে কি হবে বলো তো?

হামিদাঃ কি হবে?
মজিদঃ আরে আমি ওদের কাছে হেরে যাবো না।
হামিদাঃ তা ঠিক! তবে আমার জন্য না হয় হারলে। পারবে না আমার জন্য বন্ধুদের কাছে হারতে।
মজিদঃ তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।
হামিদাঃ সত্যি!
মজিদঃ আমার সামনে কবিতার খাতা। আমি কবিতার খাতা ছুয়ে বলছি। আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।
হামিদাঃ এখন তাহলে কবিতাটা শুনাও।
মজিদঃ তুমি থাকো দূরে
আমি থাকি এখানে
আমার মন পড়ে থাকে
তোমার কাছে মেয়ে
তোমার কাছে!
হামিদাঃ শুধু কবিতা লিখলে চলবে কবিতার মানুষটাকে দেখতে ইচ্ছা করে না?
মজিদঃ নিরুত্তর।
হামিদাঃ কি দেখতে ইচ্ছা করে?
মজিদঃ আমার সে রকম সৌভাগ্য হবে।
হামিদাঃ আপনি চাইলে অবশ্যই হবে। আমি কুমিল্লায় থাকি। ঢাকা থেকে একঘন্টার পথ।
মজিদঃ আমি আসবো।
হামিদাঃ কবে আসবা?
মজিদঃ আজ আসি।
হামিদাঃ না, আজ থাক। এখন বিকাল হয়ে গেছে। কাল আসো। আমার ভাবীর খুব শখ তোমাকে দেখার।
মজিদঃ আবার তোমার ভাবীকে আমার কথা বলেছো?
হামিদাঃ বলেছি, শুধু ভাবী না, আমার ছোট কাকিকে বলেছি। সবাই তোমাকে দেখতে চাচ্ছে।
মজিদঃ তাহলে আমি কাল আসবো।
হামিদাঃ আসবে তো?
মজিদঃ অবশ্যই আসবো।
হামিদাঃ কাল দেখা হবে। রাখি সোনা।
(মজিদ ফোন রেখে ভাবনায় ডুবে। আনমনে হাসে।)

দৃশ্যান্তর-১২

(আজাদ শুয়ে আছে। মাজিদ ঘরে প্রবেশ করে। আজাদ মজিদকে দেখে উঠে দাড়ায়।)
আজাদঃ মামা তুই এত রাতে?
মজিদঃ দোস তোর ব্যাগ আছে না।
আজাদঃ আছে, কি জন্য?
মজিদঃ আমি কাল বগুড়া যাবো। আমার তো একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ আছে। ঐ ব্যাগ নিয়ে তো আর বেড়াতে যাওয়া যায় না।
আজাদঃ হঠাৎ বগুড়া যাবি, বিষয়ডা কি?
মজিদঃ জানষ্ই তো আমার একটা রিকশার গ্যারেজ আছে। শুনছি বগুড়া কম দামে রিকশা পাওয়া যায়। তাই দেখি কম দামে পাইলে দুইটা কিনে নিয়া আসবো।
আজাদঃ কি কছ মামা। সবাই আসে ঢাকা থেকে রিকশা কিনতে। আর তুই যাবি বগুড়ায়।
মজিদঃ আমিতো শুনছি সেখানে কম দামে পাওয়া যায়। যাই দেখে আসি
আজাদঃ যা মামা। তবে একটু সাবধানে যাবি। ঢাকার বাহিরে সাবধানে চলা ফেরা করা উচিত।
মজিদঃ যাই দোস্।
(মজিদ বেরিয়ে যায়। আজাদ মজিদের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

দৃশ্যান্তর-১৩

(মজিদ গাড়ি থেকে নামে। সে এদিক ওদিক তাকায়। সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন করে। হামিদা ফোন ধরে।)
মজিদঃ আমি গাড়ি থেকে নেমেছি। তুমি কোথায়?
হামিদাঃ আমি স্টেশন রোডে আছি। তুমি কাউকে জিজ্ঞাসা কর কথামালা লাইব্রেরীটার কথা। সবাই দেখিয়ে দিবে। আমি লাইব্রেরীর সামনে আছি।।
মজিদঃ আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করছি।
(মজিদ এক জনের সাথে কথা বলবে। সে ইশারায় দেখিয়ে দিবে। সব মিউটে যাবে।)

দৃশ্যান্তর-১৪

(হামিদা হাত নাড়বে। মজিদ আসবে। হামিদা তার আত্মীয় স্বজনদের এক এক করে পরিচয় করে দিবে।)
হামিদাঃ এ হলো আমার বড় ভাবী, এ আমার ছোট চাচী, চাচীর ছোট বোন(অথবা কলেজের একদল বন্ধু)আর এটা আমার চাচতো বোন। আর আমি হামিদা।
মজিদঃ আপনার সবাই ভালো আছেন তো?
(সবাই জবাব দেয়। জ্বি ভালো।)
মজিদঃ চলুন কোথাও বসি।
হামিদাঃ এটা ঢাকা না। বুঝলা যেখানে সেখানে বসা যাবে না। কোন হোটেলে বসি।
মজিদঃ কি খাবেন বলুন তো।
হামিদাঃ এখন দুপুর। ভাত ছাড়া কি পাওয়া যাবে।
মজিদঃ আসুন আমরা ভাতই খাই।
হামিদাঃ এতো জনকে খাওয়াবে টাকা আছে?
মজিদঃ সমস্যা নাই। আসুন।
(সবাই হোটেলে খেতে বসবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মজিদ পানসে মুখে বিল দিয়ে বের হবে।)
হামিদাঃ চল, আমরা সবাই সিনেমা দেখবো।
(মজিদ পকেটে হাত দিয়ে পানশে মুখে বলবে।)
মজিদঃ আজ বিকালে আমার ঢাকায় থাকতে হবে। আজ যাই। আরেক দিন এসে সবাইকে সিনেমা দেখাবো।
হামিদাঃ ঠিক আছে সোনা!
(মজিদ বিদায় নিয়ে চলে আসে।)

দৃশ্যান্তর-১৫

(মজিদের ফোন বাজবে। সে মোবালের দিকে তাকিয়ে ধরবে না। কয়েক বার বাজলে সে ফোন ধররবে।)
আজাদঃ মামা কোথায় আছো?
মজিদঃ আমি বগুড়ায়।
আজাদঃ কোথায়?
মজিদঃ আমি বগুড়া থেকে বলছি।
আজাদঃ কেমন আছিস মামা?
মজিদঃ দোস ঢাকায় এসে কথা হবে। রাখি।
(মজিদ মোবাইল কেটে অফ করে রাখে।)

দৃশ্যান্তর-১৬

(আজাদের মোবাইলে মিস কল আসবে। সে ব্যাক করবে।)
আজাদঃ কি খবর? এত দিন পর সখি আমাকে মনে পড়লো?
হামিদাঃ ও হো। শোন তোমাদের লোকার কবি আজ এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে।
আজাদঃ কে মজিদ?
হামিদাঃ হ্যাঁ মজিদ। তোমার ব্যাগ নিয়ে এসেছে।
আজাদঃ মজিদ গেছে কুমিল্লায়?
হামিদাঃ ইয়েস। একটা কেচা দিয়া দিছি। আমরা পাঁচ জনে দুপুরে খেয়েছি। ইচ্ছে ছিলো সবাই মিলে সিনেমা দেখবো। বলেওছি। মনে হয় টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে।
আজাদঃ মামায় দেহি পুরা চালাক হয়া গেছে। আমারে কয় বগুড়ায় গেছি রিকসা কিনতে। আর তোমার সাথে দেখা করতে গেছে কুমিল্লায়।
হামিদাঃ বেচারায় আমার প্রেমে পড়ে গেছে!
আজাদঃ ওর প্রেমে পড়া ছুটাইতেছি।
হামিদাঃ তোমার ছুটাইতে হইবো না। আমার মনে হয় ছুইট্টা গেছে। এখন দেখবা ছ্যাকা খাওয়া কবিতা লিখবো।

দৃশ্যান্তর-১৭

(রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে ওরা।)
আজাদঃ শোন আমাদের কবি আব্দুল মজিদ গেছে কুমিল্লায়। কি জন্য জানিস? আমার বেয়াইন হামিদারে কবিতা শুনাইতে। হামিদায় কবিতা না শুনে গেডি ধাক্কা দিয়া ঢাকায় পাঠিয়ে দিছে।
নুরুঃ একটা উন্নত হাততালি হোক।
আজাদঃ সে দুইটা প্রেমের কবিতা অলরেডি রচনা করেছে। সেগুলা ফোনে হামিদারে শুনাইছে। অথচ আমাদের এতদিন মিথ্যা বলেছে। আমরা এর বিচার চাই।
নুরুঃ আরেকটা হততালির জোয়ার হোক।
আজাদঃ মজিদ আমার কাছে বলেছে। সে বগুড়ায় যাবে রিকশা কিনতে অথচ সে গেছে কুমিল্লায়। প্রেয়সীর সাথে সাক্ষাত করতে। রসমালাই খাইতে। আমার ফোন ধরে বলে আমি বগুড়া থেকে বলছি। এখন আমি একটা কবিতা লিখছি। কবিতার নাম-আমি বগুড়া থেকে বলছি–

পড়ব না প্রেমে আমি-তবুও প্রেমে পড়েছি
আমি বগুরা থেকে বলছি।
লিখবা প্রেমের কবিতা তবুও লিখছি
আমি বগুরা থেকে বলছি।

নুরুঃ মারহাবা! মারহাবা!
আজাদঃ আমি বগুড়া থেকে বলছি। নামটা কেমন হয়েছে।
নুরুঃ অতি উত্তম হইছে।
আজাদঃ আমি চাই এই কবিতা মহল্লার সবাই মুখস্থ করুক। যেখানে মজিদ সেখানে কবিতা।
নুরুঃ এইটা মুখস্থ করা বাধ্যতামুলক করা হলো।

দৃশ্যান্তর-১৮

(এক গামলা পানি। মজিদ পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে আছে। নুরু প্রবেশ করে।)
নুরুঃ মামা পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে আছেন কেন?
মজিদঃ পায়ে ব্যাথা।
নুরুঃ কি হইছে?
মজিদঃ বগুড়া গিয়েছিলাম। আসার পথে মানিব্যাগ ছিনতাই হলো। তারপর যাত্রবাড়ি থেকে হেঁটে এসেছি।
নুরুঃ তুমি যাত্রা বাড়ির থেকে হেঁটে মিরপুর এসেছো।
মজিদঃ হ।
নুরুঃ তাইলে তো তোমার পাও খুইলা পড়ার কথা।
মজিদঃ হ রে পায়ে ব্যাথা এখন এক কদম হাঁটতে পারি না।
নুরুঃ আচ্ছা মামা একটা সত্য কথা কও তুমি গেছিলা কই?
মজিদঃ আমি বগুড়া গেছি।
নুরুঃ তুমি বোলে কুমিল্লায় গেছো।
মজিদঃ কে কইছে?
নুরুঃ আজাদ ভাই বলল তুমি কুমিল্লায় গেছো তার বেয়াইনেরে কবিতা শুনাইতে।
মজিদঃ হামিদা আজাদের বেয়াইন?
নুরুঃ তুমি জানোনা মামা? হামিদায় ওর ভাবির ছোট বোন।
মজিদঃ তাইলে এগুলা সব আজাদে করেছে।
নুরুঃ হ, মামা। এখন আবার তোমারে নিয়া কবিতা লিখছে। আমি বগুড়া থেকে বলছি। সে কইছে এই কবিতা মুখস্থ করা বাধ্যতা মুলক। তোমারও কবিতাট মুখস্থ করতে হইবো।
মজিদঃ আমিও মুখস্থ করবো!
নুরুঃ বাধ্যতামূলক যেহেতু। তাছাড়া বেশি বড় না। আমার জ্ঞান কম। আমিও মুখস্থ কইরা ফালাইছি।
(মজিদ ধপ করে রেগে যাবে।)
মজিদঃ তুই বলবি আজাদকে আমার চোখের সামনে পড়তে নিষেধ করবি।
নুরুঃ কেন মামা?
মজিদঃ ওরে আমি যেখানেই দেখবো সেখানেই মাইর হবে। অন দ্যা স্পট মাইর হবে।
নুরুঃ মাইর দেওয়া ঠিক হইবো।
মজিদঃ ঠিক বেঠিক বুঝি না। মাইর হবে।

দৃশ্যান্তর-১৯

(আজাদ নুর কথা বলতে বলতে আসবে। বিপরিত দিক থেকে মজিদ আসবে। আজাদকে দেখে মজিদের চোয়াল শক্ত হয়ে যাবে। মজিদ আজাদকে কয়েকটা ঘুষি দিবে। নুরু উঠে দৌড়ে পালাবে।)

দৃশ্যান্তর-২০

(আজাদ বিছানায় শুয়ে আছে। ওর গালে আঘাতের চিহ্ন। নুরু প্রবেশ করে।)

নুরুঃ বস এখন কেমন বোধ করতে আছেন?

আজাদঃ দেখলামতো তুই আমার কেমন শিষ্য। আমারে মারে আর তুই আমাকে ছেড়ে পালালি।

নুরুঃ বস আমি মজিদের চোখের দিকে তাকিয়ে ডড় খাইছি। বস জানেন তো আমার জ্ঞানও কম সাহসও কম।

আজাদঃ অহন তুই ফাও প্যাঁচাল বাদ দে। এক কাজ কর।

নুরুঃ হুকুম করেন বস।

আজাদঃ তুই আমি বগুড়া থেকে বলছি কবিতাটা কম্পোজ করে। একশ কপি ফঁটোস্টাট করবি। তারপর মহল্লার বিভিন্ন দেয়ালে লাগাবি। পারবি না?

নুরুঃ আমনের দোয়ায় বস অবশ্যই পাবুম। বস আরেক বার যদি আমনের গায় হাত দেয় তাইলে ওরে আমি কাচা খায়া হালামু। বস এইডা আমনেওে ছুয়া আমি কসম করলাম।

আজাদঃ এখন যা কইছি তাই কর।

দৃশ্যান্তর-২১

(মজিদ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখবে। সব দেয়ালে আমি বগুড়া থেকে বলছি কবিতা লাগানো। সে রাস্তা দিয়ে হাটবে। পেছন তেকে আমি বগুড়া থেকে বলছি এই কথা বলে তাকে পোবে। মজিদ সাবাইকে দৌড়ানি দিবে।)

দৃশ্যান্তর-২২

(নুরু ঘরের সামনে দাড়িয়ে মজিদ তাকে ডাকবে।)

মজিদঃ নুরু ঐ নুরু ।

নুরুঃ মামা আপনি আমার বাড়িতে। কি হইছে মামা?

মজিদঃ তোরাতো আমারে এলাকায় থাকতে দিবি না।

নুরুঃ মামা কি যে কন। আমি হইলাম আপনার একান্ত আপন লোক।

মজিদঃ আপন বন্ধু বান্ধবরাইতো এগুলা করতেছে।

নুরুঃ খোদার কসম! মামা আমি আপনার জ'না সত্ত্বে কোন ক্ষতি করুম না। আর আমার নাকের আগায় দম থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবো না।

মজিদঃ আচ্ছা কবিতা লিখে দেয়ালে লাগিয়েছে কে?

(নুরু এমন ভাব করবে। সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে।)

নুরুঃ কবিতা! মামা আমনের জটিল কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।

মজিদঃ তাইলে তুই কিছু জানছ না?

নুরুঃ না মামা। আমি মিথ্যা বললেও আমার জিহবা পইড়া যাইব।

মজিদঃ আমার বিরুদ্ধে আজাদ কবিতা লিখে দেয়ালে লাগিয়েছে। আর তুই জানছ না?

নুরুঃ কন কি মামা!

মজিদঃ হ, এখন তুই সব কবিতা দেয়াল থেকে তুলে ফেলবি

নুরুঃ মামা আমি তলে তলে আপনার দলের লোক। এইডা ফেইচ করন যাইবো না। তাছাড়া এইটা তো খরচের বিষয়।

মজিদঃ কত আর খরচ হইবো, আমি দিবো।

নুরুঃ একটা কবিতা উঠাতে দশ টাকা দিতে হবে।

মজিদঃ তুই আমার আপন লোক হয়ে এইডা কি বললি?

নুরুঃ মামা এই কবিতা এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাইছে। কেউ যদি আমাকে কবিতা উঠাতে দেখে তখনতো গণধোলাই দিবে বুঝতে পারছেন কেমন রিস্কি কাজ।

মজিদঃ আচ্ছা তোর টাকা নিয়া ভাবতে হইবো না। তুই [illegible] সকালের মধ্যে সব কবিতা তুলে ফেলবি।

নুরুঃ আপনে গিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমান। কাইল সকালে দেখবেন [illegible] কবিতা গায়েব। এখন অগ্রীম কিছু দিয়ে যান।

মজিদঃ নে ৫০ টাকা রাখ।

নুরুঃ মামা ৫০ দিলে আমারে একেবারে অপমান করা হয় [illegible] ১০০ দেন।

(মজিদ একশ টাকা দিয়ে চলে যাবে। নুরু [illegible])

দৃশ্যান্তর-২৩

(আজাদ নুরু চায়ের দোকানে বসা [illegible] খাওয়ায়।)

নুরুঃ এই মামা বসেরে জিলাপে দেন, [illegible] চা দেন।

আজাদঃ কিরে তুই আজ আমাকে [illegible]

নুরুঃ বস আমনে আমারে দুই পয়সা [illegible] দিয়েছেন। তাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

আজাদঃ আমি তোকে [illegible] ব্যাবস্থা করলাম কি [illegible]

নুরুঃ আর বইলেন না। মজিদ আমার বাসায় গিয়েছে [illegible] বলেছে একটা কবিতা তুলবি দশ টাকা পাবি। আমাকে [illegible] টাকা দিয়ে এসেছে।

আজাদঃ সত্যি!

নুরুঃ হ বস, আপনি কয়েক দিন পর একটা করে কবিতা লিখবেন আর আমি কিছু কামামু।

আজাদঃ যা কামাইছ!

দৃশ্যান্তর-২৩

(নুরু ঘরের সামনে দাড়িয়ে মজিদ তাকে ডাকবে। মজিদের [illegible] রাগ মিশানো। নুরু একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে বের হবে।)

মজিদঃ কি রে কি হইছে?

নুরুঃ আর বইলেন না। আমনে পোস্টার উঠাইতে গিয়ে পাবলিকের দৌড়ানি খাইছি। উল্টায়া ড্রেনে পইড়া পা মচকাইছে।

মজিদঃ হায়' হায়!! কি কছ?

নুরুঃ কি যে কন মামা, এখন কয়টা ট্যাবলেট খামু তার টাকাও ন মামা একশটা টাকা দেন।

(মজিদ ১০০টাকা দিবে।)

মজিদঃ তাহলে একটা কবিতাও তুলতে পারছ নাই?

নুরুঃ না, মামা ইচছা আছিলো। কিন্তু আপনার শত্রু পক্ষ ঘোষণা

করছে একটা কবিতা তুললে ঐ খানে আরো দশটা কবিতা লাগানো হবে।
মজিদঃ (নিরুত্তর)
নুরুঃ তখন দেখবেন আবার আমনের দশ গুন টাকা খরচ হইবো, এই কথা ভাইবা তুলি নাই'। তখন আপনে কবিতা তোলার টাকা দিতে দিতে ফকির হয়া যাইবেন।
মজিদঃ আচ্ছা এখন বিশ্রামে থাক। ভালো হয়ে আমার সাথে দেখা করিস।
নুরুঃ ঠিক আছে মামা।
(মজিদ চলে যাবে। নুরু একশ টাকার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকবে।)

দৃশ্যান্তর-২৪

(মজিদের টেবিলের উপর পাত্রে রাখা একটি গোল্ড ফিস। মজিদ সেদিকে তাকিয়ে আছে। নুরু প্রবেশ করে।)
নুরুঃ মামা আমনে এই জাড়ে একটা গোল্ড ফিস রাখছেন কেন?
মজিদঃ আমি যেমন নিঃসঙ্গ। আমার টেবিলে গোল্ডফিসটা তেমন নিঃসঙ্গ।
নুরুঃ মামা যে মাজে মাঝে যেসব জটিল কথা বলেন। আমি কম জ্ঞানী মানুষ এই সব কথা ঠিক ধরতে পারি না।
মজিদঃ দেখ তোরা আমাকে এখন প্রায় গৃহ বন্দি করে রেখেছিস।
নুরুঃ মামা আপনি আমার সাথে চলেন। দেখি কোন শালায় আমনেরে পোয়। পোইলে নলি ভাইঙ্গা পায়' রাক্কুম। তারপর দুই মামা ভাইগ্নাই মিলে পরোটা দিয়া খামু।
মজিদঃ না আমি ওয়াদা করছি ইতালী যাওয়ার আগে ঘর থেকে বের হমু না।
নুরুঃ মামা ইতালি যাইবেন। কিছু বুঝলাম না।
মজিদঃ আমার এক খালাতো ভাই থাকে ইতালি। সে ইতালি যাওয়ার আগে ঢাকায় এসে আমাদের বাড়িতে তিন মাস ছিলো। সে বলছে ইতালি গিয়ে প্রথম কাজ হবে আমাকে ইতালি নেওয়া।
মজিদঃ তাইলেতো মামা আমানের একপাও এহন ইতালি আরেক পাও বাংলাদেশে।
নুরুঃ না আমার খালাতো ভাই বলেছে আমাকে নিবে। ও বললে অবশ্যই নিবে।
নুরুঃ মামা আমনে ইতালি গেলেতো আমারে ভুইলা যাইবেন। এই আমি আপনার জন্য পাবলিকে দাবড়ানি খাইছি এইডা মনে রাখবেন।
মজিদঃ আমিতো তোকে অন্যরকম জানি। আমাকে দেখেছিস তোকে ছাড়া মনের কথা কাউকে বলতে। আমি ইতালি গিয়া পৌছলে তোকে আমি অবশ্যই নিবো।
(নুরু মজিদের পায়ের ধুলা নিবে।)
নুরুঃ মামা আমানের আমারে নেওয়া লাগবো না। আমনে যে কইছেন এতে আমার কলিজাডা ভইরা গেছে।
মজিদঃ তুই আবার এই কথা কাউকে বলে দিস না। এটা গোপন বিষয় তোকে আপন মনে করে বললাম।
নুরুঃ মামা আমার পেটে বোমা মারলেও কেউ একটা অর বের করতে পারবো না। আমনে নিশ্চিত থাকেন।

দৃশ্যান্তর-২৫

নুরু আজাদকে ডেকে আড়ালে নিয়ে বলবে।
নুরুঃ বস লেটেষ্ট খবর আছে।
আজাদঃ কি?
নুরুঃ কবি তো ইতালি যাইতাছে গা।
আজাদঃ ইতালি যাইবো? কি ব্যাপার!
নুরুঃ আমার মনে হয় ইতালির সুন্দর সুন্দর মেয়ে নিয়া কবিতা লেখবো।
আজাদঃ অয় এতো টাকা কই পাইবো?
নুরুঃ ওর কোন খালাতো ভাই আছে। সে ওরে দিবো।
আজাদঃ আরে যেই সময় নেয় ঐ সময় কইছ।
নুরুঃ তবুও বেচারায় যাওয়ার খায়েশ রাখে।

দৃশ্যান্তর-২৬

(মজিদ মন খারাপ করে কাঁদছে। নুরু প্রবেশ করবে।)
নুরুঃ মামা আপনের কি হইছে। মন এতো খারাপ কেন? আমনে কান্দেন কেনো?
মজিদঃ সবাই বিশ্বাসঘাতক। সবাই বিশ্বাসঘাতক।
নুরুঃ কি হইছে? মামা আমনে আমারে বলতে পারেন।
নুরুঃ দেখ আমার খালাতো ভাই ঢাকা এসে আমাদের বাসায় তিন মাস ছিলো। ও কইছিল আমারে প্রথম ইতালি নিবো। এখন কি কয় জানছ?
মজিদঃ কি কয়?
নুরুঃ কয় আমারে সাত লাখ টাকা দিতে। এখন আমি সাত লাখ টাকা কই পামু?
নুরুঃ মামা আমনে এয়া নিয়া টেনশন কইরেন না। ইতালি যারা না যায় তারা কি বাঁচে না।
মজিদঃ তবুও ও কেন আমারে আশা দিলো?
নুরুঃ মামা আমনে কবিতা লিখেন। দেখবোন মনের কষ্ট সব শেষ।
নুরুঃ আচ্ছা আমি আবার কবিতা লিখবো।
মজিদঃ হ মামা আমনে লেখেন।

দৃশ্যান্তর-২৭

(আজাদ মজিদের ঘরের দরজায় এসে ওর না ধরে ডাকবে। মজিদ গিয়ে দরজা আটকে দিবে। আজাদ দরজা ধাক্কাবে। মজিদ দরজা খুলবে না। শেষে আজাদ চলে যাবে। যাওয়ার আগে বলবে।
আজাদঃ দোস্ত ইতালি গিয়ে ফোন করিস।
মজিদ রাগতে ফুসতে থাকবে।)

দৃশ্যান্তর-২৮

(অন্ধকার রাত। দেয়ালে একটি পোস্টারের উপর টর্চের আলো পড়বে। সেখানে একটি কবিতা লেখা "আমি ইতালি থেকে বলছি" কবিতাটি একটি হাত এসে ছিড়তে থাকে। এমন সময় লোকজনে হট্টোগোল শোনা যাবে। টর্চ ফেলে দৌড়ে পালাবে আমাদের কবি মজিদ।)

–ফ্রীজ–

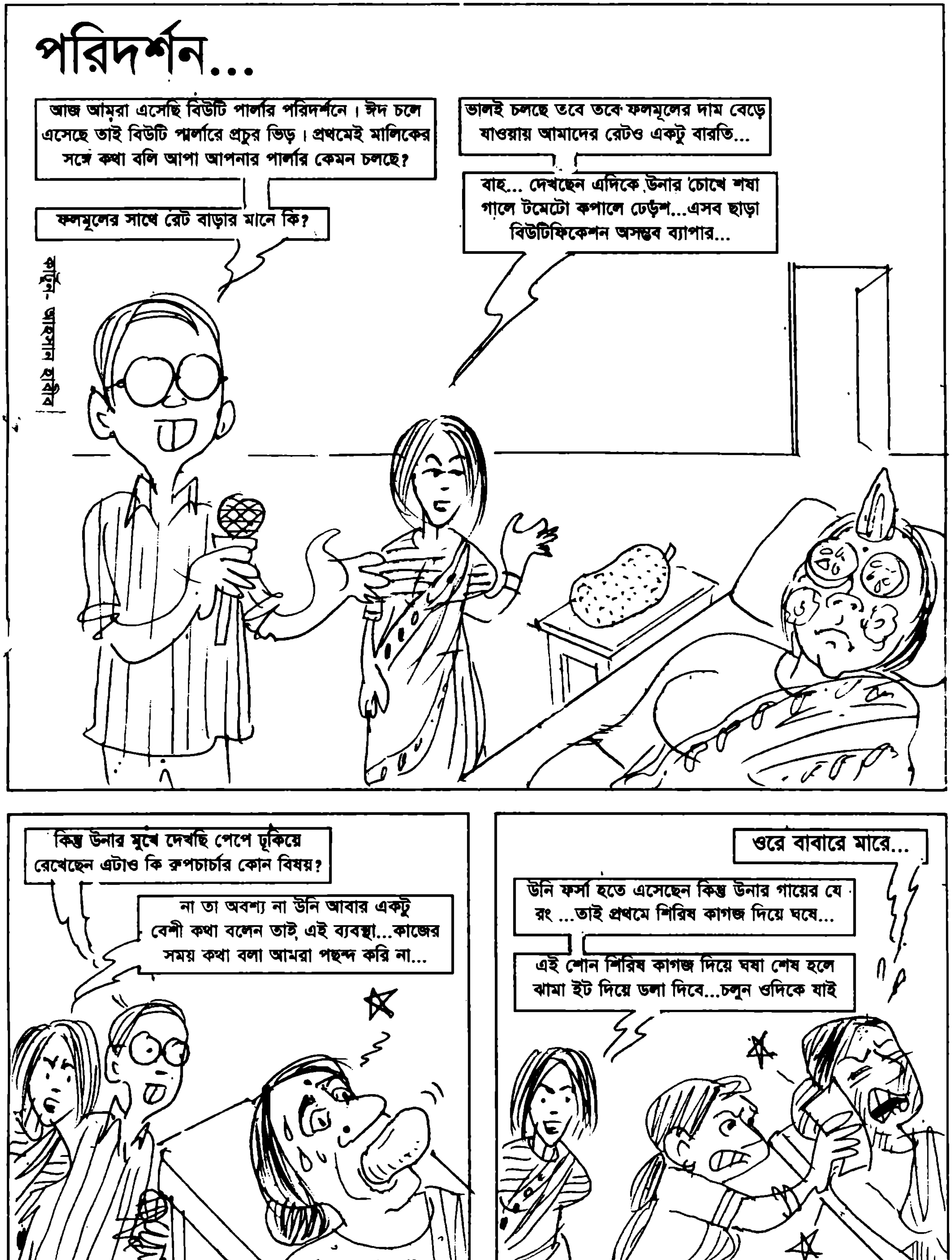
পরিদর্শন...
আজ আমরা এসেছি বিউটি পার্লারে পরিদর্শনে। ঈদ চলে এসেছে তাই বিউটি পার্লারে প্রচুর ভিড়। প্রথমেই মালিকের সঙ্গে কথা বলি আপা আপনার পার্লার কেমন চলছে?
ভালই চলছে তবে তবে ফলমূলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমাদের রেটও একটু বারতি...
ফলমূলের সাথে রেট বাড়ার মানে কি?
বাহ... দেখছেন এদিকে উনার চোখে শষা গালে টমেটো কপালে ঢেড়শ...এসব ছাড়া বিউটিফিকেশন অসম্ভব ব্যাপার...
কিন্তু উনার মুখে দেখছি পেপে ঢুকিয়ে রেখেছেন এটাও কি রুপচার্চার কোন বিষয়?
না তা অবশ্য না উনি আবার একটু বেশী কথা বলেন তাই এই ব্যবস্থা...কাজের সময় কথা বলা আমরা পছন্দ করি না...
ওরে বাবারে মারে...
উনি ফর্সা হতে এসেছেন কিন্তু উনার গায়ের যে রং ...তাই প্রথমে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে...
এই শোন শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষা শেষ হলে ঝামা ইট দিয়ে ডলা দিবে...চলুন ওদিকে যাই

একি উনি...?
আসলে ঈদের প্রচন্ড চাপ আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি না...তাই ওকে সাব কন্টাকে...
এখানে চুল স্ট্রেট করা হচ্ছে...আমরা কাস্টমারদের ভূতের গল্প শোনাই। ভয়ে চুল একদম সোজা হয়ে যায়...
এটা পেডিকিউর সেকশন... ছোট ছোট মাছ পায়ের মরা চামড়া খেয়ে ফেলে...তবে ভুল করে একটা হাঙর বোধহয়...
একি উনার বোধহয় গুটি বসন্ত হয়েছে উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে কেন?
আরে না গুটি বসন্ত হবে কেন? উনি আসলে একটা বিউটি স্পট করাতে এসেছিলেন ঠিক কটা বিউটি স্পট হবে বলেন নি, তাই বোধহয় একটু বেশী হয়ে গেছে...
এখানে...???

আমরা এখন ছেলেদের সেকশনে...ছেলেরাও আজকাল যথেষ্ট রুপ সচেতন। এখানে বডি ম্যাসাজ চলছে... আসলে এখানে রিমান্ডে বেদম জিজ্ঞাসাবাদ' চলছে... এটাও আমাদের সাইড বিজনেস। ক্রিমিনালরাই এখানে আসে...
!
এখানে...??
এই আরেক সমস্যা একটা দুটা চুল নিয়ে আসে সাইটালিস্ট হেয়ার কাট দিতে...উইগও পড়বে না।
এখানে টাট্টু করা হচ্ছে... আজকাল এ ফ্যাশন বেশ চালু হয়েছে ছেলেদের মধ্যে...
কি ভাই কি টাট্টু করাচ্ছেন?
পিঠে একটা টাট্টু ঘোড়া আঁকাচ্ছি!
অনেক ধন্যবাদ এবার যাই...
আরে যাবেন কোথায়? আপনাকে একটা ফ্রি মেকাপ দিয়ে দেই ...এই কে আছ...উনাকে...
?
এ্যা...!!? পরিদর্শন এখানেই...শেষ!!!

উন্মাদ- কি চাঁদ মামা কেমন আছেন?
চাঁদ- ছাগলের মত ম্যা ম্যা করবে নাতো

উন্মাদ - ম্যা ম্যা করলাম কই মামা ডাকলাম
চাঁদ- ঐ হল আমাকেও মামা ডাকো বাঘকেও মামা ডাকো আবার সিএনজি রিক্সাওয়ালা বাসের কন্ডাক্টর... সবাই তোমাদের মামা। আচ্ছা আসল মামারা কোথায় সত্যি করে বলতো?

উন্মাদ- সেরকম আসল 'মামা' থাকলে কি আর বসে বসে এত বছর ধরে উন্মাদ বের করি? তাহলেতো 'মামা' ধরে বাড়ি গাড়ি নারী সব হয়ে যেত...
চাঁদ- প্যাঁচাল বন্ধ করে কি জানতে চাও জলদি বলো...

উন্মাদ- আসলে ঈদ চলে এল তাই আবার আপনাকে স্মরণ করলুম এই আরকি?
চাঁদ- আরে এবারতো বিশ্বকাপের সাথে ঈদ রোজা সব প্যাঁচ লেগে গেল ঈদের চাঁদের কথা কি কারো মনে থাকবে মনে করো?

উন্মাদ- আচ্ছা ভাল কথা আপনি কোন দলের সাপোর্টার? ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা?
চাঁদ- আরে রাখো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এসব দল যারা সাপোর্ট করে তারা আসলে সুবিধা বাদি...

উন্মাদ- মানে?
চাঁদ- মানে জানা কথা এরা জিতবে জেতার আনন্দে এরা কোন ঝুঁকি নিতে চায় না বলে এসব বড় বড় দল সাপোর্ট করে আরে বাবা সাহস থাকলে হন্ডুরাসকে সাপোর্ট দাও ...

উন্মাদ- কি বলছেন? বাংলাদেশ থেকেতো অনেকেই হন্ডুরাসকে সাপোর্ট করেছে...
চাঁদ- সেতো ফেসবুকে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে সাপোর্ট করা...এসব চাল বুঝিনা মনে কর?

উন্মাদ- আচ্ছা বাদ দিন। বুঝতে পারছি কোন কারণে আপনার মেজাজ টং হয়ে আছে। তারপর আছেন কেমন? ডায়েটিং শুরু করেছেনতো?

চাঁদের ইন্টারভ্যু

চাঁদ- মানে?

উন্মাদ- মানে ঈদ আসছে আপনাকে স্লিম হতে হবে না? ঐ যে কবির ভাষায় কাস্তে বাঁকা চাঁদ...।
চাঁদ- সে সময় হলেই দেখতে পাবে। তবে কথা হচ্ছে কি যেভাবে বিল্ডিং এর ছাদে তোমরা ঢাউস ঢাউস সব বিদেশী পতাকা টানিয়েছ এবার আমাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

উন্মাদ- তা মন্দ বলেন নি। তবে না তার আগেই ওসব নেমে যাবে আশা করি। তবে এবার একটু রিকোয়েস্ট কিন্তু আছে
চাঁদ- কি রিকোয়েস্ট?

উন্মাদ- এবার আর মেঘের আড়ালে ঘাপটি মেরেন না, প্রতিবারই মেঘের জন্য আপনাকে ঠিকমত দেখতে পাই না আমরা। আর জানেনতো বাচ্চারা ঈদের চাঁদ না দেখলে কিরকম মন খারাপ করে
চাঁদ- আরে বয়স হয়েছে না আকাশে উঠতেও আজকাল ক্লান্তি লাগে, ডায়াবেটিসে ধরে ফেলেছে... তাও যাহোক বাচ্চাদের কথা ভেবেই ঐ সময় একটু উঠার চেষ্টা করি ঐ ঈদের ঈদের সময়টায় আরকি...

উন্মাদ- আরে আপনি না থাকলে ঈদের মজা কোথায়?
চাঁদ- তেল মারছ মনে হয়?

উন্মাদ- ছি ছি কি বলেন!
চাঁদ- আরে তোমাদের বিশ্বাস নেই তেলের জন্য তোমরা পৃথিবীটাকে কি করেছ সে খবর রাখ?

উন্মাদ- তা আর রাখি না, সেতো সব বড় বড় দেশগুলোর রাজনীতি
চাঁদ- তা তোমরাও রাজনীতির বাইরে নাকি? তোমাদের দেশের রাজনীতিওতো দেখছি... গনতন্ত্রের নামে...

উন্মাদ- ইয়ে... দেখুন এই পত্রিকা কিন্তু রাজনীতি বিবর্জিত...
চাঁদ- হা হা হা

উন্মাদ- হাসলেন কেন?
চাঁদ- আরে বেকুব রাজনীতি ছাড়া পত্রিকা বের করে লাভ কি? এর চেয়ে বরং ঠোঙ্গার ব্যবসায় নামো না কেন?

উন্মাদ- ঠোঙ্গার ব্যবসায়তো নেমেই গেছি একরকম?
চাঁদ- মানে?

উন্মাদ- মানে আজকাল মনে করেন উন্মাদ কেউ পড়ে নাকি? বাজারে ছাড়ি বিক্রি হয় না ফেরৎ কপি সোজা কাগজওয়ালার কাছে ওখান থেকে ঠোঙ্গা...
চাঁদ- কি বলছ?

উন্মাদ- জি সত্যি কথাই বললাম আপনার কাছে মিথ্যা বলে লাভ কি?
চাঁদ- তাহলে আর খামোকা আমার ইন্টরভ্যু নিচ্ছ কেন? কেউ যদি নাই পড়ে?

উন্মাদ- ঐখানেইতো মজা...ঠোঙ্গাওলারা কি মনে করেন সংখ্যায় কম নাকি? ঠোঙ্গা থেকে আপনার ইন্টারভ্যু পড়ে নিবে!
চাঁদ- কি? কি?? আমার ইন্টারভ্যু ঠোঙ্গায় পড়বে?... গেট আউট এই মুহূর্তে গেট আউট...যতসব রাবিশ! আমার মূল্যবান সময় নষ্ট...

উন্মাদ- আহা রেগে যাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া আমরা উন্মাদ থেকে ওয়েব সাইট করছি সেখানে আপনার ইন্টারভ্যুটা নাহয় আপ করে দিব...
চাঁদ- অনেক হয়েছে আর আপ করতে হবে না তুমি এবার ডাউনে যাও.. গেট লস্ট...!!

উন্মাদ- শুনেন শুনেন... শেষ একটা প্রশ্ন... কি হল সত্যিই চলে গেলেন...??